

### प्रिनिक उर् १ १ १ १ १ १ ৮ পৃষ্ঠা কলকাতা শিলিগুড়ি ২১ চৈত্র ১৪২৯ বুধবার ৫ এপ্রিল ২০২৩ https://m.facebook.com/DainikStatesmanofficial/ https://mobile.twitter.com/statesmandainik?lang=en

www.dainikstatesmannews.com

রাহুলকে আশ্রয় দিতে – ৭

রিষড়ার ঘটনায় অতিরিক্ত হলফনামা তলব হাইকোর্টের, আজ শুনানি – ৩

রাজ্যপাল সমঝদার লোক, সঠিক ভূমিকা পালন করেছেন : দিলীপ – ৫

ইডেনে আসছেন শাহরুখ খান – ৮

সূর্যোদয় — ৫ টা ৩১ মিনিট সূর্যাস্ত — ৫ টা ৫০ মিনিট

পূৰ্বাভাসে সানানো হয়েছে, সকালের দিকে মেঘলা আকাশ। যেকোনও সময় বৃষ্টি হতে পারে। দিনের তাপমাত্রা কমতে পারে।

দিনের তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৫.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন ২৬.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বোচ্চ ৩৪.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন ২৬.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস

আপেক্ষিক আর্দ্রতা সর্বোচ্চ ৯০ শতাংশ; সর্বনিম্ন ৩৪ শতাংশ

বৃষ্টিপাত (গত ২৪ ঘণ্টায়)

### রাজু ঝা'র মৃত্যু নিয়ে মুখ খুললেন মমতা

নিজস্ব প্রতিনিধি— রিষডার ঘটনা নিয়ে অতিসক্রিয় হয়ে উঠেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এই প্রেক্ষিতে শক্তিগড় শুট আউটে রাজু ঝা'র মৃত্যু নিয়ে এই প্রথম মুখ খুললেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, শনিবারই এক কোল মাফিয়া মারা গিয়েছে। কেউ তো সেই বিষয়ে মুখ খুলছেন না! এরপরই রাজু ঝায়ের সঙ্গে রাজনৈতিক দলের যোগ নিয়ে বিজেপিকে নিশানা করেন মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলবার দিঘায় কর্মিসভার পরে রাজু ঝায়ের মৃত্যু প্রসঙ্গে মমতা প্রশ্ন রাখলেন, কারা কারা ছিল রাজু ঝায়ের হোটেলে? কোন মন্ত্রী, কোন নেতা, কাদের টাকা দিয়েছে? কোন পার্টিকে সাহায্য করত রাজ ঝা? কই এসব নিয়ে তো কেউ কোনও কথা বলছেন না। এখন তো সবাই মুখে কুলুপ এঁটেছে।

প্রসঙ্গত শনিবার রাতেই শক্তিগড়ে দুষ্কৃতিদের গুলিতে মৃত্যু হয়েছে বিজেপি নেতা তথা কয়লা মাফিয়া রাজু ঝায়ের। পরিবারের আপত্তি সত্ত্বেও তিনি গেরুয়া দলেই যোগ দিয়েছিলেন। দুর্গাপুরে রাজু ঝায়ের বিলাসবহুল হোটেলেই উঠতেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী থেকে কেন্দ্রের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। যেখান থেকে রাদুর সঙ্গে দিল্লির যোগাযোগ বাড়তে থাকে। কেন্দ্রীয়স্তরে যোগাযোগ বাড়ায় অনেক বিজেপি নেতার পথের কাঁটা হয়ে উঠেছিলেন রাজু ঝা। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার হাত থেকে বাঁচতে বহু অন্ধকার জগতের রাজু ঝায়ের ওপর ভরসা করতেন। বিজেপির সঙ্গে কয়লা মাফিয়ার এই ধরনের যোগাযোগ নিয়ে মঙ্গলবার দিঘায় প্রশ্ন তুললেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

## ফের কেন্দ্রীয় আর্থিক ৯৭৯ কোটি

চাকরি বিক্রি থেকে নন্দীগ্রামে ভোট লুট, নাম না করে শুভেন্দুকে নিশানা

# त्राष्ट्रा वर्गाष्ट्रत जना विष्णि भौ : ययण



আমরা কারও হাতে দিয়ে চাকরিগুলি

দিয়েছিলাম। সেই চাকরিগুলো যে

অনেক জায়গায় বিক্রি হয়েছে, সেকথা

জানতাম না। প্রসঙ্গত মুখ্যমন্ত্রী এদিন

চাকরি বিক্রি প্রসঙ্গে সেইসব জেলার নাম

করেন। তৃণমূলে থাকাকালীন যে

জেলাগুলির সাংগঠনিক দায়িত্বে ছিলেন

এই মুহূর্তে নিয়োগ দুর্নীতিকে কেন্দ্র

সাম্প্রতিক নিয়োগ দুর্নীতির ইস্যুতে

মমতা। স্পষ্ট করে অভিযোগ করে

বললেন, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া,

মালদহ, মুর্শিদাবাদের চাকরি অন্যত্র

বিক্রি করা হয়েছিল। পুরুলিয়ার চাকরি

দেওয়া হয়নি। এখানে বেচে দেওয়া

হয়েছিল। সেকথা সত্যি কিনা এখানকার

মানুষরাই বলুন না। আর এখন

সিবিআই-ইডিকে নিয়ে এসে বড় বড়

কথা বিজেপি নেতাদের। একই সঙ্গে

এদিন তিনি 'চিরকুটে চাকরি' নিয়ে

এদিন নাম না করে অধিকারী

পরিবারকে আক্রমণ করে মমতা বলেন,

খাইয়ে পরিয়ে এদের মানুষ করেছি। এরা

ভেবেছিল ক্ষমতা দখল করবে। ক্ষমতার

জন্য দিল্লি পর্যন্ত গিয়েছে। অধিকারীদের

নাম না করে 'গদ্দার', 'কুলাঙ্গার' বলে

আক্রমণ করেন মমতা। বলেন, এদের

কাজ বাংলাকে অশান্ত করা। তবে

বাংলাকে কেউ অশান্ত করতে চাইলে,

তিনিও ছেড়ে দেবেন না বলে হুংকার

করতে নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা

বন্দ্যোপাধ্যায়। দীঘার কর্মীসভা থেকে

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কর্মীদের উদ্দেশে

তৃণমূল সুপ্রিমো বলেন, একটা কেন্দ্রে

এদিকে, পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে

দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

তিনি। জেলায় চাকরি বিক্রি থেকে টিকিট পাওয়া নিয়ে গোষ্ঠীকোন্দল বন্ধ

এদিন মমতা নিয়োগ দুর্নীতির সঙ্গে একজনকেই টিকিট দেওয়া সম্ভব। তাই

বামেদেরও তুলোধনা করেন।

শুভেন্দু অধিকারী।

অনেক সহ্য করেছি। আর ছেড়ে কথা করে রীতিমতো জেরবার তৃণমূল। এদিন

তৃণমূলে থাকাকালীন যথেষ্ট শুভেন্দু অধিকারীর ওপর দায় চাপালেন

কার্যত কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল, তখন নিৰ্দল কাঁটা অনেক জায়গায় ডুবিয়েছে শাসকদলকে। বহু পুরসভাতেই বিক্ষুৰ তৃণমূলী নিৰ্দল প্রার্থীরাই বিরোধী হিসেবে উঠে এসেছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনে যাতে এরকম ঘটনা না ঘটে সেজন্য দলীয় কর্মীদের সতর্ক করে দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। স্পষ্ট বার্তা দিয়ে বলেন, সাহায্য করবেন না।

প্রসঙ্গত গত একুশে জুলাইয়ের মঞ্চে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন, স্থানীয় স্তরের কোনও নেতাকে ধরে পঞ্চায়েত প্রার্থী হওয়া যাবে না। পঞ্চায়েতের টিকিট বন্টনের পুরোটাই কালীঘাট থেকে হবে। সেই প্রসঙ্গই এদিন ফের প্রকাশ্য মঞ্চে

### 'দিঘা মন্দিরে জগনাথের মার্বেল মূর্তি, নির্মাণকাজ এক বছরেই শেষ হবে'



নিজস্ব প্রতিনিধি— মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগেই দিঘায় তৈরি হচ্ছে জগন্নাথ মন্দির। পূর্ব মেদিনীপুর সফরে গিয়ে দিঘায় সভা শেষ করে নির্ণীয়মান মন্দির পরিদর্শনে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে ছিলেন হিডকোর চেয়ারম্যান দেবাশিস সেন, চণ্ডীপুরের বিধায়ক সোহম চক্রবর্তী। মন্দিরের কাজের অগ্রগতি নিয়ে সন্তম্ভ মুখ্যমন্ত্রী। জানিয়ে দেন আগামী এক বছরের মধ্যেই দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের কাজ শেষ হবে। তখন তা খুলে দেওয়া হবে দর্শনার্থীদের জন্য।

দিঘার এই জগন্নাথ মন্দিরের উচ্চতা পুরীর মন্দিরেরই সমান হবে। তবে বিগ্রহ পুরীর মতো নিমকাঠের মতো না হয়ে করা হবে মার্বেলের। হিডকো এই কাজটি করেছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন তিনি মন্দিরের কাজের সঙ্গে জড়িত আধিকারিকদের সঙ্গেও কথা বলেন। কিছুদিন আগে তাঁর ওড়িশা সফরের সেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েকের দেওয়া পরীর মন্দিরের রেপ্লিকাটি দিঘার মন্দিরেই রাখছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পুরীর দয়িতাপতি যে ছবি দিয়েছিলেন, তাও দিঘার মন্দিরের জন্য দিয়ে দেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, পুরীর মন্দিরের মতো দিঘার জগন্নাথ মন্দিরেও প্রতিদিন বিকেলে ওড়ানো হবে ধ্বজা। রথযাত্রারও আয়োজন করা হবে।

যাঁরা টিকিট পাবেন না, তাঁরা বিজেপির বরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আনলেন মমতা কথায় নির্দল হয়ে দাঁড়িয়ে দলের ক্ষতি রামনগরের সভা থেকে মঙ্গলবার করবেন না। এরকম করলে তাঁদের -ি নেতাকর্মীদের সতর্ক করে দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যের পুরনির্বাচনে যখন বিরোধীরা

## 'মানুষের শান্তিতে বাঁচার অধিকার আছে'

## এক্যবদ্ধ ভাবেই দুর্বতদের



নিজস্ব প্রতিনিধি— মঙ্গলবার সকালে উত্তরবঙ্গ সফর মাঝপথে ছেড়েই কলকাতায় ফিরে এসে কলকাতা বিমানবন্দরে রিষড়াকাণ্ড নিয়ে কড়া বার্তা দিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। সাংবাদিকদের সামনে রাজ্যপাল জানিয়েছেন, রিষড়ায় অশান্তি সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হবে। কাউকে রেয়াত করা হবে না। রাজ্যপালের কথায়, "মানুষের শান্তিতে বাঁচার অধিকার রয়েছে। যাঁরা সাধারণ মানুষের শান্তি বিঘ্নিত করবেন, তাঁদের ছাড় দেওয়া হবে না।"

িতিনি বলেন, ''আমরা সকলেই জানি, গত কয়েক দিন ধরে এখানে কী চলছে। এই কালো শক্তিকে আমরা কখনওই সাধারণ মানুষের স্বাধীনতা খর্ব করতে দেব না, সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে দেব না। দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে আমরা কড়া পদক্ষেপ করব। সকলে একসঙ্গে শান্তিরক্ষা করব। বাংলার মানুষকে আর এই ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে না। যে কোনও মূল্যেই শান্তি নিশ্চিত করা হবে। আমরা তাঁদের সঙ্গে আছি।" উল্লেখ্য,উত্তরবঙ্গ থেকে রাজ্যপাল সেই ঘটনার উপর নজর রেখে চলছিলেন বলেই রাজভবন সূত্রে খবর। শিবপুরের পর রিষড়াতেও একই ধরনের গোলমালের ঘটনায় সোমবার রাতেই কলকাতায় ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। মঙ্গল এবং বুধবারে তাঁর যাবতীয় কর্মসূচি বাতিল করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকেও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, জরুরি কারণে রাজ্যপালকে কলকাতায় ফিরে আসতে হচ্ছে। তাই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারছেন না।

রবিবার সম্বেয় রিষডায় রামনবমী উপলক্ষে শোভাযাত্রাকে কেন্দ্র করেই চরম সংঘাত ঘনায় ভরসন্ধেয়। ছোড়াছুড়ি হয় ইট-পাথর, পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে জড়ান বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। কাঁদানে গ্যাসও ছুড়তে হয় পুলিশকে। এই সংঘর্ষে বিজেপির একাধিক কর্মী জখম হয়েছেন বলে অভিযোগ ওঠে। অন্যদিকে, শাসকদলের দাবি, দিলীপ ঘোষের উস্কানিতে ওইদিন গন্ডগোল শুরু হয়।

ঘটনার পরেই উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। তবে সোমবার রাতে ফের নতুন করে সংঘর্ষ হলে রাজ্যপাল নিজের পাহাড সফর কাটছাঁট করে কলকাতায় ফিরে, সরাসরি বিমানবন্দর থেকেই এদিন সকালে পৌঁছন রিষড়ায়। সেখানে অশান্তি রুখতে কড়া বার্তা দেন তিনি। তার পরেই রিষড়া স্টেশন ঘুরে দেখে সোজা চলে যান এসএসকেএম হাসপাতালে। সেখানেই রিষড়ার ঘটনায় এক ব্যক্তি আহত হয়ে ভর্তি রয়েছেন। তাঁকেই দেখতে যান রাজ্যপাল। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে তিনি বলেন, 'এখানে একজন ভর্তি আছেন, তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম। তাঁর শরীরে আঘাত আছে। তাঁর চিকিৎসা চলছে দোষীরা অবশ্যই সাজা পাবে।' তারপরই তিনি আহতকে ২৫ হাজার টাকা আর্থিক সাহায়েরে কথা জানান।

এদিন রিষডায় রাজ্যপাল স্পষ্ট জানিয়ে দেন, বাংলায় পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

### হাওড়ার অশান্তিতে মুঙ্গের থেকে গ্রেফতার ১

নিজস্ব প্রতিনিধি— হাওড়ার অশান্তিতে মুঙ্গের থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে সুমিত সাউকে। তার গ্রেফতারি ঘিরেই এবার শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। এই ঘটনায় কনাল ঘোষ আক্রমণ শানিয়েছেন বিজেপিকে। কটাক্ষের সুরে বলেছেন বলেছেন, 'বিজেপির মৃঙ্গের বাহিনীর তাণ্ড ব হাওড়ায়'। অন্যদিকে পাল্টা তৃণমূলকেও আক্রমণ করতে ছাড়েনি বিজেপি। রামনবমীর মিছিলে এক বন্দুকধারী যুবকের ভিডিও টুইট করেছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিহারের মুঙ্গের থেকে ওই বন্দুকধারী যুবককেই গ্রেফতার করল হাওড়া পুলিশের গোয়েন্দারা। আর তার গ্রেফতারি ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে। তৃণমূলের মুখপাত্র তথা রাজ্য সম্পাদক কুণাল ঘোষের দাবি, রামনবমীর মিছিলে বিজেপি পরিকল্পনা করে গোলমাল বাধিয়েছে তার অভিযোগ, যাদের দিয়ে গোলমাল পাকানোর চেষ্টা হয়েছিল তাদেরই একজনকে মুঙ্গের থেকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এই বিষয়ে কুনাল জানিয়েছেন, প্রশ্ন হচ্ছে, মুঙ্গের বাহিনীকে হাওড়ায় এনে গভগোল করাল কারা? এই বিজেপি। বিজেপি বারবার অস্বীকার করছে। বিজেপির মুখোশ খুলে গিয়েছে। বিজেপি বড় বড় কথা বলছিল, কেন এখনো গ্রেফতার হল না! মুঙ্গের থেকে গ্রেফতার করে এনেছে সুমিত সাউকে। সে স্বীকার করেছে। ছবি মিলে গিয়েছে। কারা ওই মিছিলে তাকে ঢুকিয়ে ছিল? কাদের প্ররোচনায় মুঙ্গের থেকে এসে এখানে অস্ত্র নিয়ে ঢুকে গেল! আর কটা অস্ত্র ছিল? সিআইডি তদন্তে সমস্ত বেরিয়ে আসবে। বিজেপির একজন চক্রান্তকারীও যেন ছাড়া না পায়। কুনালের এই দাবির অবশ্য পাল্টা কটাক্ষ করেছে বিজেপি। গেরুয়া শিবিরের পাল্টা দাবি তৃণমূলেরই লোক ধৃত সুমিত সাউ। বিজেপি নেতা তথা কাউন্সিলর সজল ঘোষ বলেন, আমাদের আগে দেখতে হবে ধৃত সুমিত সাউ তৃণমূলেরই প্ল্যান্ট করা লোক কি না।

রাজনীতির দুর্বত্তায়ন অনেক দিন ধরে চলছে। আর বরদাস্ত নয়। দৃষ্কতীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি বলেন, ঘটনার প্রকৃত কার্যকারণ জানতেই আমি এখানে এসেছি। যা বলা হচ্ছে তা কতদুর সত্যি তা দেখতে এসেছি। এবার পরিস্থিতি পর্যালোচনা করব, সিদ্ধান্ত নেব। তার পর সলিড অ্যাকশন হবে। আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্বে যাঁরা রয়েছেন তাঁরা দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে কঠোরতম ব্যবস্থা নেবেন। এখন দেখার এই ঘটনায় রাজভবনের তরফে আর কী কী

## অনুদান, এবার গ্রামীণ উন্নয়নে

নিজস্ব প্রতিনিধি— ফের রাজ্য পেল কেন্দ্রীয় আর্থিক অনুদান। বকেয়া অর্থের দাবিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধর্না কর্মসূচির পর রাজ্যকে দুই খাতে অর্থ বরাদ্দ করেছিল কেন্দ্র। চলতি মাসের গোড়ায় দুই খাতে ১২১৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। এ বার রাজ্যকে আরও ৯৭৯ কোটি দিল কেন্দ্র। মঙ্গলবার নবান্ন সূত্রে প্রকাশ, পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের আওতায় বাংলাকে ওই অর্থ দিচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্র জানিয়েছে, এই অর্থ খরচ করতে হবে গ্রামীণ উন্নয়নে। কেন্দ্রের নির্দেশ অনুযায়ী, গ্রামের বাসিন্দাদের জন্য আবাস, সড়ক এবং পানীয় জলের দাহিদা মেটাতে এই ৯৭৯ কোটি ব্যয় করতে হবে রাজ্য সরকারকে। রাজ্যকে বঞ্চনার অভিযোগে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদী সরকারের বিরুদ্ধে বরাবরই সরব হয়েছেন মখ্যমন্ত্রী। ১০৬টি প্রকল্পে রাজ্যের মোট বকেয়ার পরিমাণ ১ লক্ষ ১৫ হাজার কোটি টাকা বলে জানিয়েছিলেন তিনি। বকেয়ার দাবিতে গত সপ্তাহের দু'দিন রেড রোডে ধর্না কর্মসূচিও পালন করেন মুখ্যমন্ত্রী। ওই একই দাবিতে সরব হয়েছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিযেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। ঘটনাচক্রে, এর পরেই মিড ডে মিল প্রকল্প খাতে ৬৩৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করে কেন্দ্র। এর পর সমগ্র শিক্ষা মিশনেও রাজাকে আরও ৫৭৬ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। ফলে চলতি মাসের গোড়ায় এই দুই খাতে কেন্দ্রের বরাদ্দ মিলিয়ে মোট ১২১৪ কোটি টাকা পেয়েছে রাজ্য। যদিও এই আবহেই আজ অর্থাৎ বুধবার কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী গিরিরাজ সিংহের কাছে বাকি বকেয়ার দাবিদাওয়া নিয়ে সাক্ষাৎ করবেন অভিষেকের নেতৃত্বের তৃণমূলের সংসদীয় প্রতিনিধিদল।

### ঢাকায় বিধ্বংসী অগ্নিকান্ডে আনুমানিক ক্ষতি ২ হাজার কোটি টাকা কাপড ঈদ উপলক্ষে ভারত থেকে আমদানি করা। কোটি টাকার সম্পদ নিমেষেই ছাই হয়ে গেল। জানা গেল, আজ মঙ্গলবার দই ভাইয়ের পরিকল্পনা

**ঢাকা**, ৪ **এপ্রিল**— বাংলাদেশের খুচরা ও পাইকারি বিক্রেতাদের কাছে রাজধানীর বহতম ও জনপ্রিয় পোশাকের বাজার হলো বঙ্গবাজার। তাদের চোখের সামনে দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন। কালো ধোঁয়ায় চারপাশ আচ্ছন্ন। চোখের নিমেষেই পুড়ছে একের পর এক দোকান। প্রথমে বঙ্গবাজার আদর্শ মার্কেট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। পরে পাশের গুলিস্তান সূপার মার্কেট, বঙ্গবাজার হকার্স মার্কেট, মহানগর হকার্স মার্কেট, রেলওয়ে হকার্স মার্কেট, এনেক্স টাওয়ার, বরিশাল প্লাজা, হোমিও মার্কেট ও ইসলামিয়া মার্কেটসহ মোট ৯টি মার্কেটে আগুন লাগে। দোকান মালিক-কর্মচারী, ক্রেতা-বিক্রেতা, স্থানীয়রাসহ প্রশাসন বলছে তারা একসঙ্গে এতো মার্কেট পুড়তে দেখেনি। আজ মঙ্গলবার সকাল ৬টা ১০ মিনিটে আগুন

সভায় একাধিক ইস্যু নিয়ে বিজেপিকে

আক্রমণ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

হাওড়া ও রিষড়ায় অশান্তির জন্য

সরাসরি বিজেপিকে দায়ী করেন।

অন্যদিকে একশের বিধানসভা ভোট

লুটের প্রসঙ্গ তুলে বলেন, নন্দীগ্রামে

বিজেপি লুট করে ভোটে জিতেছে।

তিনঘন্টা কেন লোডশেডিং করা হয়েছিল

তার জবাব চাই। তারপরই বলেন, আমরা

আধিপত্য বজায় ছিল আজকের বিরোধী

দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর। মন্ত্রিত্ব

ছাড়াও একাধিক জেলার পর্যবেক্ষক

থেকে শুরু করে বিভিন্ন কমিটির

চেয়ারম্যান করে দেওয়া হয়েছিল তাঁকে।

একুশের নির্বাচনের আগে শুভেন্দু

অধিকারী বিজেপিতে যোগদান করার

পর থেকে একাধিক ইস্যুতে মমতা

বন্দ্যোপাধ্যায়ের আক্রমণের নিশানায়

এসেছেন শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার

দিঘায় কর্মীসভার শেষে নিয়োগ দুর্নীতির

সূত্রে চাকরি বিক্রিরও অভিযোগের

আঙুল তুললেন বিরোধী দলনেতা

শুভেন্দু অধিকারীর দিকে। তৃণমূল

সুপ্রিমো জানিয়ে দিলেন, তাঁর অজান্তেই

বাঁকড়া, পুরুলিয়া ও মালদহের চাকরি

অন্য জেলায় বিক্রি হয়েছে। শুধু তা-ই

নয়, এতদিন পরেও বিধানসভায় ভোটে

নন্দীগ্রামে ভোট লুটের পুরনো প্রসঙ্গ

টেনে মমতা প্রশ্ন তোলেন, নন্দীগ্রামে

ভোটগণনার সময়ে তিন ঘন্টা

লোডশেডিং হয়েছিল কেন? নন্দীগ্রামে

ভোট লুটের হিসাবও এদিন চাইলেন

ভোটলুটসহ নানা ইস্যুতে বিরোধী

দলনেতা শুভেন্দ অধিকারী এবং তাঁর

পরিবারকে নাম না করে আক্রমণ করেন

লাগার খবর পায় ফায়ার সার্ভিস। সকাল ৬টা ১২ মিনিটে ফায়ার সার্ভিসের প্রথম ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পরে একে একে ৪৮টি ইউনিট যোগ হয়।

আগুন নিয়ন্ত্রণে ফায়ার সার্ভিসের সঙ্গে যোগ দেয় (मनावारिनी, विभानवारिनी, शृलिश, जानमात, वर्णात গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি), র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটেলিয়ন (র্যাব) ছাড়াও বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর। আগুন নেভাতে হেলিকপ্টারও ব্যবহার করা হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজে আগুন নেভানো ও উদ্ধার তৎপরতায় সমন্বয় করেছেন গণভবন থেকে।

স্মরণকালের এই ভয়াবহ বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে প্রায় সাড়ে ৫ হাজার দোকান পুড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এতে আনুমানিক দুই হাজার কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করেন বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতির সভাপতি হেলাল উদ্দিন।

ফায়ার সার্ভিসের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ মাইন উদ্দিন বলেন, প্রায় সাড়ে ৬ ঘণ্টা পর আগুন নিয়ন্ত্রণ আসে। ফায়ার সার্ভিসের ৪৮টি ইউনিট প্রচেষ্টা চালিয়ে বেলা ১২টা ৩৬ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। পানি সংকট, উৎসুক জনতা ও যায়, বঙ্গবাজার এলাকায় অন্তত ৯টি মার্কেটে আগুন



বাতাসের কারণে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে দেরি হয়েছে। তবে এই ঘটনায় কেউ নিহত হয়নি, আহত হয়েছেন ফায়ার সার্ভিসের ৫ জনসহ মোট ১৫ জন।

তিনি আরও বলেন, ২০১৯ সালের ১০ এপ্রিল এই বাজার ঝুঁকিপূর্ণ আকারে আমরা ঘোষণা করেছিলাম। এ সংক্রান্ত ব্যানারও টানিয়েছি। এরপর আমরা দশবার নোটিশ দিয়েছি। বলেছি, এই ভবন অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। আমাদের করণীয় যা যা ছিল তা আমরা করেছি। তারপরেও এখানে ব্যবসা চলছিল। এছাডা অগ্নিকান্ডের কারণ ও ক্ষয়ক্ষতি পরিমাণ তদন্তের পর জানা যাবে।

তবে ফায়ার সার্ভিস আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার কথা বললেও ঘটনাস্থলে বিভিন্ন জায়গায় দুপুরের পরও ভর করেছে। তা হলো পুড়ে যাওয়া দোকানের জায়গায় আগুন জলতে দেখা গেছে

লাগে। এক জায়গায় হওয়ায় মূলত সবগুলোকেই লোকজন বঙ্গবাজার মার্কেট নামেই গ্রেকন। এখান থেকে রাস্তার উল্টো পাশে বরিশাল প্লাজা, ইসলামিয়া ্ও বঙ্গ হোমিও মার্কেটেও আগুন ছড়িয়ে পড়ে। এর মধ্যে বঙ্গবাজার আদর্শ মার্কেট, গুলিস্তান সূপার মার্কেট, বঙ্গবাজার হকার্স মার্কেট, রেলওয়ে হকার্স মার্কেট ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে। শুধু এই চার মার্কেটেই প্রায় ৩ হাজার দোকান ছিল এবং সেখানে কাজ করেন প্রায় দেড় লাখ মানুষ।

ঈদের আগে এই অগ্নিকাণ্ডের কারণে দোকানিরা সর্বস্বান্ত হয়েছেন। সেই সঙ্গে তাদের মনে আরেক শঙ্কা তারা নতুন করে ব্যবসা শুরু করতে পারবেন কি না, তা সরেজমিনে ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে জানা নিয়ে। অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, এমন ব্যবসায়ীদের অনেকেই কথা বলেন। তাদের কথা, আগে

বিভিন্ন মার্কেটে আগুন লাগার পর এমন দেখা গেছে যে যারা প্রকৃত দোকানি, তারা আর দোকান ফেরত পাননি। অন্য কেউ তা দখল করে নিয়েছেন।

ক্ষতিগ্রস্ত মার্কেটের একাধিক ব্যবসায়ী বলেন, স্মরণকালে এতো বড় আগুন দেখিনি। ভয়াবহ এই অগ্নিকান্ডে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার দোকান পুড়ে গেছে বলে ধারণা। এর ফলে কয়েক হাজার কোটি টাকার ক্ষতির মুখে পড়বেন বলে তারা আশঙ্কা করছেন।

সাধন। অনন্যা শাড়িঘরের মালিক এই দুই ভাই। এই বাজারে তাদের দুটি দোকান ছিল। দুটিই পুড়ে গেছে। অ্যানেক্স মার্কেটের সামনের এলাকায় অসহায় দাঁড়িয়ে ছিলেন তারা। অনেকে তাদের সাস্তইনা দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন। সঞ্চয় বলেন, আমাদের দুই দোকানে কোটি টাকার ওপরে মালামাল ছিল। এর মধ্যে অধিকাংশ

ছিল সকালে এসে দ্রুত দোকান খুলে মালামাল জায়গামতো পাঠিয়ে দেওয়া। গতকাল বেচাকেনার পর লাখ দশেকের মতো টাকা দোকানে রেখে গিয়েছিলেন তারা। সেই টাকা সঙ্গে নিয়ে গেলেও হয়তো কিছুটা বেঁচে যেতেন তারা। কিন্তু বিধি বাম।

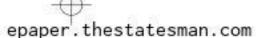
বঙ্গবাজার মার্কেটের ব্যবসায়ী জহিরুল ইসলাম বলেন, আমার জীবনে এত ভয়াবহ আগুন দেখি নাই। এই আগুন আশেপাশের মোট ৯টি মার্কেটে আগুন ছডিয়ে পরে। একের পর এক দোকান চোখের সামনে পুড়ছে অথচ তাকিয়ে ছাড়া উপায় ছিল না। বঙ্গ মার্কেটে আমার চাচার একটি দোকান ছিল সেটা পরে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে।

এনেক্সকো টাওয়ারে আনিকা ট্রেডার্সের পাইকারি ব্যবসায়ী আনোয়ার হোসেন বলেন, শুধু বঙ্গবাজার কাঠের মার্কেটে দুই টিনশেড মার্কেটে দোকান আছে ৩-৪ হাজার। ওই মার্কেট সম্পর্ণ পুড়ে গেছে। এমন কোনও দোকান নেই যে সেটি পোডেনি।

রাজধানীর বঙ্গবাজারে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের কারণে জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এর সেবা কার্যক্রম সাময়িকভাবে বন্ধ আছে। জরুরি প্রয়োজনে স্থানীয় থানা অথবা ফায়ার স্টেশনের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করেছে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স। মঙ্গলবার পুলিশ সদরদপ্তরের এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড পিআর) মোহাম্মদ মনজুর রহমান এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স বঙ্গবাজারের পার্শের ভবন হওয়ায় সেখানেও আগুন ধরে যায়। ফলে এ সেবা সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে হয়েছে। সকাল রাজধানীর ডেমরা এলাকার বাসিন্দা সঞ্চয় ও ১০টা ১৫ মিনিট থেকে পরিষেবাটি স্থগিত করা ্হয়েছে। আমরা শিগগির এটি চালু করার চেষ্টা করছি।

> এদিকে ৯৯৯-এর পরিদর্শক (মিডিয়া) আনোয়ার সাত্তার বলেন, জাতীয় জরুরি পরিষেবা অফিসটি বঙ্গবাজার শপিং কমপ্লেক্সের কাছে অবস্থিত এবং আগুনের কারণে টেলিফোন এবং ইন্টারনেট সংযোগ ব্যাহত হচ্ছে।



Estate, Bhubaneswar-

751010.

Spencer Plaza 18/19, 1st Floor,

**Burdwan Road** 

**HYDERABAD** 

BANGALORE

500004,

sil\_statesman@yahoo.co.in

delhistatesman@gmailcom

The Statesman Limited

2nd Floor, UNI Building.

A.C. Guards, Hyderabad-

9866323009,9212192123

delhistatesman@gmail.com

**KOLKATA** Statesman House, 4, Chowringhee Square Kolkata-700 001 Apurba Chakravarty, M: 9830045650,

Uttar Sarathi Guha Mojumder, M: 9831528760 For Advertisement : statesmandisplay@gmail.co

thestatesmanclassified@gmail.

delhistatesman@gmail.com For Editorial:

journo71@gmail.com **DELHI** 

148, Barakhamba Road,

Statesman House,

Mob: 9212192123

New Delhi-110 001 Tel: (011) 2331 5911, 43043793 delhistatesman@gmail.com Hiten Rathore hiten.statesman@gmail.com

BHUBANESWAR Plot 3A, Zone B, Sector A,

Mancheswar Industrial

M-09438838880 Tel.; 080-9212192123 statesmanbbsr@gmail.com delhistatesman@gmail.com Delhistatesman@gmailcom bangalore@thestatesmangroup.com MUMBAI **SILIGURI** 

5, Kasturi Buildings, Jamshedji Tata Road, Mumbai-400 020 M-9212192123, Tel: (022) 35775450 Above Vishal Mega Mart Siliguri-734005, West Bengal Ph.: 9832082429

Email: delhistatesman@gmail.com mumbai@thestatesmangroup.com

50 Residency Road

Bangalore-560025.

**LUCKNOW** 2/2, Butler Palace Near Jopling Road) Lucknow-226 001. M-9212192123 Email:

delhistatesman@gmail.com **RANCHI** hyderabad@thestatesmangroup.com Mobile: 9212192123

delhistatesman@gmailcom ranchi@thestatesmangroup.com No. 68, First Floor, Gold

AIR-SURCHARGE; Kathmandu - Re. 2, Eastern Region - Re. 1 All other stations in India - Re. 1

### রাশিহ্মল

### বুধবার, ৫ এপ্রিল

মেষরাশি– বিলম্বে কার্যসিদ্ধি ও দৃশ্চিন্তা মক্তি। কর্মজীবনে উন্নতি ও ভাগ্যোদয়ের শুভ সঙ্কেত পেতে পারেন। গুহে বহুজন সমাগম ও বিবিধ বিষয়ে আলোচনা। আর্থিক অবস্থার উন্নতি। মহৎ হৃদয়বৃত্তি ও বহুজনের হিতার্থে স্বার্থত্যাগ।

বৃষরাশি— বহু শ্রমযোগে কর্মে সাফল্য। হিতকাঙ্খীর সহায়তায় অভাবনীয় সাধু ব্যক্তির অপ্রত্যাশিত সঙ্গলাভ। উপস্থিত বৃদ্ধিতে কার্যসিদ্ধি। সন্তানের বিশেষ বিকাশ লাভ। আইনঘটিত জটিলতার

মিথনরাশি– কাল্পনিক ভয় পরিত্যাগ করুন। বহুদিনের প্রত্যাশাপুরণের সম্ভাবনা। প্রতিবেশীর মনোভাব আশানুরূপ হবে। সন্তানের মেধার বিকাশ। ব্যবসায়ে মুনাফা বৃদ্ধি লাভ। নতুন গৃহ নির্মাণের সুযোগ আসবে। কর্কটরাশি– সন্তানের মৌলিক চিন্তা ও অধ্যক্ষ গ্ৰেষণায় কৃতিত্ব। মামলায় জয়লাভের সম্ভাবনা। মহৎ হৃদয়বৃত্তি ও পরোপকারের চেম্টা। একক প্রচেম্টায়

সম্মানজনক ফললাভের সম্ভাবনা **সিংহরাশি**– কোনও কাজে অভাবনীয় সাফল্য। ভাবাবেগের বশে কাজ করে অনৃতপ্ত হতে পারেন। হিতাকাঙ্খীর নিমিত্তে বিদ্যায় উন্নতি। প্রতিষ্ঠা বিলম্বিত

ব্যবসায়িক উন্নতি। পরীক্ষায়

কন্যারাশি— আইনঘটিত গোলযোগের মীমাংসা। প্রতিবেশীর মনোভাব ও পারিপার্শ্বিকতা বুঝে কাজ করুন। বক্রপথে অর্থাগমের সুযোগ আসবে। গুরুজনের প্রভাবে বৈষয়িক সঙ্কট থেকে মুক্তি। দীর্ঘকালের রোগের উপশমের

আশা আছে। তুলারাশি– মামলায় অযথা জড়িয়ে পড়তে পারেন। প্রজাবান আনুকুল্য লাভ। দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার বাস্তবায়ন আশাপ্রদ। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায়

The Statesman!

CLASSIFIED

TO BOOK

AN

**ADVERTISEMENT** 

PLEASE CALL

98307 80924

98308 74087

লোকনাথ শাস্ত্ৰী

সাফল্যের আশা। সঙ্গ নির্বাচনে সতর্কতা বৃশ্চিকরাশি— সন্তানের সাফল্যে আনন্দিত হবেন। দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার বাস্তবায়ন আশাপ্রদ। দ্বিমুখী সংশয় দূর করুন। বিতর্ক বিবাদ ও আপস রক্ষায় শান্তি। রাজনৈতিক দলের সান্নিধ্য লাভ। পরোপকারের বিশেষ স্বীকৃতি কল্যানজনক উদ্বুদ্ধ করবে। কাজের সূত্রে বিশেষ সফরের সুযোগ।

ধনরাশি অর্থ বিনিয়োগে ব্যবসায়িক সাফল্য। দর্দিনে কোনও বন্ধকে পাশেশপেতে পারেন। নিষ্ঠা শ্রম অনযায়ী আর্থিক উন্নতি হবে না। শারীরিক অপেক্ষাকত শুভপ্রদ। অতিরিক্ত উচ্চাশা বর্জন কর্কন। অতিক্রোধ সংযত করতে না পারলে বিপদের আশঙ্কা। যথ আয় তত্র ব্যয়। পারিবারিক ক্ষেত্রে বাডতি প্রাপ্তির

মকররাশি— অর্থ বিনিয়োগে ব্যবসায়িক সাফল্য দুর্দিনে আর্থিক উন্নতি হবে না। শারীরিক অপেক্ষাকৃত শুভপ্রদ। অতিরিক্ত উচ্চাশা বর্জন করুন। অতিক্রোধ সংযত করতে না পারলে বিপদের আশঙ্কা।

কুম্ভরাশি— ভ্রাতা ভগিনীর সহিত মতানৈক্যের অবসান। অসহয়নীয় অহেতুক ব্যবসায়িক ঝামেলা। মোকদ্দমায় নিষ্পত্তি সন্তোষজনক। অহেতুক উচ্চাশা দমন করুন। বৈষয়িক সঙ্কট থেকে মুক্তি। অপ্রিয় ব্যবহারে যাতে ক্ষতি না হয় সেদিকে নজর রাখা

**মীনরাশি**– আর্থিক শুভফলের আশা। প্রিয়জনের শিক্ষার উন্নতির যোগ। ব্যবসায়ে তীব্র সংঘাতের ফল। ধর্মচরণে অনুকুল পরিস্থিতির সন্ধান। শত্রুদমন পরিকল্পনা বর্জন করুন। ভাগ্য বাধা কাটিয়ে অবশেষে কর্মোন্নতির ইঙ্গিত। জ্ঞাতিবর্গের প্ররোচনায় অশান্তি। শারীরিক অপেক্ষাকৃত শুভপ্রদ।

श्रिविक विखा शन

### দিনপঞ্জিকা

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা

বধবার ২০২৩। তিথি— (চৈত্র শুকু পক্ষ) চত দ্দিশী দং ১/৩৪ নক্ষত্র—উত্তরফল্পুনী দং ১৪/৪২ দিবা ঘ. ১১/২৩। অমৃতযোগ--দিবা ঘ. ৯/৩০ গতে ১২/৪৫ মধ্যে রাত্রি ঘ. ৮/০ গতে ১০/২১ মধ্যে পুনঃ ১১/৫৫ গতে ১/৩০ মধ্যে পুনঃ ২/১৮ গতে ৩/৫২ মধ্যে। **বারবেলা**— ঘ. ৬/৪৩ গতে ৮/২২ মধ্যে পুনঃ ৩/১ গতে

মদন গুপ্তের ফুল পঞ্জিকা ২১ চৈত্র ১৪২৯, ৫ এপ্রিল, বুধবার ২০২৩। তিথি— চতুর্দ্ধশী দিবা ৯/১০। নক্ষত্র— ১২/৪২ মধ্যে এবং রাত্রি ৭/৫৪ ৩/৫৭ গতে ৫/২৭ মধ্যে।

ইসলামি পঞ্জিকা

**All Advertisements** 

are carried

Free of cost

on our

website

https://epaper.thestatesman.co

Are you getting your favourite

The Statesman

If not then **Please contact:** 

MR. GANGULI

8777529469

**!** at your house / locality every morning,

২১ চৈত্র ১৪২৯, ৫ এপ্রিল,

৯/২০। ৪/৪১ মধ্যে।

উত্তরফল্পুনী দিবা ১১/২৬। অমৃতযোগ— দিবা ৯/২৯ গতে গতে ১০/১৮ মধ্যে ও ১১/৫৩ গতে ও ১/২৯ মধ্যে ও ২/১৭ গতে ৩/৫৩ মধ্যে। কালবেলা— ৭/০ মধ্যে ১২/৫৮ গতে ২/২৮ মধ্যে ও

২১ চৈত্র ১৪২৯, ৫ এপ্রিল. বুধবার ২০২৩। সূর্যোদয় ৫/৩১ সূর্যাস্ত ৫/৫০। তিথি— চতুর্দ্দশী <u> मित्रा</u> ৯/১०। নক্ষত্ৰ— উত্তরফল্পুনী দিবা ১১/২৬। সেহরী শেষ/ফজর শুরু ৪/১৫ ফজর শেষ ৫/৩০ জোহর ১০/৪৯ আসর ৩/৪১ ইফতার/ মাগরিব ৫/২৪ এশা

# হর ও জেলার অন্বরে

### বর্ধমানেও জোরদার প্রচারে নেতারা

# সকলের কাছে পরিষেবা পৌছে দিতে গ্রাম শহরে পাল্লা দিয়ে দিদির সুরক্ষা আর দুয়ারে সরকারের জনসংযোগ

আমিনুর রহমান

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষিত কর্মসূচির নির্দেশ মেনে একদিকে দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচি চলছে গ্রামীণ এলাকাতে। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শহর এলাকাতেও চলছে সুরক্ষা কবচের প্রচার ও সচেতনতা। বাদ নেই বর্ধমান পৌরসভা এলাকাও। বর্ধমান পৌরসভার পঁয়ত্রিশটি ওয়ার্ডেই এই কর্মসূচি শেষ হয়েছে সোমবার। আর নেতৃত্ব দিয়েছেন বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস। তার উদ্যোগে পাড়ায় পাড়ায় চলছে ওই কর্মসূচি। সঙ্গে ছিলেন তৃণমূলের শীর্ষ নেতা নেত্রীরা। জেলার অন্যান্য অঞ্চলেও একইভাবে সোমবার পর্যন্ত ব্যাপক প্রচার অভিযান চলে। একদিকে দুয়ারে সরকার অন্যদিকে দিদির সুরক্ষা কবচ দুই কর্মসূচিতে মন্ত্রী, প্রশাসনিক আধিকারিক, জনপ্রতিনিধিদের জনসংযোগে সরগরম বিভিন্ন এলাকা।

রাজ্যের অন্যান্য জেলার সঙ্গে পূর্ব বর্ধমান জেলাতেও চলছে ষষ্ঠ পর্যায়ের দুয়ারে সরকার কর্মসূচ। তার আগে থেকেই দলনেত্রী তথা তণমল সপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ মেনে চলছে দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচি। গ্রামীণ এলাকার পাশাপাশি বর্ধমান শহরে দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসচির নেতৃত দিচ্ছেন বিধায়ক খোকন দাস। পৌরসভার পঁয়ত্রিশটি ওয়ার্ডেই বেশ কয়েকটি পর্যায়ে চলে জন সংযোগ। রবিবার এই কর্মসূচি শুরু হয়েছিল ১০নং ওয়ার্ডের তরুণ সংঘের কালী মন্দিরে পুজো দিয়ে। 'দিদির দৃত' বিধায়ক খোকন দাস ছাড়াও ছিলেন পৌরসভার চেয়ারম্যান পরেশ চন্দ্র সরকার সহ দলের শাখা সংগঠনের নেতারা। ছিলেন জেলা তৃণমূল যুব সভাপতি রাসবিহারী হালদার, শহর তৃণমূল





সভাপতি তন্ময় সিংহ রায়. শহর যবর সভাপতি অভিরূপ যশ, জয়হিন্দ বাহিনীর শহর সভাপতি পল্লব দাস, মুখপাত্র প্রসেনজিৎ দাস সহ কাউন্সিলার, ওয়ার্ড সভাপতিরা। বাডি বাডিও জনসংযোগ চলে। ওই দিন দশ. আঠার. উনিশ সহ বিভিন্ন ওয়ার্ড পরিক্রমা চলে। রবিবারের পর নেত্রীরা সকলেই অংশ নিয়েছিলেন বিধায়কের ওই

সোমবারও সর্বশেষ দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচিতে তেইশ, চবিশ, পাঁচিশ, ছাবিশ, আঠাশ সহ পর পর কয়েকটি ওয়ার্ডে নেতা নেত্রীরা অংশ নেন । সোমবার কঙ্কালেশ্বরী মন্দিরে পূজো দিয়ে বাদ্যযন্ত্র সহকারে ওয়ার্ড পরিক্রমা হয়। প্রথম সারির নেতা

কর্মসূচিতে এরই মাঝে পথে আঠাশ নং ওয়ার্ডে এক কর্মীর বাড়িতে সকলকে নিয়ে দুপুরে খাবার খেয়েছেন বিধায়ক। এলাকার এক কর্মী তন্ময় ভট্টাচার্য বলেন, বিধায়ক খোকন দাস অভ্যর্থনা জানানোর পর এক কর্মীর বাড়িতে অতি সাধারণ খাবার মাটিতে বসেই তিনি খেয়েছেন। সকলের অভাব অভিযোগও শুনেছেন। একটি হেলথ সেন্টারও পরিদর্শন করেছেন বিধায়ক।

অন্যদিকে সারা জেলার সঙ্গে দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসচি ধারাবহিকভাবে পরিচালনার পর এবার দুয়ারে সরকার শিবির পরিদর্শনে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছেন পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরের তৃণমূল নেতৃত্ব। সোমবার অবশ্য 'দুয়ারে সরকার' ক্যাম্প পরিদর্শনে গিয়েছিলেন সরকারি আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিরা। এদিন পাঁচড়া ও জামালপুর-দুই পঞ্চায়েতে এই শিবির হয়েছে। কেমন চলছে ক্যাম্প, কোনও সমস্যা হচ্ছে কিনা এসব দেখভাল করতে শিবিরে উপস্থিত হয়েছিলেন সকলে। ছিলেন জামালপুরের বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ভূতনাথ মালিক, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মেহেমুদ খান, বিডিও শুভঙ্কর মজুমদার, দুই পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধান সহ অন্যান্যরা। বিডিও জানিয়েছেন দৃটি পঞ্চায়েতে এদিন মাইক্রোলেবেলে মিলিয়ে ছেচল্লিশটি শিবির হয়েছে। মেহেমুদ খান ও ভূতনাথ মালিক জানিয়েছেন দুয়ারে সরকারে এবার প্রতিটি বুথে নিজের এলাকাতেই পরিষেবা পাবেন। একজনও থাকরেন না, যিনি সরকারি প্রকল্প ও সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত থাকবেন। আমরাও সেই প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি, প্রতিনিয়ত শিবিরগুলি পরিদর্শনে গিয়ে সকলকে সচেতন করার চেষ্টা চলছে।

### টিসিআই সেফ সফর

নিজস্ব প্রতিনিধি— ভারতের বৃহত্তম ইন্টিগ্রেটেড সাপ্লাই চেইন এবং লজিস্টিকস সলিউশন প্রদানকারী, টিসিআই গ্রুপ, বিশেষভাবে তৈরি ট্রাকে নুক্কাড় নাটক পরিচালনা করে চলেছে। নুক্কাড় নাটক-একটি পথ নাটিকা। ১৯৪০ এর দশক থেকে চালু হওয়া এই পদ্ধতিটি আবারও জনগণের মধ্যে বার্তা প্রেরণের একটি প্রমাণিত উপায়। টিসিআই সেফ সফর-এর এই রাস্তার অনন্য নাটকের মাধ্যমে অভিনেতাদের সাথে স্থানীয় ভাষায় যোগাযোগ করে, রঙিন পোশাক পরে, অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করে ১ মিলিয়নেরও বেশি ড্রাইভারের কাছে পৌঁছে, তাদের নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য এবং পরিবেশের দিক সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছে। ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (টিসিআই গ্রুপ) দ্বারা টিসিআই সেফ সফর হল ড্রাইভার শিক্ষার দিকে এক ধাপ এগিয়ে যাওয়া-বাই দ্য ড্রাইভার, ফর দ্য ড্রাইভার। তারাই এই গল্পের নায়ক, দেশের অন্যান্য অনেক সড়ক নিরাপত্তা অভিযানের মতো।

### ইভিগো সাগা বাগারু শিল্পীদের সম্মানিত করেছে

নিজস্ব প্রতিনিধি— রাজস্থানের আর্টিসান্সের সহযোগিতায় তৈরি করা হয়েছে. নত্ন সংগ্রহে রয়েছে স্মার্ট ক্যাজুয়াল ভারতীয় পোশাক যা ভারতীয় শিল্পকে স্পোর্টসলাইটিং করে। নাইকা ফ্যাশনের লেখা একটি আধুনিক জাতিগত পোশাক ব্যান্ড, ব্যান্ডের স্লোগান 'আব লিখো আপনি কাহানি' হল ফ্যাশনের স্বাচ্ছন্দ্য অনুযায়ী নিজের গল্প লেখার আমন্ত্রণ, এবং এই সময় এটি প্রাকৃতিক ভারতের প্রিন্ট, কালজয়ী ক্লাসিক, মোটিফ যা প্রকৃতি। এবং এটি ভারতীয় ঐতিহ্য দারা অনুপ্রাণিত।

### রেগালিয়া গোল্ড ক্রেডিট কার্ড চালু করল

এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক নিজস্ব প্রতিনিধি— এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক আজ রেগালিয়া গোল্ড ক্রেডিট কার্ড চালু করার কথা ঘোষণা করেছে-রেগালিয়া রেঞ্জের ক্রেডিট কার্ড-একটি সুপার-প্রিমিয়াম ক্রেডিট কার্ড যা অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য এবং সুবিধা সহ আসে। এই কার্ড রয়েছে এই শ্রেণীতে সেরা কিছু ট্রাভেল এবং লাইফস্টাইল সুবিধা, যার মাধ্যমে গ্রাহকরা এক্সক্লুসিভ রেগালিয়া গোল্ড ক্যাটালগের মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে ভ্রমণ এবং প্রিমিয়াম ব্যান্ডের কালেকশনের জন্য রিওয়ার্ড রিডিম করতে পারবেন। এটি কার্ডহোল্ডারদের বিশ্বব্যাপী বিনামূল্যে বিমানবন্দর লাউঞ্জ অ্যাক্সেস এবং প্রিমিয়াম

মাইলস্টোন সুবিধাও প্রদান করে।

## বিজ্ঞান মঞ্চের উদ্যোগে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও অভীক্ষার পুরস্কার বিতরণী

নিজস্ব সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ৪ এপ্রিল— পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের মেদিনীপুর গ্রামীণ পূর্ব বিজ্ঞান কেন্দ্রের উদ্যোগে মেদিনীপুর সদর ব্লকের রামনগর জুনিয়র হাইস্কলে অনুষ্ঠিত হলো সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও বিজ্ঞান মেধা অভীক্ষা-২০২২ এর পুরস্কার বিতরণী সভা। এদিন স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তিকে সামনে রেখে সবার দেশ, আমাদের দেশ শীর্ষক বিজ্ঞান বিষয়ক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার বিভিন্ন বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা অংশ গ্রহণ করে। এদিনের অনুষ্ঠানে সবাইকে স্বাগত জানান বিজ্ঞান কেন্দ্রের সম্পাদক শুলাংশু শেখর সামন্ত। সভাপতিত্ব করেন বিজ্ঞান কেন্দ্রের সভাপতি সুদীপ কুমার খাঁড়া। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞান মঞ্চের জেলা সম্পাদক সুধাপদ বসু, জেলা কাউন্সিলের সদস্যা সুষমা প্রধান, অভীক্ষা নিয়ামক কার্তিক চক্রবর্তী, 'শিক্ষারত্ন'

শিক্ষিকা আল্পনা দেবনাথ বসু, কুইজ মাস্টার অরিন্দম দাস প্রমুখ। আয়োজক ও শুভানুধ্যায়ীদের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন শান্তনু সিনহা, কুলদীপ রায় চৌধুরী, সরোজ মান্না, সঞ্জয় সখা চাবরি, পার্থ প্রতিম দাস, সোমা দাস, রুম্পা রায়, মুক্তিপদ ঘোষ, মৌমিতা দাস, শুল্রা দাস, অনন্যা সামন্ত সহ অন্যান্যরা। অনুষ্ঠানে বক্তারা বিজ্ঞান চেতনার প্রসারে সংশ্লিষ্ট সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে মেধা অভীক্ষায় প্রথম, বিতীয়, তৃতীয় স্থানাধিকারী প্রতিযোগিদের হাতে পুরস্কার ও মানপত্র তুলে দেওয়া হয়। পরিবেশ সচেতনতার বার্তা দিতে সফল ছাত্র-ছাত্রী ও অতিথিদের হাতে উপহার হিসেবে চারাগাছ তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠান সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন হওয়ায় সংশ্লিষ্ট সবাইকে সংগঠনের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানান সম্পাদক শুভ্রাংশু শেখর সামন্ত ও সভাপতি সুদীপ কুমার খাঁড়া।

### एशिन जिना वािक उ फिर्क वितािशी মঞ্চের ডাকে নাগরিক কনভেনশন

রূপম চট্টোপাধ্যায়

রামনবমী উপলক্ষে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, জন জাগরন মঞ্চ, হিন্দু মহাসভা যে সব শোভাযাত্রা করেছে সেখানে অস্ত্রের সঙ্গে ছিল ডিজে বিকট আওয়াজ। এই নিয়ে সাধারণ মানুষের একাংশের অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। আদালত ও রাজ্য দৃষণ নিয়ন্ত্রণ পর্যদের নিয়ম অমআন্য করে বহু ক্ষেত্রেই উচ্চ স্বরে ডিজে বাজানো হয়েছে। সঙ্গে ছিল বাজি ফাটানোর ধুম। এর বহু ছবি ধরা পড়েছে পথ চলতি মানুষের মোবাইল ক্যামেরায়। এনিয়ে প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানাতে সক্রিয় হয়েছে ফোরাম ফর সিভিল লিবার্টি। অন্য দিকে বিগত ২৩ মাসে হুগলি জেলা ডি জে ও বাজি বিরোধী মঞ্চের যেসব খবর সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে সেগুলোর একটি সংকলন প্রকাশিত হয়েছে রবিবার শ্রীরামপুর টাউন হলে আয়োজিত এক নাগরিক কনভেনশনে। এই সংকলন হুগলী জেলায় বাজি পোডানো ও

জনবহুল স্থানে ডিজে বক্স ব্যবহারের মাধ্যমে সৃষ্ট শব্দদূষণ ও সংবাদমাধ্যমে মুদ্রিত তথ্য এবং সে বিষয়ে মঞ্চের ভূমিকা নথিবদ্ধ করা হয়েছে। এই সংবাদগুলি পড়ে পাঠক তাঁর সমাজ বাস্তবতারও একটা আঁচ পাবেন, এমনই দাবি মঞ্চের। মঞ্চের সম্পাদক গৌতম সরকার জানিয়েছেন, বাণিজ্যিক সংবাদ মাধ্যমের পেশাদারী নিরপেক্ষতার প্রতি এখনও আমরা আস্থাশীল। একই সঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়ার তথ্য প্রাচুর্য এক তাৎক্ষণিকতায় ঘুরপাক খায়। তাই সংবাদপত্রে একটুকরো 'খবর' কখনও শিরোনামে কখনও অকিঞ্চিৎকর হলেও, তা গুরুত্বে সুদুরপ্রসারি। সেইসব 'খবর' যা আমাদের নাছোড়বান্দা প্রয়াসকে এক বৃহত্তর সামাজিক স্বীকৃতি দিয়েছে তা গ্রন্থন জরুরি বলে আমরা মনে করেছি। বইটির আনষ্ঠানিক প্রকাশ করেন বিশিষ্ট সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক স্বাতী ভট্টাচার্য্য। সভায় বক্তব্য রাখেন পরিবেশ কর্মী নব দত্ত, পরিবেশ বিশেষজ্ঞ বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায় এবং সমাজ কর্মী শীলা চক্রবর্তী।

### কবি লেখকদের উদ্যোগে সাহিত্য মজলিস

নিজস্ব প্রতিনিধি— বাংলার ঐতিহ্য পরস্পরা ও সাহিত্য সংস্কৃতিকে ধরে রাখতে এগিয়ে এসেছেন বর্ধমানের লেখক, কবি, শিল্পী সাংবাদিকরা। একজোট হয়ে বর্ধমান সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে চলছে সাহিত্যের মজলিস। এবার প্রথম মাসিক সাহিত্যের মজলিস বসে সাহিত্য পরিষদের নিজস্ব ভবনে। প্রায় চল্লিশ জন কবি, সাহিত্যিক ওই আসরে

যোগদান করেছিলেন এবারের সাহিত্য মজলিসে কবি. সাহিত্যিক, লেখক শিল্পীদের অংশগ্রহণে প্রাণবন্ত অনুষ্ঠান হয়। সবার সঙ্গে ছিলেন গানের শিল্পীরাও। অনুষ্ঠানের সূচনা করেন বর্ধমান সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক কাশিনাথ গাঙ্গুলি। সাহিত্য নিয়ে আলোচনা ও গল্প পাঠে অংশ নেন দেবেশ ঠাকুর, অনন্ত মন্ডল, সুজিত চট্টোপাধ্যায়, নিখিল চক্রবতী, নিতাই মুখার্জি, উদিত সিংহ, বিদ্যাভূষণ ভট্টাচার্য প্রমুখ। কবিতা পাঠে অংশ নেন তপনজ্যোতি চৌধুরী, লক্ষণ দাস ঠাকুর, শুক্লা গাঙ্গুলি, অশোক বর্মন, তাপস ভূষণ সেনগুপ্ত, কাজল সাহা, মিতা মন্ডলরা। সংগীত পরিবেশন করেছেন স্বাগতা বন্দ্যোপাধ্যায়. রুবি আজমী, দিপ্তী দাস, মৌসুমী সাহা, স্মৃতিকনা রায়, শুভশ্রী বোস সহ অন্যান্যরা। সম্পাদক কাশিনাথ গাঙ্গলি জানান, আগামী ৭ এপ্রিল সাহিত্য পরিষদের সাধারণ সভার আয়োজন করা হয়েছে।

## বেলডাঙ্গায় দুয়ারে সরকার শিবিরে মানুষের ভিড়, তাদের পাশে তৃণমূল

নিজস্ব সংবাদদাতা, বহরমপুর, ৪ এপ্রিল – রাজ্য সরকারের প্রকল্পের সুবিধা মানষের ঘরে ঘরে পৌছে দিতে আবারও শুরু হয়েছে দুয়ারে সরকার ক্যাম্প। এবার বুথে বুথে এই ক্যাম্প চলছে। সেখানে প্রতিদিনই হাজার হাজার মানুষ ভিড় করছেন। যাদের কাছে সরকারি সুবিধা পৌঁছয়নি, তারা সেই সুবিধা পাওয়ার জন্য যেমন লাইন দিচ্ছেন, পাশাপাশি যারা ইতিমধ্যে ফর্ম পূরণ করে জমা দেওয়ার পরেও প্রকল্পের অধীনে আসেননি, ক্যাম্পে আসছেন সেই মানুষেরাও। মুর্শিদাবাদের ২৬টি ব্লকেই শুরু হয়েছে এই ক্যাম্প। যে সমস্ত মানুষ আসছেন, তাঁদের যাতে কোনওরকম অসুবিধা না হয় এবং মানবিক ও

সংবেদনশীলভাবে যাতে তারা সহযোগিতা পান, তা দেখতে যেমন সরকারি দফতরের আধিকারিকরা ক্যাম্পগুলিতে পরিদর্শন করছেন, পাশাপাশি আবার যে সমস্ত মানুষ নির্দিষ্ট ফর্ম পূরণ করতে পারছেন না, তাদের সাহায্য করতে দেখা যাচ্ছে স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা কর্মীদের। সোমবার জেলার বেলডাঙ্গা ১ উত্তর ব্লুকের মাড্ডা গ্রামপঞ্চায়েতের বিভিন্ন বুথে চলা এই ক্যাম্প পরিদর্শনে যান তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি বনতোষ ঘোষ। সঙ্গে ছিলেন মাডা অঞ্চল সভাপতি জাহিদুর রহমান,



গ্রামপঞ্চায়েত প্রধান নুরুদ্দিন শেখ প্রমুখ। এছাড়াও গ্রামপঞ্চায়েতের নির্বাচিত সদস্য-সদস্যারাও ছিলেন বনতোষবাবুর সঙ্গে।

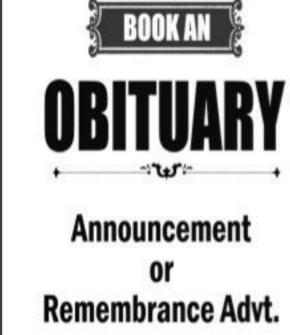
ক্যাম্প পরিদর্শনের পরে বনতোষ ঘোষ বলেন, ''ষষ্ঠতম দুয়ারে সরকার শিবির চলছে। বেলডাঙ্গা ১ উত্তর ব্লুকের মাড্ডা গ্রামপঞ্চায়েতে এই শিবিরটি চলছে। যাদের কাছে এখনও রাজ্য সরকারের প্রকল্পগুলি পরিষেবা বা সুবিধা পৌঁছয়নি, তাদের কাছে যাতে দ্রুততার সঙ্গে তা পৌঁছয় সে কারণেই ফের দুয়ারি সরকার শিবির শুরু হয়েছে। মানুষের

কোনও অসুবিধা হচ্ছে কিনা তা দেখতে শিবিরে এসেছিলাম। এসে দেখলাম, মানুষের মধ্যে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা রয়েছে। বিধবা ভাতা, বার্ধক্য ভাতা, কিষাণ ক্রেডিট কার্ড, লক্ষ্মীর ভাগুার বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার জন্য আজকে তাঁরা ক্যাম্পে এসেছেন। সরকারিভাবে বিভিন্ন কাউন্টার খোলা হয়েছে। সেখানে তাঁরা নির্দিষ্ট ফর্ম পুরণ করে জমা করছেন। দেখে আমাদের ভাল লাগছে। বাংলার মানবিক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ইতিমধ্যে সরকারি সমস্ত প্রকল্পের সুবিধা মানুষের কাছে পৌঁছে গিয়েছে।

সমস্ত মানুষ যাতে সরকারি পরিষেবা পান এবং তাদের প্রতি সংবেদনশীল হয়ে যাতে কাজগুলো হয়, সেই লক্ষ্য নিয়েই বাংলার মুখ্যমন্ত্রী দুয়ারে সরকার শিবির শুরু করার ফের নির্দেশ দিয়েছেন। এই শিবির থেকে আজ মানুষ সত্যিই উপকৃত হচ্ছেন বলেই দেশের অন্যান্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের আমাদের রাজ্য সরকারের এই কর্মসূচির অনুসরণ এবং অনুকরণ করতে হচ্ছে। তারও তাদের রাজ্যে এই কর্মসূচি শুরু করেছেন। এখানেই এগিয়ে বাংলা। এগিয়ে আমাদের মখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।"

### **CLASSIFIED AGENTS**

Location	Name of the Agency	Ph. No.
Bally, Howrah	RINKU AD AGENCY	9831833485
Barasat, 24 Pgs	EXPART AD AGENCY	9674701788
Berhampore,	BHUMI	9434202655
Murshidabad	8:	7719227747
Burdwan Town	S.M. ENTERPRISE	9232462019
5	2	9434474356
Kolkata	GARGI AD POINT	9903714080
Krishnanagar, Nadia	TYPE CORNER	9474334978
Krishnagar	SOMA ADVERTISING	9064513561
Barrackpore, Kalyani	EDBAR ENTERPRISE	9674930818
Ranaghat		9433581557
Station Road	SOUMYA ADVT. &	9002995353
Habra	MKTG. AGENCY	8910849432
Jadavpur, Baghajatin	TULIP SOLUTIONS	9088810120
Naihati	RTA ADVERTISING	9830562233



Q CALL 98307 80924 98308 74087

## শহর ও জেলার খবর

## রিষড়ার ঘটনায় অতিরিক্ত হলফনামা তলব হহিকোর্টের, আজ শুনানি

নিজম্ব প্রতিনিধি— মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের ডিভিশন বেঞ্চে রাজ্যের হিংসা সংক্রান্ত মামলার জরুরি শুনানি চলে। গত সোমবার রাতে নতুন করে অশান্তি ছড়ায় হুগলির রিষড়ায়। বিষয়টি নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দারস্থ হয়েছেন বিরোধী দল নেতা শুভেন্দু অধিকারী। ঘটনায় আজ অর্থাৎ বুধবারের মধ্যে রাজ্য সরকারের জবাব তলব করা হয়েছে। হুগলির রিষড়ায় নতুন করে অশান্তির ঘটনায় রাজ্য সরকারের কাছে রিপোর্ট তলব করল কলকাতা হাইকোর্ট। প্রসঙ্গত, গত সোমবার রাতে রিষড়ায় নতুন করে উত্তেজনা ছড়ায়। মঙ্গলবার সেই ঘটনা আদালতে নজরে আনেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর আইনজীবী। বিষয়টিতে আদালতের হস্তক্ষেপ দাবি করা হয়।

সেই আবেদনের প্রেক্ষিতেই মঙ্গলবার উপরোক্ত নির্দেশটি দেয় কলকাতা হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট ডিভিশন বেঞ্চ। পাশাপাশি, এই ঘটনায় শুভেন্দু অধিকারীকেও একটি অন্তর্বর্তী হলফনামা পেশ করার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। গত সোমবার রাতে রিষড়ার ৪ নম্বর রেলগেটের কাছে পরিস্থিতি অশান্ত হয়ে ওঠে। যার জেরে এলাকায় আতঙ্ক ছড়ায়। হাওড়া-বর্ধমান মেইন লাইনে ট্রেন চলাচলও ব্যাহত হয়। বিষয়টি নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি টি এস শিবাজ্ঞানম ও বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন শুভেন্দু অধিকারীর আইনজীবী। সবকিছু শোনার পর রাজ্যকে আদালত নির্দেশ দেয়, নতুন করে হিংসা ছড়ানোর ঘটনায় অতিরিক্ত হলফনামা আদালতে জমা করতে

আলিপুর চিড়িয়াখানায় নতুন জিরাফ শাবকের জন্ম।

শ্রমিক অসন্তোষের জেরে বন্ধ হয়ে গেল

জগদ্দলের অ্যাংলো ইন্ডিয়া জুটমিল

অভিষেক আচার্য, ব্যারাকপুর, ৪ এপ্রিল— শ্রমিক অসন্তোষের দেখতে পায়। এই প্রসঙ্গে জুটমিলের শ্রমিকদের অভিযোগ,

নিশীথ মামলায় আদালত অবমাননার

অভিযোগ আনলো সিবিআই

প্রথমে তারা কাজে জোগদান করলেও পরে তারা জুটমিল

থেকে বেরিয়ে আসে। উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায় মিলের।

এরফলে প্রায় চার হাজার শ্রমিক বেকার হয়ে যায় বলে শ্রমিকরা

জানায়। কি কারণে জুটমিল বন্ধ হল তা কর্তৃপক্ষ জানায়নি বলে

অভিযোগ শ্রমিকদের। জুটমিল বন্ধ হওয়ায় ক্ষোভে ফেটে

পডেন শ্রমিকরা। অপ্রীতিকর ঘটনা এডাতে জুটমিলের সামনে

বসানো হয়েছে পুলিশ পিকেট। যদিও এই প্রসঙ্গে জুটমিল

কর্তৃপক্ষ কোনো কথা বলতে রাজি হয়নি।

হবে। উল্লেখ্য, এই ঘটনায় একটি জনস্বার্থ মামলাও রুজু করেছেন শুভেন্দু অধিকারী। সেই মামলার শুনানি হবে বুধবার। আর ওই দিনই রাজ্যকে তার রিপোর্ট আদালতে জমা করতে হবে। উল্লেখ্য, রামনবমীর শোভাযাত্রাকে কেন্দ্র করে গত রবিবার অশান্তি ছডিয়েছিল হুগলির রিষডায়। সেই ঘটনায় বিজেপির পুরশুড়ার বিধায়ক বিমান ঘোষ-সহ বেশ কয়েকজন আহত হন। রবিবারের ওই ঘটনার পর থেকেই থমথমে ছিল গোটা এলাকা। মোতায়েন ছিল পুলিশ। বেশ কিছু জায়গায় ১৪৪ ধারা কার্যকর করা হয়েছিল। এমনকী, ইন্টারনেট পরিষেবাও বন্ধ রাখা হয়েছিল। যদিও তার মধ্যেই এলাকায় ঢোকা নিয়ে তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে বিবাদ চলে। আর সেই প্রেক্ষাপটেই গত সোমবার রাতে নতুন করে হিংসা ছড়ায়। হুগলির এই

অশান্তির আগে গত বৃহস্পতিবার হাওড়ার শিবপুরেও রামনবমীর শোভাযাত্রা চলাকালীন সংঘর্ষ বাধে। অশান্তির জেরে কার্যত রণক্ষেত্রে পরিণত হয় ওই এলাকায়। সোমবার সেই ঘটনাতেও রাজ্য সরকারের জবাব তলব করেছে কলকাতা হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট বেঞ্চ। শিবপুর সংক্রান্ত সেই রিপোর্টটিও রাজ্যকে ৫ এপ্রিল আদালতে পেশ করতে হবে। শিবপরে কীভাবে ঘটনা ঘটেছিল এবং পরবর্তীতে তার প্রেক্ষিতে প্রশাসন কী কী পদক্ষেপ করেছে, সেই সবকিছুই আদালতে জানাতে হবে রাজ্যকে। সেইসঙ্গে, ঘটনার সমস্ত সিসিটিভি ফুটেজও আদালতে জমা দিতে হবে। পাশাপাশি, পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, অশান্তির পুনরাবৃত্তি এড়াতে সংশ্লিষ্ট সমস্ত জায়গায় যথাযথ নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করতে হবে বলে জানা গেছে।

### দাড়িভিট মামলায় সিআইডির গড়িমসি তদন্তে ক্ষুব্ধ হাইকোর্ট

মোল্লা জসিমউদ্দিন

মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টের

বিচারপতি রাজশেখর মান্থারের বেঞে উত্তরবঙ্গের দাড়িভিটে স্কলের মাঠে গুলিচালনার ঘটনা সংক্রান্ত মামলার শুনানি চলে। এদিন বিচারপতি রাজশেখর মান্থারের প্রশ্নের মুখে পড়েন তদন্তকারীরা। এদিন বিচারপতি রাজশেখর মাস্থারের প্রশ্ন, তদন্ত শেষ করতে চার বছর কেন লাগল সিআইডির ? যে পুলিশ অফিসারদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল তাদের কি জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে? গত ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাস, ইসলামপুরের দাড়িভিট স্কলে গুলিকাণ্ডের ঘটনা নিয়ে মঙ্গলবার সিআইডি তদন্ত নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করলেন বিচারপতি রাজশেখর মাস্থার। এদিন শুনানিতে বিচারপতি বলেন, ওই ঘটনার তদন্ত শেষ করতে সিআইডির চার বছর কেন সময় লাগল? আদালত সেটাই জানতে চায়। তদন্তের কেস োয়েরি জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি। আদালত সূত্রে প্রকাশ, ২০২০ সালের ২০ সেপ্টেম্বর দাড়িভিট স্কলে শিক্ষক নিয়োগকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে ঘটনাস্থলে এসেছিল পুলিশ। অভিযোগ, সেইসময় পুলিশের গুলিতে স্কলের দুই প্রাক্তন ছাত্রের মৃত্যু হয়। যদিও পুলিশ তা অস্বীকার করে। এই ঘটনায় সিবিআই তদন্ত চেয়ে হাইকোর্টে মামলা হয়। মঙ্গলবার সেই মামলার শুনানি ছিল বিচারপতি মান্থারের এজলাসে। সেখানেই তিনি সিআইডির উদ্দেশে একের পর এক প্রশ্ন করেন। বিচারপতি এদিন প্রশ্ন করেন, 'যে পুলিশ অফিসারদের ভূমিকা নিয়ে সেদিন প্রশ্ন উঠেছিল তাঁদের কি সিআইডি আধিকারিকরা জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন?' শুধু তাই নয়, তৎকালীন সেখানকার বিধায়ক-সাংসদদের বিরুদ্ধে তদন্ত করে কী পাওয়া গেছে তাও জানতে চান বিচারপতি। অভিযোগ উঠেছিল, ঘটনাস্থল থেকে যে গুলির খোল পাওয়া গিয়েছিল সেগুলি পুলিশ সিআইডির কাছে জমা দেওয়া হয়নি। এমন অভিযোগ উঠছে কেন, তাও জানতে চান বিচারপতি। এছাডাও. এই ঘটনায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশন তদন্ত করে সিবিআই তদন্তের পক্ষে সুপারিশ করেছিল। প্রথমে রাজ্য মানবাধিকার কমিশন পদেক্ষেপ করে তবে পরে জাতীয় কমিশন এগিয়ে এলে তারা তদন্ত থেকে সরে দাঁডায়। এই নিয়ে তদন্তকারীদের কী বক্তব্য? তাও জানতে চায় আদালত। আগামী ১৯ এপ্রিলের আগে সিআইডিকে জবাব দিতে হবে। ওইদিনই এই মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে বলে জানা

### কাকদ্বীপে পথ দুর্ঘটনা, জখম দুই

নিজস্ব সংবাদদাতা, দক্ষিণ চবিবশ পর্গনা. ৪ এপ্রিল— মঙ্গলবার সকালে ১১৭ নং জাতীয় সড়ক কাক্ষীপের নারায়ণপুর কালীবাঁধ অঞ্চলে মাছ বোঝাই দ্রুত গতির ম্যাটাডোর এর সাথে বাইক ও টোটোর মুখোমুখি সংঘর্ষ হলে বাইক আরোহী ও টোটোর এক মহিলা যাত্রী গুরুতর জখম হন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে কাক্ষীপ থানার পুলিশ। জখমদের উদ্ধার করে কাবদ্বীপ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এর মধ্যে বাইক আরোহীর অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁকে গেয়মভ হারবার হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। দুর্ঘটনা ঘটানো গাডি বাজেয়াপ্ত। চালক এলাকা ছাড়া। দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ

### সল্টলেকে ফেক কল সেন্টার, গ্রেফতার ৭

নিজস্ব সংবাদদাতা, বিধাননগর, ৪ এপ্রিল— আবারও ভুয়ো কল সেন্টারের হদিস পেল বিধান নগর সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ। ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করা হয়েছে সাতজনকে। সেই সঙ্গে উদ্ধার করা হয়েছে নগদ ৫৩ হাজার টাকা, ২৬টি কম্পিউটার, ৯টি স্মার্টফোন এবং বেশ কিছু নথি। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সল্টলেক সেক্টর ফাইভে ফিনহিত টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড নামে কোম্পানি খুলে সেখান থেকে ফেক কল সেন্টার চালানো হচ্ছিল। সূত্র মারফত পাওয়া খবরের ভিত্তিতে বিধান নগর সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ সেখানে হানা দেয়।

ওই সংস্থার যিনি নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন সেই ব্যক্তি রাজ জশওয়াল সহ আরও ছয়জনকে আটক করেছে বিধান নগর সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ। তাদের কাছে কোম্পানির বৈধ কাগজ দেখতে চান পুলিশ আধিকারিকরা। তারা সেই কাগজ দেখাতে না পারায় তাদের গ্রেফতার করা হয়। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পারে এই অফিসে বসে ফেক কল সেন্টার চালানো হচ্ছে। এখান থেকে বেলজিয়াম ও ইউরোপের মানুষদেরকে ব্যান্ডেড সংস্থার মাইক্রোসফট এবং পেক টেকনিক্যাল সাপোর্ট দেওয়ার নাম করে প্রতারণা করা হত। পুলিশ এও জানতে পেরেছে, যে বিভিন্ন পেমেন্ট গেট ওয়ের মাধ্যমে মানুষের থেকে টাকাও হাতিয়ে

### नत्रक्रशूत्र বাড়িতে ঢুকে বন্ধুর স্ত্রীর শ্লীলতাহানির

চেষ্টা, ধৃত দুই নিজস্ব সংবাদদাতা, দক্ষিণ চব্বিশ

পরগনা. ৪ এপ্রিল— সোমবার রাতে নরেন্দ্রপুরের খেয়াদহ অঞ্চলে বন্ধুর বাড়িতে ঢুকে তাঁর স্ত্রীর শ্লীলতাহানির চেষ্টা করা হলে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। নির্যাতিতা গৃহবধূ নরেন্দ্রপুর থানায় লিখিত অভিযোগ জানালে পুলিশ দুজনকে গ্রেফতার করে। ধৃত রমেশ মন্ডল ও অভিনন্দন প্রামাণিককে মঙ্গলবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে। সূত্রের খবর, আনন্দপুর চৌবাগার বাসিন্দা রমেশ ও অভিনন্দন প্রায়ই খেয়াদহে বন্ধুর বাড়িতে আসতো। সোমবার সন্ধ্যাতেও এসেছিল। হঠাৎই রমেশ বাড়ির ভেতরে ঢুকে বন্ধুর স্ত্রীকে ধর্ষণের চেম্ভা করে। ঘরের বাইরে পাহারায় থাকে আর এক বন্ধু অভিনন্দন। রমেশের আচরণে স্তম্ভিত গৃহবধু চিৎকার করে উঠলে আসপাশের মানুষ বেরিয়ে আসে। রমেশ অভিনন্দন পালিয়ে গেলেও অভিযোগ পেয়ে পুলিশ দুজনকে আনন্দপুর থেকে গ্রেফতার করে। ধৃতদের কথায়. তাঁদের ফাঁসানো হয়েছে। পুলিশ সব দিক খতিয়ে দেখছে।



কলকাতার বেনিয়াটোলা গৌরাঙ্গ স্কুলে বসেছে দুয়ারে সরকার শিবির।

## সুখবাজার গোরুহাটের লতিফই এখন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে

কেন্দ্রীয় শুল্ক দফতরের

খায়রুল আনাম

একটি খুনের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অনেক বিষয়ই এখন সামনে আসছে প্রশ্নচিহ্ন হয়ে। বর্ধমানের শক্তিগড়ে ল্যাংচার দোকানের সামনে দুর্গাপুরের রাজেশ ওরফে রাজু ঝায়ের গাড়িতে বসে থাকা অবস্থায় গুলিতে খুন হয়ে যাওয়া নিয়ে তোলপাড় চলছে। শনিবার ১ এপ্রিল সন্ধ্যা ৬টা ১০ মিনিট নাগাদ বীরভূমের ইলামবাজারের আব্দুল লতিফের গাড়ি নিয়ে দুর্গাপুর থেকে বেরিয়ে ছিলেন রাজু ঝা আব্দুলের

ভিরিঙ্গি মোড থেকে তোলা হয় ব্ৰতীন মুখোপাধ্যায় নামে আরও একজনকে। আধিকারিককে জিজ্ঞাসাবাদ সকলে মিলে দুর্গাপুরের

লতিফের সঙ্গে। দুর্গাপুরের।

সিটি সেন্টারের একটি হোটেলেও যান। তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে তাঁরা ৭টা ৩৫ মিনিট নাগাদ শক্তিগডের একটি ল্যাংচার দোকানের সামনে দাঁডান তাঁরা। তখনই নীল রঙ্কের একটি গাড়িতে তিন জন এসে রাজ ঝাকে গুলিতে ঝাঁঝডা করে দিয়ে চলে যায়। এই গাডিটি আব্দল লতিফেরই। সেটি চালাচ্ছিলেন নুর হোসেন। বীরভূমের দুবরাজপুরের বাসিন্দা নূর হোসেন বছর পাঁচেক ধরে আব্দুল লতিফের গাড়ি চালাচেছন। নুর হোসেন এখন পুলিশের হেফাজতে। গাড়ি চালক নুর হোসেন স্বীকারও করেছেন যে, তিনি আব্দুল লতিফকে তাঁর ইলামবাজারের বাড়ি থেকে নিয়ে বেরিয়েছিলেন।

আর পুলিশের কাছে নুর হোসেনের স্বীকারোক্তি থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, আব্দুল লতিফ তাঁর ইলামবাজারের বাড়িতেই থাকছিলেন। অথচ গোরুপাচার মামলায় বীর্ভুম জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলকে সিবিআই গ্রেফতার করলেও লতিফকে খুঁজেই পাচ্ছে না সিবিআই। এই আব্দুল লতিফ এক সময় সুখবাজারের পশুহাটে বসে গোরুর খাবারের জন্য খড় বিক্রি করতেন। পরে তিনি গোরুপাচারের মাথা এনামুল হকের নজরে পড়ে গোরুপাচার কারবারের সঙ্গে যুক্ত হন এবং কোটি কোটি টাকার মালিকও হন। সখ্যতা গড়ে ওঠে বীরভূম জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি অনুব্রত মণ্ড লের সঙ্গেও। গোরু পাচার মামলায় সিবিআইয়ের হাতে গ্রেফতার হয়ে অনুব্রত মণ্ড ল এখন রয়েছেন দিল্লির তিহাড়

জেলে। রাজু ঝা খুনের ঘটনাতেও রহস্যজনক হয়ে উঠেছে আব্দুল লতিফের ভূমিকা। রাজু ঝা খুন হওয়ার পর থেকেই আব্দুল লতিফও বৈপাতা। আর যে গাড়িতে রাজু ঝা খুন হয়, সেই গাড়টি ২০১৭ সালে পাটুলির বুদ্ধা শাশ্বতী চক্রবর্তী কিনলেও তিনি ২০২২ সালে গাডিটি একটি গাডি কেনা-বেচা সংস্থাকে বিক্রি করে দেন। সেই সংস্থার কাছ থেকেই গাড়িটি কিনেছিলেন আব্দুল লতিফ। ওই বুদ্ধার পক্ষ থেকে পুলিশকে এ সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য পাঠিয়েও দিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

সিবিআই আব্দুল লতিফকে যখন খুঁজে পাচেছ না তখন, জেলবন্দি অনুব্ৰত মণ্ড লের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের উপরে ভিত্তি করে,

চারজন সিবিআই অফিসার সোমবার ৩ এপ্রিল কলকাতার রবীন্দ্র সরণীর কাস্টম অফিসে পৌঁছে যান। এর আগেও তদন্তের প্রয়োজনে একাধিক কাস্টম কর্তার বাডিতে তল্লাশি চালিয়েছে সিবিআই। সিবিআই জানতে পেরেছে যে, এ দেশ থেকে সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে যে গোরু পাচার হয় তা ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম গোরুর হাট ইলামবাজারের সুখবাজারের পশুহাট থেকে কিনে তা আব্দুল লতিফ ও অনুব্রত মণ্ডল পাচার করতো। এদের মাথার উপরে ছিলো এনামূল হক। গোরু পাচারের ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে এক ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর অফিসারকেও গ্রেফতার করা হয়েছিলো। জানা গিয়েছিলো যে. সীমান্তে মাঝেমধ্যে পাচারের সময় গোরু আটক করতো সীমান্তরক্ষী বাহিনী। সেই আটক গোরুই আবার ঘরপথে নিলামে কম দামে পাচারকারীরা কিনে নিয়ে তা পাচার করে দিতো বাংলাদেশে। সেই সময় সীমান্তে শুল্ক দফতরের আধিকারিক ছিলেন অসীম কুমার টিকাদার। তিনি বর্তমানে রয়েছেন শুল্ক দফতরের রবীন্দ্র সরণীর কাস্টম অফিসে। সোমবার ৩ এপ্রিল চার সিবিআই আধিকারিক সেই অসীম কমার টিকাদারকেই দীর্ঘক্ষণ ধরে জিজ্ঞাসাবাদ চালান। সেই সময়ের গোরু পাচারের বিভিন্ন তথ্য তাঁর কাছ থেকে জানেন। গোরু পাচারকারীদের পরিচিতি এবং তাঁদের সঙ্গে তাঁর কোনও পরিচয় ছিলো কী না, সেইসব বিষয়ে চার সিবিআই আধিকারিক শুল্ক দফতরের আধিকারিক অসীম কুমার টিকাদারকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন বলেই জানা যাচ্ছে।

## পুলিশি হেফাজতে নাবালকের মৃত্যু, ১৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপুরণের নির্দেশ

নাবালকের মৃত্যুর ঘটনায় ১৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপুরণ দেওয়ার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। এদিন ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি হির্ণায় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ মৃতের পরিবারকে ১৫ দিনের মধ্যে ক্ষতিপুরণ দেওয়ার নির্দেশ দেয়। নাবালকের পরিবারকে এই টাকা দিতে হবে। গত ২০২০ সালের অক্টোবর মাসে বীরভূমের মল্লারপুর থানার লকআপে এক নাবালকের মৃত্যু হয়েছিল। সেই মামলায় বড় নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। ওই ঘটনায় পুলিশের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির এজলাসে। সেই মামলায় এদিন আদালত নির্দেশ দিয়েছে, মৃত কিশোরের পরিবারকে ১৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপুরণ দিতে হবে। সেইসঙ্গে আদালত এও বলেছে, নাবালকদের গ্রেফতার করলে তাদের সঙ্গে লকআপে কী ধরনের আচরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি— মঙ্গলবার বীরভূমের মল্লারপুরে করা উচিত? সে ব্যাপারে পূলিশকেও বিশেষ প্রশিক্ষণ দিতে হবে। আদালত সুত্রে প্রকাশ, ২০২০ সালের পুজোর সময়ে সপ্তমীর রাতে শুভ মেহেনা নামে ওই কিশোরকে আটক করে মল্লারপুর থানার পুলিশ। পরের দিন তার মৃত্যুর খবর এসে পৌঁছয় গ্রামে। তারপরেই উত্তাল হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। ওই কিশোরের বাড়ি মল্লারপুরের রেলপাড়ে। তার পরিবারের দাবি ছিল, সপ্তমীর রাতে মোবাইল ফোন চুরির মিথ্যা অভিযোগে মল্লারপুর থানার পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে যায়। সেই থেকে থানাতেই ছিল েসে। পরের দিন পরিবারের সদস্যরা জানতে পারেন পুলিশ হেফাজতেই মত্য হয়েছে ওই কিশোরের। তাঁরা অভিযোগ করেন, লকআপে নিয়ে তাকে পুলিশ পিটিয়ে মেরে ফেলেছে। যদিও পুলিশ এই অভিযোগ অস্বীকার করে। তাঁদের দাবি. থানা লকআপে আত্মঘাতী হয় ওই কিশোর। সেই মামলায় এদিন কলকাতা হাইকোর্ট কড়া নির্দেশ দিল।

## গাছে গাছে পাখির বাসা বসাচ্ছেন আরামবাগের রেঞ্জার সাহেব

আরামবাগ, ৪ এপ্রিল বনে নিজস্ব পরিবেশে পাখিরা যাতে নিশ্চিত্তে বসবাস করতে পারে তার জন্য বাঁশের বোনা মজবুত বাসা লাগানো হচ্ছে আরামবাগ ফরেন্সের বনভূমির গাছে গাছে। আরামবাগের রেঞ্জার সাহেব আসরাফুল ইসলাম এর উদ্যোগে, তাঁর পরিকল্পনা মতো বনকর্মীরা মঙ্গলবার



সকাল থেকে গাছে গাছে একশোটির মতো বাসা লাগিয়েছেন। জানা গেছে আরামবাগ ফরেস্ট রেঞ্জের ভাদুর, চাঁদুর, রাঙ্গামাটি, পারহাদরা ও বাললা বনভূমিগুলিতে এই ধরনের বাসা লাগানো হয়েছে। এর ফলে ঝড় বৃষ্টির মধ্যেও পাখিরা আর একটু নিশ্চিন্তে করা হয়, মাইক বাজানো ও মানুষের প্রাকৃতিক ভাবে তাদের বাসস্থানকে বনভূমিগুলি। এর জন্য আরামবাগের তাদের ডিম ও বাচ্ছাদের নিয়ে থাকতে ভিড় বন্ধ হয় এবং আরও কিছু ব্যবস্থা আরো সুন্দর করার চেষ্টা করেছি। পরিবেশপ্রেমীরা অকুণ্ঠ সাধুবাদ পারবে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে নেওয়া হয়। এর ফলে গত দুই বছরে পাখিরা যাতে এই জঙ্গলের প্রতি জানাচ্ছেন এই মানবিক রেঞ্জার

করা হচ্ছে সাফল্য পেলে আগামী

আকর্ষণীয় এই বনভূমি এক সময় পিকনিকের লোভনীয় জায়গা হয়ে উঠেছিল। বহু মানুষ এখানে পিকনিক করতে আসত। তাদের হৈ-হুল্লোড়, ডিজে মাইকের তাণ্ডব ও যথেচ্ছ ব্যবহারে বনভূমির

পাখিদেরও প্রচুর পরিমাণে দেখা যাচ্ছে দিনে ব্যাপক ভাবে তা বাস্তবায়িত । এখানে। এছাড়া সম্প্রতি বনের মধ্যে। একটি পকর খনন করা হয়েছে। এর কিন্তু তাতে জল জমে যেত, অসবিধা প্রসঙ্গত, দ্বারকেশ্বরের তীরে ফলে গ্রীষ্মকালে বন্যপ্রাণীদের জলকস্ট হত। এবার পরীক্ষামূলক ভাবে এটা মিটবে। পুকুর থাকার ফলে ব্যাঙ, সাপ, তৈরি করা হল। দেখা যাক কতোটা বিভিন্ন জলজ প্রাণী এখানে বসবাস ভালো হয়। বনে যাতে বন্যপ্রাণীদের -করবে। বনের নিজস্ব খাদ্যশৃঙ্খল তৈরি বরক্ত করা হয় তার জন্য বাইরের হবে। সব দিক থেকে বন অনেকটাই লোকেদের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে, সমৃদ্ধ হবে।

পরিবেশ নম্ভ হয়ে গিয়েছিল, এখান 'সামনে ঝড়-বৃষ্টির দিন আসছে, হয়েছে। পরিকল্পননা আছে পাখিদের েথেকে বন্য পশুপাখিরা উধাও হয়ে অনেক সময় দেখা যায় ঝড়ে পাখিদের খাদ্য হিসাবে কিছু ফলের গাছ গিয়েছিল। বছর-দুই আগে রেঞ্জার বাসা তাদের বাচ্ছা ও ডিম সহ উড়ে বসানোর। সব মিলিয়ে পশু পাখিদের িহিসাবে দায়িত্ব নেন আসরাফুল যায়।ফলে দুর্দাশার মধ্যে পড়ে তারা। জন্য সার্থক ভাবেই মনেনারম সাহেব। তাঁর চেষ্টায় পিকনিক নিয়ন্ত্রিত আমরা তাদের জন্য মজবুত করে অভায়রণ্য হতে চলেছে এই পরীক্ষামলক ভাবে এই কর্মসচি গ্রহণ পশুপাখিরা ফিরে এসেছে. পরিযায়ী আরও আকষ্ট হয় তার চেষ্টা করেছি। সাহেবকে।

এরকম বাসা তৈরির চেষ্টা হয়েছিল পশুপাখি শিকার যাতে কেউ না করতে আসরাফুল সাহেবের বক্তব্য, পারে তার জন্য সুরক্ষার ব্যবস্থা করা

আগেকার দিনে মাটির হাঁডি দিয়ে

পুলিশের বিরুদ্ধে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের গাড়িতে হামলার মামলায় রাজ্য পুলিশের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ তুললো কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি শিবজ্ঞানমের বেঞ্চে এই অভিযোগ আনা হয়েছে সিবিআইয়ের তরফে। গত ২৫ ফ্রেব্রুয়ারি দিনহাটায় নিশীথ প্রামাণিক গাড়িতে হামলার অভিযোগ ওঠে। সেই ঘটনার তদন্তভার সিবিআই-কে। দেয় প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। নথি হস্তান্তরের জন্য রাজ্যকে নির্দেশ দেয় আদালত। তবে সিবিআই-এর অভিযোগ. এখনও সেই নথি হস্তান্তর করেনি রাজ্য পলিশ। এরফলে তদন্ত শুরু করা যাচ্ছেনা। কলকাতা হাইকোর্ট সিবিআই-কে মামলা দায়ের করার অনুমতি দিয়েছে। এর আগে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের গাড়িতে হামলার ঘটনায় রাজ্যের

জেরে বন্ধ হয়ে গেল উত্তর ২৪ পরগনার ব্যারাকপুর মহকুমার

জগদ্দলের অ্যাংলো ইন্ডিয়া জুটমিল। উত্তেজনা এড়াতে

জুটমিলের সামনে বসল পুলিশ পিকেট। স্থানীয় সূত্রে খবর,

শ্রমিক অসন্তোষের কারণে বন্ধ হয়ে গেল জগদ্দল অ্যাংলো

ইন্ডিয়া জুটমিল। সোমবার রাতে শ্রমিক অসন্তোষের কারণে

রাত্রিকালিন শিফট বন্ধ হয়ে যায়। এমনকী মিলের তরফ থেকে।

একটি নোটিশও ঝুলিয়ে দেওয়া হয় রাতে। মঙ্গলবার সকালে

শ্রমিকরা জুটমিলে কাজে এলে জুটমিল কর্তৃপক্ষের নোটিশ

**নিজম্ব প্রতিনিধি**— এবার অসহযোগর অভিযোগ রাজ্য এই বিষয়টি উল্লেখ করা হয়। সিবিআই-এর অভিযোগ, 'মামলার সমস্ত নথি হস্তান্তর করা হচ্ছে না'। গত শুনানিতে রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল সৌমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন. 'ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে রাজ্য'। তৎকালীন প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তব স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন, 'যেহেত এখনও পর্যন্ত কোনও স্থগিতাদেশ নেই, তাই এই আদালত চায়, তার নির্দেশকে মান্যতা দেওয়া হোক'। কিন্তু তারপরও পরিস্থিতি বদলায়নি বলে অভিযোগ। উল্লেখ্য, গত ২৫ ফেব্রুয়ারি কোচবিহারের দিনহাটায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের কনভয়ে হামলার অভিযোগ ওঠে। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর গাড়ির কাচ ভাঙার পাশাপাশি, গুলি চালানো এবং বোমাবাজির অভিযোগ ওঠে। বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধেও বুড়িরহাট অঞ্চল তৃণমূল পার্টি অফিসে হামলা চালায় বলে কাছে রিপোর্ট তলব করে আদালত। অতি সম্প্রতি কলকাতা অভিযোগ ওঠে। সেসময়ে পুলিশের বিরুদ্ধেও বিস্ফোরক হাইকোর্টের তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি প্রকাশ অভিযোগ তোলেন নিশীথ প্রামাণিক। তাঁর বক্তব্য, গাড়ি লক্ষ্য শ্রীবাস্তবের ডিভিশন বেঞ্চে সিবিআই অভিযোগ করেছিল যে. করে পলিশ টিয়ার গ্যাসের শেল ছোডে। এবার সিবিআই-এর নিশীথ প্রামাণিকের মামলায় সিবিআইয়ের সঙ্গে কোনও নথি না দেওয়ার অভিযোগ রাজ্য পুলিশকে কাঠগড়ায় দাঁড় সহযোগিতা করছে না রাজ্য পুলিশ। মঙ্গলবার আরও একবার করিয়েছে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

## কডিন্সিলিং না করেই নিয়োগপত্র! রিপোর্ট তলব হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি— শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে ফের আইনী বিপাকে মধ্যশিক্ষা পর্যদ। মঙ্গলবার একটি মামলায় রিপোর্ট তলব করল কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর সিঙ্গেল বেঞ্চ। পর্ষদ কাউন্সিলিং না করেই নিয়োগ পত্র দিয়ে দেওয়া দিয়েছে, তাও অন্যের নামে! দক্ষিণ দিনাজপুরে এমন ঘটনায় কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়েছে। আদালত পর্ষদকে রিপোর্ট দিতে নির্দেশ দিয়েছে। এই নিয়ে মামলাকারী সালমা সূলতানার দাবি, '২০১৯ সালের শিক্ষক নিয়োগ কাউন্সেলিংয়ে তাঁকে থেকেনি পর্যদ। অথচ নিয়োগপত্র পেয়েছি'। কীভাবে এমন সম্ভব, কমিশন ও মধ্যশিক্ষা পর্যদের কাছে জানতে চাইল বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। এদিন ভরা আদালতে কমিশনের কাজকর্ম নিয়ে ফের উত্মা প্রকাশ করেন। তিনি মন্তব্য করেন, 'আমি বোর্ডকে সময় দেব না নিজেদের গোছাতে। যদি অযৌক্তিক কিছু পাই তো ফরেন্সিকে পাঠাব।' উল্লেখ্য, সালমা সুলতানা নামে এক চাকরিপ্রার্থী আদালতে মামলা করে দাবি করেন, তাঁকে চাকরির জন্য কাউন্সেলিংয়ে ডাকাই হয়নি, তাও তিনি নিয়োগপত্র পেয়েছেন। ২০১৯ সালে দক্ষিণ দিনাজপুরে উচ্চপ্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগে গরমিলের অভিযোগ তলেছেন তিনি। এদিন আদালতে

'কমিশন একটি রিপোর্ট জমা দিয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে নিয়োগের জন্য যে প্যানেল তৈরি করা হয়েছিল তার মেয়াদ ১৯ ডিসেম্বর ২০১৯-এই শেষ হয়ে গেছে। তার আগেই কিছ নিয়োগ হয়েছে। এক্ষেত্রে কোনও গরমিল নেই'। কমিশনের আইনজীবী সুতানু পাত্র দাবি করেন, 'শিক্ষক নিয়োগ হয়েছে মেধার ভিত্তিতে'। মঙ্গলবার পর্যদের তরফে আদালতে বলা হয়, মামলাকাররীকে ফোন করে গেকা হয়নি। তিনি কীভাবে নিয়োগপত্র পেলেন তা বোর্ড কিছু জানে না। যেসময়কার কথা বলা হচ্ছে, তখন এসএমএস বা ফোনে এইসব কাজ হত। এখন পুরোটাই ওয়েবসাইটে দেওয়া হয়'। যা শুনে বিচারপতি বোর্ডের উদ্দেশে বলেন, 'যদি মনে হয় এখানে কিছু জলঘোলা হয়েছে তাহলে আদালতে বলতে পারে বোর্ড। কিন্তু এসএমএসে কীভাবে নিয়োগপত্র দেওয়া সম্ভব? বোর্ডের রিপোর্ট অনুযায়ী ডিআই-এর কাছে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়।' এরপরই তিনি নির্দেশ দেন, আগামী সোমবারের মধ্যে পুরো বিষয়টি রিপোর্ট দিতে হবে বোর্ডকে। পাশাপাশি ওই জেলার স্কল পরিদর্শক বা ডিআইকে আদালতে হাজিরা দিতে হবে। এখন দেখার এই মামলায় কি জানায় মধ্যশিক্ষা পর্ষদ?

মামলাকারীর পক্ষের আইনজীবী ফিরদৌস শামিম জানান, খতিয়ে দেখছে পুলিশ।



### রাশিয়ায় বিরোধী কণ্ঠ স্তব্ধ

🛖 উক্রেনে রাশিয়ার আক্রমণ নিয়ে সারা বিশ্ব উত্তাল। ভারতসহ বিশ্বের অনেক দেশ চাইছে রাশিয়ার ইউক্রেনে এই আগ্রাসন বন্ধ ু হোক। কিন্তু কে শোনে কার কথা। রাশিয়া যুদ্ধ চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর, যে পর্যন্ত না লক্ষ্যপূরণ হচ্ছে। রাশিয়ার জনসাধারণ এবং বিরোধী দলগুলিও চায় এই যুদ্ধ অবিলম্বে বন্ধ হোক। কিন্তু প্রকাশ্যে কারও এই নিয়ে কথা বলার উপায় নেই। কারণ যুদ্ধ থামানোর কথা বললেই রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিনের কোপে পড়তে হবে। তাই বিরোধী নেতারা মখ বজে রয়েছেন। বিরোধী কণ্ঠ স্তব্ধ।

সূতরাং পুতিন অপ্রতিরোধ্য। যাঁরা একসময় পুতিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ নিয়ে সুর চড়িয়েছিলেন তাঁরা হয় নির্যাতিত, নয়তো জেলবন্দি। অনেককে পুতিনের সমালোচনা করায় তাঁদের প্রাণে মেরে ফেলা হচ্ছে। তাই যুদ্ধে যে রাশিয়ার ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে, তা জেনেও রুশ নেতারা মুখ বুজে রয়েছেন। অথচ এই রুশ আগ্রাসন অবিলম্বে বন্ধ করার পক্ষে মত প্রকাশ করেছে রাষ্ট্রসংঘ সহ বিভিন্ন দেশ। যাদের দেশে রাজনৈতিক উচ্চাশা ছিল তাদের বিরুদ্ধে লাগাতার হেনস্থা চলছে। রাশিয়ার এখন সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিরোধী নেতা হলেন নাভালনি। তিনি এখন জেলবন্দি। জেল থেকেই যুদ্ধ নিয়ে পুতিনের বিরুদ্ধে সরব হন তিনি। বলেছেন, জঘন্য অপরাধ, আগ্রাসনের নামে যুদ্ধ চালিয়ে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করেছে পুতিন। এই বিরোধী নেতা রাশিয়ায় খুব জনপ্রিয়।

যখন তিনি জেলের বাইরে ছিলেন, তখন যে সরকার-বিরোধী সমাবেশের আয়োজন করতেন তাতে অসংখ্য মানুষ যোগ দিতেন। নাভালনির সব চাইতে বড় কাজ হল তিনি দুর্নীতিবিরোধী একটি সংগঠন তৈরি করেছিলেন। ২০২১ সালে এই সংস্থাকে চরমপন্থী সংগঠন বলে ঘোষণা করে রুশ সরকার। তার কিছুদিন পরেই এই সংগঠন নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করে সরকার। এরপর ওই বিরোধী নেতাকে বিষ প্রয়োগ করে মেরে ফেলারও চেষ্টা করেছিল রুশ সরকার। তারপর তিনি জার্মানিতে যান চিকিৎসা করতে সরকারের শত বাধা উপেক্ষা করে। চিকিৎসায় তিনি সুস্থ হয়ে উঠলে আবার দেশে ফিরে আসেন নাভালনি। তখন রাশিয়ার বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি আবার ঐক্যবদ্ধ এবং উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। পৃতিনের বিরুদ্ধে সরব হয়। নেতারা যুদ্ধ বন্ধের আর্জি জানান রুশ প্রেসিডেন্টের কাছে।কিন্তু সেই অবস্থা বেশিদিন টিকে থাকেনি। দেশবিরোধী কাজের অভিযোগ এনে নাভালনিকে আবার গ্রেফতার করা হয়। জেলেও তাঁর ওপর অকথ্য অত্যাচার হচ্ছে বলে শোনা যায়। ৯ বছরের কারাবাস ঘোষণা করা হয়। তারপরই নাভালনির সহযোগীরা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান প্রাণে বাঁচার জন্য। বলা হয়েছে তাঁরা দেশে ফিরলেই তাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সমালোচনা করার জন্য শাস্তি ঘোষণা করা হবে।

সূতরাং রাশিয়ায় পুতিনের সমালোচনা করার কেউ নেই। বিরোধী নেতারা যাঁরা এখন আছেন, তাঁরা হয় জেলে, না হয় ঘরবন্দি। টানা একবছর রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের জেরে রাশিয়ার অর্থনৈতিক অবস্থাও এখন খারাপের দিকে চলে গেছে। যুদ্ধের জন্য ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে ব্যবসা-বাণিজ্যের। কিন্তু রাশিয়ার সাধারণ নাগরিক প্রতিবাদের ভাষা হারিয়ে ফেলেছেন। তাঁরা চান অবিলম্বে এই যুদ্ধ বন্ধ হোক। কিন্তু পুতিন বলেছেন, যে যাই বলুক না কেন, তিনি যুদ্ধ চালিয়ে যাবেন যতক্ষণ না যে উদ্দেশ্যে এই যুদ্ধ তা পূরণ হয়। তিনি চান ইউক্রেনকে একটি উচিত শিক্ষা দিতে। সেই শিক্ষা যে পর্যন্ত না হয়, সে পর্যন্ত এই যুদ্ধ চলবে।

একই অভিযোগে, অর্থাৎ যুদ্ধের বিরুদ্ধে লেখার জন্য রাশিয়ার দু'জন প্রখ্যাত সাংবাদিককেও গৃহবন্দি করে রাখা হয়েছে। তাঁদের স্বাধীনতা হরণ করা হয়েছে। আমেরিকা আবার অন্য ভূমিকায় রয়েছে ইউক্রেন-রুশ যুদ্ধ নিয়ে। আমেরিকা ইউক্রেনের যুদ্ধে সৈন্য পাঠায়নি, কিন্তু নানা উন্নত মানের অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে ইউক্রেন সেনাদের সাহায্য করে চলেছে সেই যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে। অস্ত্র সাহায্য আসছে ব্রিটেন থেকেও। আমেরিকার ইউক্রেনের শাসনকর্তাদের আশ্বাস দিয়ে বলেছেন যুদ্ধ চালিয়ে যেতে— অস্ত্রের অভাব হবে না।

তাহলে প্রশ্ন দাঁড়ায়, এই যুদ্ধ কি অনন্তকাল পর্যন্ত চলবে? ইউক্রেনের সৈন্যরা তাদের দেশের অখণ্ডতা রক্ষা করতে প্রাণপণ সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ইউক্রেনের। বলতে গেলে ইউক্রেনের অনেক অঞ্চল এখন ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে।প্রচুর সংখ্যায় সাধারণ মানুষের বাড়িঘর, বিষয়-সম্পত্তি ধ্বংস হয়েছে রাশিয়ার সেনাদের আক্রমণে।

তাহলে এই যুদ্ধের শেষ কোথায় ? রাষ্ট্রসংঘের ভূমিকাই বা কী ? ভারত রাশিয়ার অকৃত্রিম বন্ধু। দীর্ঘদিন হল রাশিয়া ভারতের পাশে পরম বন্ধু হিসেবে আছে। ভারত এই যুদ্ধ চায় না। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রাশিয়ার প্রেসিডেন্টকে অনুরোধ করেছেন এই যুদ্ধ থামাতে। আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করতে। বন্ধুত্বের খাতিরে এর বেশি তো আর ভারত কিছু করতে পারে না।



### জাদুকর পকেটমার থেকে সাবধান

সিআইডি ক্রিমিনাল বা ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট সাধারণের উদ্দেশ্যে এক জাদুকর পকেটমার থেকে সাবধান হওয়ার সতর্কবার্তা জারি করেছে। মুর্শিদাবাদে সম্প্রতি জাদুর খেলা দেখানোর সময়ে উপস্থিত দর্শকদের প্রায় সকলেরই পকেট থেকে অর্থ খোয়া যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ করা হয় পুলিশে। জাদুকরটি জাদুর খেলা দেখানোর সময়ে দর্শকদের উদ্দেশ্যে একটি গোখরো সাপ ছুড়ে দেয়। হুড়োহুড়িতে একটি লোকের কোমরে বাঁধা অস্টাশি টাকার থলেটি পড়ে যায়। জাদুকরের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা দৃটি সহযোগীর মধ্যে একজন ত্বরিত গতিতে সেই পড়ে যাওয়া টাকার থলিটি কুড়িয়ে নেয় বলে সন্দেহ। কারণ তারাও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছেই পড়ে গিয়েছিল। সাপটি জাদুকর তুলে নেওয়ার পর সেই ব্যক্তি দেখেন তাঁর টাকার থলেটি নেই। কিন্তু এতটাই ত্বরিত গতিতে ঘটনাটি ঘটে যায় যে কেউই দেখেননি কে টাকার থলিটি নিয়েছেন। স্থানীয় পুলিশ জাদুকরকে গ্রেফতার করেছে।

### বজবজ হত্যা মামলা

আলিপুর অতিরিক্ত সেশন জজ এ ই জি দুবল স্ত্রী হত্যার দায়ে রবিরাম পদ নামে এক ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করেছেন। উল্লেখ্য, রবিরাম পদ ও মাটো দাসী দুজনে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে বসবাস করতেন। কিছুদিন যাবত মাটো দাসীর অন্য পুরুষের সঙ্গ করার অভিযোগে দুজনের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ লেগেই ছিল।

ঘটনার দিন রবিরাম পদ ও

মাটো দাসীর বিবাদ চরমে

আকার নেয়। রবিরাম পদ একটি

ধরাল ছুরি দিয়ে মাটো দাসীকে কয়েকবার মুখে বুকে পেটে আঘাত করে। গুরুতর আহত অবস্থায় মাটো দাসী ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়ে জ্ঞান হারায়। প্রচুর রক্তক্ষরণের ফলে অবস্থার দ্রুত অবনতি হতে থাকে। ঘটনার আকস্মিকতায় রবিরামও কিংকর্তব্যবিমৃঢ় হয়ে নিজের গলাতেও ছুরি চালিয়ে দেয়। তার গলার ক্ষত থেকেও প্রচুর রক্তক্ষরণ হতে থাকে। প্রতিবেশীরা রবিরাম ও মাটো দাসীর ঝগড়া হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিপদের আঁচ করে তাদের দেখতে আসে। উভয়কেই প্রতিবেশীরা গুরুতর জখম ও রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ উভয়কে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মাটো দাসীকে মত বলে ঘোষণা করেন। রবিরামের দীর্ঘদিন চিকিৎসার পর অবস্তার উন্নতি হলে তাকে পুলিশ গ্রেফতার করে কয়েদ করে। এরপর তার বিচার শুরু হয় দীর্ঘ শুনানির পর বিচারকরা সমবেতভাবে রবিরামকে দোষী সাব্যস্ত করেন। বিচারে তার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ

### চৌরঙ্গিতে দীর্ঘদিন ধরে খোঁড়াখুড়ি

চৌরঙ্গিতে আলেকজান্দ্রা কোর্টের সামনে দীর্ঘদিন ধরে রাস্তা মেরামতের কাজ চলছে। ফলে সেখানে খোঁডাখঁডি আর থামছে না। অনেকে মনে করেন যে চৌরঙ্গির এই অংশটিতে রাস্তাঘাটের বর্জ্য ফেলা হয়। তাছাডাও এখানে শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ এবং মালমশলা পরীক্ষা করাও হয়। গত ১৮ মাসে রাস্তার এই অংশটিতে অনেকবার খোঁড়াখুঁড়ি চালানো

# वांशा यागाव शतिवा হিসেবে সঙ-এর প্রচলন

বা 'ছৌ' নাচের ভিত্তি ভূমি হলো গাজনের 'ছো' বা 'সঙ'। সুধীর ক্রৈণের মতে 'ছো' কথাটির অর্থ হলো 'সঙ'। 'ছো' শব্দটির ওডিয়া 'ছু-অ' (ছলনা) শব্দের সঙ্কু চিত রূপ। এর মাধ্যমে 'সঙ' সাজা বা 'ঢং' দেখানো বোঝায়। গাজনের সঙ বলতে ছো-নাচকে বোঝায় যা শিব দুর্গার বিবাহকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত এক উৎসব। অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য ছো-নাচকে 'ছৌ-নাচ' নামে অভিহিত করেছেন। মানভূম গবেষক দিলীপ কুমার গোস্বামীও মুখে কালি বা মুখোশ পরে নাচকেই 'ছৌ নাচে'র আদিরূপ বলে মনে করেছেন।

'ভারতবর্ষে শিবপূজার প্রাচীনত্ব সমধিক। ইহা বা ইহার আদিম প্রতিরূপ প্রাক-বৈদিক যুগ হইতে এদেশে প্রচলিত ছিল এ অনুমান অসঙ্গত নহে। সিন্ধুনদের উপত্যকায় যে সব প্রাচীন নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে উহা এই বিষয়ে একটি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত প্রদান করে। বেদের 'রুদ্র দেবতার রূপকল্পনার মধ্যে এই আদিম দেবতার রূপের কিঞ্চিৎ প্রকাশ ঘটে এবং এই বৈদিক ও অবৈদিক দেবতার সংমিশ্রণে যে 'শিব'-দেবতার রূপ বিকশিত। হয়, পরে উহাই সাম্প্রদায়িক শৈবধর্মের প্রতীক-দেবতারূপে পরিকল্পিত হয়। সাম্প্রদায়িক শৈবধর্মও যে বৈদিক যুগের শেষের দিকে বিকাশলাভ করিয়াছিল তাহার সাহিত্যগত নিদর্শন পাওয়া যায়।'

বাংলায় শৈবদের সংখ্যা খুব কম ছিল না। এই শিব ভক্তগণ চৈত্ৰ-বৈশাখ মাসে আডম্বরের সঙ্গে শিবের আরাধনা করেন। দুই ধরনের ভক্ত বা সন্ন্যাসী এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। যারা চৈত্র মাসে শিবের সাধনা করেন তাদের বলা হয় শিব সন্ন্যাসী। আর যারা বৈশাখ মাসে শিবের সাধনা করেন তাদের বলা হয় ধর্ম সন্ন্যাসী। গাজনের সময় এই সন্যাসীরা নানারকম সঙ

বাংলায় ভ্রাম্যমাণ পরিবেশনা হিসেবে সঙ-এর জন্ম বা প্রচলন হয়েছিল। বাংলাদেশে সঙ্কের চল বহুদিন থেকেই। সাধারণত বিভিন্ন পূজা-পার্বণে সঙ বের করার একটি প্রথা ছিল। সকলকে আনন্দ দেবার জন্যেই প্রাচীনকালে মানুষ পূজা-পার্বণে সঙ বের করতেন। মুখ্যত চিত্তবিনোদনের জন্যই সঙ্কের সৃষ্টি হয়েছিল। বাংলাদেশের ঢাকায় প্রায় তিনশো বছর পূর্বে জন্মান্টমীর অনুষ্ঠানের শোভাযাত্রায় সঙ বের হতো। তখনও কলকাতায় জেলেপাড়ার সঙ বের হয়নি। লোকসংস্কৃতির অঙ্গ হিসাবে তখন অবিভক্ত বাংলায় সঙ্কের প্রচলন। ১৮৮৬ সালের ২৪ মে কলকাতা শহরে একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে মহাসমারহে সঙ্কের দল ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ ছড়া কাটতে কাটতে পৌর কমিশনারের বাড়ির সামনে সমবেত হয়েছিলঃ

আয়রে ভাই সবাই মিলে, বাহু তুলে, হরি বলে নাচি চল!

সহরে কসাই-কালী-জবাই-বলি-ঢলাঢলি যত ছিল।

চৈত্র সংক্রান্তির দিন গাজনের দল ঢাক কাঁসি নিয়ে বাংলার পল্লী গ্রাম ও শহরের বাজারে নিয়ে ঘুরে বেড়াত। তাদের সঙ্গে সঙ বের হত। চৈত্র সংক্রান্তির পরের দিন পয়লা বৈশাখ অজ্ঞাত ভবিষ্যতকে সানন্দে বরণ করতে সঙ্কের খেলায় মেতে উঠতেন আপামর বাঙালি। গাজনের ভক্তদের মধ্যে থেকে দু'জনকে শিব ও দুৰ্গা সাজানো হত। অন্য ভক্তরা নন্দী, ভৃঙ্গী, ভৃতপ্রেত, দৈত্যদানব প্রভৃতির সঙ সেজে নৃত্য করতে করতে রাস্তায় পরিভ্রমণ করে শিবের নানা লৌকিক ছড়া ও গান পরিবেশন করতেন। মুখে নানা রঙ মেখে, বিভিন্ন ধরনের পোশাক পরে এই সঙ্কের শোভাযাত্রা বের

হতো বিপ্রহরে। শেষ হতো মধ্যরাতে বা ভোরে। নানা ঘটনাবলীর নাটকীয় ভাব প্রকাশের প্রাচীনতম মাধ্যম ছিল সঙ। গ্রীস. মিশর, রোম, বাংলাদেশসহ পথিবীর বিভিন্ন দেশে বহু বছর ধরে সঙ্কের প্রচলন ছিল। বাংলাদেশের সঙ খুবই প্রাচীন। এই সঙ পরিবেশনা শিল্প প্রসঙ্গে আচার্য সুনীতিকুমার চটোপাধ্যায় বলেছেন, 'গৌড়-বঙ্গের প্রাচীন সংস্কৃতির এক অভিনব বিকাশ হইতেছে গত কয়েক শত বৎসর ধরিয়া প্রচলিত চিত্তবিনোদনের ধারা 'সঙ্'। মেদিনীপুর শহরে বিশেষত চৈত্র-বৈশাখ মাসে গাজনের সময়েই মানুষের মনোরঞ্জনের জন্য বেশি সঙ বের হত। মেদিনীপুর শহরে সঙ প্রচলিত হয় বিংশ শতাব্দীর গোডায়। তখন জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার নানা

সুতপা ভট্টাচার্য চক্রবর্তী

কখনও-কখনও সঙ্গের সঙ্গে সমবেত সংগীত যুক্ত করে দিতেন। প্রাচীন গ্রীসে কেবল দেবতা ও বীরপুরুষ -সম্পর্কিত পৌরাণিক কাহিনী নিয়ে সঙ্গের অভিনয় হত। পরবর্তী কালে গ্রীসে ও রোমে সঙ্কের দ্বারা সমকালীন প্রসঙ্গ অর্থাৎ তখনকার রীতি-নীতি ও আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে বিদ্রুপ করেও অভিনয় করা হত। রোমকগণ এই বিষয়ে সবিশেষ তৎপর ছিলেন। রোম-সাম্রাজ্যে এই বিশিষ্ট অভিনয়-কলা বহুল পরিমাণে বিকাশ লাভ করেছিল। এমন কি এই কলার অনুশীলন ও পরিবর্ধনের জন্য শিক্ষালয় স্থাপিত হয়েছিল। বিভিন্ন চরিত্রের

শ্রবণে ও নৃত্য দর্শনে সাহেবগণে অত্যন্ত আমোদ করিয়াছিলেন। পরে ভাড়েরা নানা শং করিয়াছিল কিন্তু তাহার মধ্যে গো বেশ ধারণপুরক ঘাস চর্বণাদি করিল।

বাংলায় সঙ্কের বহু দল ছিল। এক একটা পাড়া অনযায়ী একটা দলের নাম হত। কলকাতার জেলেপাড়ার সঙ, কাছারিপাড়া সঙ, আহিরিতলা সঙ, খিদিরপুরের সঙ, শিবপুরের সঙ, বেনেপুকুর সঙ, শ্রীরামপুরের সঙ, মেদিনীপুরের সঙ, বীরভূমের সঙ প্রভৃতি সঙ্কের গানের ভাষা বিভিন্ন হলেও সেগুলি সাধারণ মানুষজনের কাছে খুবই সহজ বোধ্য ছিল। সেগুলি রঙ্গরসে ভরপুর ছিল। ব্যঙ্গের বিষয়বস্তুকে আরো তীব্র ও কটাক্ষ করার জন্য লেখকগণ বাংলা সঙ্গে ইংরেজি শব্দ মিশিয়ে দিতেনঃ লেট মি গো ওরে দ্বারী। আই ভিজিট ট

বাংলার নানা স্থানে একাধিক

সঙ্কের মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয়

ছিল জেলেপাড়ার সঙ। নতুন

পরিকল্পনা নিয়ে জেলেপাড়ার

সঙ যাত্রা শুরু করে ৰুচ্ছাু সালের

চৈত্র মাসে। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের

দিয়ে আগে থেকেই গান নিয়ে

প্রস্তুতিপর্ব চলত। নির্মল চন্দ্র

স্ট্রিট, চিৎপুর রোড, কলেজ স্ট্রিট,

আমহার্স্ট স্ট্রিট, বউ বাজার

প্রভৃতি এলাকার অসংখ্য মানুষ

জেলেপাড়ার সঙ উপভোগ

করার জন্য ঘন্টার পর ঘন্টা ধৈর্য

ধরে অপেক্ষা করতেন।

যাত্রা শুরু করে ১৩২০ সালের চৈত্র মাসে। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দিয়ে আগে থেকেই গান নিয়ে প্রস্তুতিপর্ব চলত। নির্মল চন্দ্র স্ট্রিট, চিৎপুর রোড, কলেজ স্ট্রিট, আমহার্স্ট স্ট্রিট, বউ বাজার প্রভৃতি এলাকার অসংখ্য মানুষ জেলেপাডার সঙ উপভোগ করার জন্য ঘন্টার পর ঘন্টা ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতেন। বাবুদের কেচছা, দরিদ্র ও শোষিতদের প্রতি অত্যাচারের প্রতিবাদ স্বরূপ জেলেপাড়া সঙ পরিবেশিত হত। কিন্তু তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার এই গান ও ছড়াকে রাজনৈতিক আন্দোলন সন্দেহ করে এবং সরকারের বিরুদ্ধে সঙ এর গানগুলি পরিবেশিত হওয়ার জন্য ১৯৩১ সালে জেলেপাডা সঙ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে বন্ধ করার চেষ্টা করে। ১৩৩৬ সালে শেষবারের মতো জেলেপাড়ার সঙ বের হয়েছিল। তারপর বরাবরের মতো এই সঙ বন্ধ হয়ে

কাছারিপাড়া সঙ বের হত উত্তর কলকাতার বারানসি ঘোষ স্ট্রিট থেকে। সঙ্কের মিছিলে পরিহাসমূলক এবং রসাত্মক গানের সঙ্গে নানা অঙ্গভঙ্গি থাকতো। তাতে কখনও কখনও অশ্লীলতাও প্রকাশ পেত। তাই 'অশ্লীলতা নির্বাচনী সভা' প্রতিষ্ঠা করে এই সঙ বন্ধ করে দেওয়া হয়।

জাতীয়তাবাদী শতকে আন্দোলনকারীরা সঙ-কে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতেন। তাঁরা সমাজের শিক্ষিত ও সম্রান্ত ব্যক্তিদের দিয়ে সঙ এর গান লেখার কাজে নিয়াজিত করতেন। সঙ এর গানগুলি খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। কলকাতার বস্তি বা ফুটপাতের লোকজন সঙ সেজে অভিনয় করতেন আর স্বদেশ-প্রেমের গান গাইতে গাইতে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করতেন। সে সঙগুলি কাছারিপাড়ার সঙ, জেলেপাড়ার সঙ, খুরুটের সঙ নামে পরিচিত। ভারতবাসীর মধ্যে স্বদেশ প্রেম জাগ্রত করতে জেলেপাডার সঙ শুরু

একবার বিদায় দাও মা ঘুরে আসি। হাসি হাসি পরবো ফাঁসি, মাগো, দেখবে ভারতবাসী।

ব্রিটিশদের শাসনকালে খিদিরপুরের সঙ্কের খুব ক্যাতি ছিল। স্বদেশী আন্দোলনের সময় লোকের মুখে মুখে ঘুরত খিদিরপুরের সঙঃ

বউমা আমার সেয়ানা মেয়ে চরকা কিনেছে। ঘরের কোনে আপন মনে সূতো কেটেছে।

হাওড়ার খুরুট থেকে প্রায় ত্রিশ রকমের সঙ বের হতো। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত বা দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের প্রয়াণে এই খুরুটের সঙ নিবেদন করেছিল।

হে বঙ্গ কর্মবীর, উন্নত শির, দেশপ্রিয়

রাজনীতি গগন মাঝে, এখনও বিরাজে, তব স্বর প্রদীপ্ত!

তোল তোল তোল তান, মিলিত কণ্ঠে

বল জয় বল জয়, জয় জয় দেশপ্রাণ। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় দেশবাসীর মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা ছড়িয়ে দিয়েছিল খিদিরপুরের মনসাতলার সঙঃ

হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার যত বিদেশী তস্কর, সজাগ হয়েছে দেশবাসী, মজুর-চাষী

আমরা হয়েছি এক, কেরাণী, উকিল,

আমরা তোমাদের লুটতে দেব না আর। হিন্দু-মুসলমান গায় স্বরাজের গান,

প্রকারের ঘটনা এই সঙ-এর মাধ্যমে প্রকাশ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করার জন্য তারা নানারকম



পেত। তাই সেই সময় কালে এই সঙ ছিল জনপ্রিয় পূজা অনুষ্ঠানের একটি প্রধান অঙ্গ। সভ্যতার ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই সঙ এর রীতিগুলি নাট্যকলায় অঙ্গীভূত হয়েছে।

মাঠের ধান বাড়িতে আসার পর সাধারণত এই সময় খাদ্যের সমস্যা থাকে না। সকলে আনন্দে থাকেন। এই সময় আবহাওয়া খুব মনোরম। গরম থাকে না। বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। তাই বহুরূপীদের মুখের বা গায়ের রঙ ধুয়ে যাওয়ার ভয় থাকে না।

পৃথিবীর বহু দেশে সঙ্কের প্রচলন ছিল। বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাংলাদেশের সঙ প্রসঙ্গে' বলেছেনঃ

ভারতীয় ও মিশরীয় সভ্যতায় এই ভঙ্গি ইতিপূর্বেই অভিনয়-কলা রূপে বিকাশ ও স্বীকৃতি লাভ করেছিল। প্রাচীন গ্রীকগণ

সস্তা কালি-রং মেখে মানুষকে বিনোদন দান

মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরের

করার চেষ্টা চালিয়ে যান।

মুখোশ ব্যবহার করতেন। প্রধানত চৈত্র সংক্রান্তিতে সঙ বের হয়ে থাকলেও অন্যান্য পূজা-পার্বণে, বিবাহ অনুষ্ঠানে চিত্তবিনোদনের জন্য সঙ্কের ব্যবস্থা ছিল। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'সংবাদপত্রে সেকালের কথায়' কলকাতা দ্বারিকানাথ ঠাকুরের নতুন বাড়িতে সঙ-এর প্রমোদমূলক অনুষ্ঠানের কথা তুলে

নতুন গৃহ সঞ্চয়। মোং কলকাতা- ১১ ডিসেম্বর, ২৭ অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পরে শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ ঠাকুর স্বীয় নবীন বাটীতে অনেক ভাগ্যবান সাহেব ও বিবিরদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইয়া চতুর্বিধ ভোজনীয় দ্রব্য ভোজন করাইয়া পরিতৃপ্ত করিয়াছেন এবং ভোজনাবসানে ওই ভবনে উত্তম গানে ও ইংলণ্ডীয় বাদ্য

এসেছি ব্রজ হতে, আমি ব্রজের ব্রজনারী।

দই শতাধিক বছর পরেও কলকাতার কালীঘাটের সেই চড়কের ছবি খুব একটা বদলায়নি। পটুয়াপাড়া থেকে সন্ন্যাসীরা ঠিক সেই আগের মতই সাজসজ্জা করে ঢাকের তালে নাচতে নাচতে নকুলেশ্বর মন্দিরের সামনে পৌঁছে ধুনো পোড়ান। শিব জ্ঞানে সন্ন্যাসীদের পায়ে লুটিয়ে পড়েন ভক্তিমান স্থানীয় মানুষজন। তালপাতার পাখা দিয়ে বাতাস করেন কেউ কেউ। সেই সঙ্গে নানা পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক চরিত্রের সাজে সেজে সঙ্কের মিছিলও বের

বাংলার নানা স্থানে একাধিক সঙ্গের মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় ছিল জেলেপাড়ার সঙ। নতন পরিকল্পনা নিয়ে জেলেপাডার সঙ

আমরা সবাই হয়েছি একপ্রাণ।

# वर्क्षेत्रोति श्रित्य यात् ?

<u>-</u>দিন এক জন্মদিন বাড়ি গিয়ে, ছোটদের মজা দেবার জন্য এক জোকার দেখলাম। সারাদিন ছোট থেকে বড়দের মনোরঞ্জন করার জন্য ক'টা টাকার জন্য মুখোশের আডালে তার জীর্ণ দেহটাকে কোরাবিন খাইয়ে ক্লান্ত ঘোড়াকে যেমন চাবুক মেরে ছোটানো হয় তেমনিভাবেই ছুটিয়ে চলেছে। এখান থেকে ক'টা টাকা পেয়ে বা উপার্জন করে সংসার চালাবে বলে।

এরা হয়ত এখন জোকার নামে খ্যাত. কিন্তু এরা বহুরূপীর এক নব সংস্করণ। বহুরূপী কথাটি মনে পড়লেই সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিখ্যাত শ্রীকান্ত উপন্যাসে ছিনাথ বহুরূপীর কথা মনে নাড়া দেয়। আমাদের কৈশোর বয়সে নবম-দশম শ্রেণির বাংলা পাঠক্রমে 'মেজদা' গল্পে বাঘরূপী ছিনাথ বহুরূপীর চরিত্র পড়ে শিহরিত হয়েছি।

ঋত্বিক ঘটক তার বিখ্যাত ছবি 'সুবর্ণরেখা'য় বহুরূপীদের চরিত্র খুব সুন্দরভাবে চিত্রায়ণ করেছিলেন। আর সেই বিখ্যাত গান 'মুখে রং মেখে আর মুখোশ পরে, পরি যে পরচুলো'। হিন্দি ছবি 'ডোর'-এ পরিচালক নাগেশ কুকনুর বহুরূপীদের চরিত্র নিখুঁতভাবে স্থান দিয়েছিলেন।

এথেকেই বোঝা যাচ্ছে এই চৈত্র মাসে গ্রামের রাস্তাঘাটে, শহরে (যদিও কমসংখ্যক) যে বহুরূপীদের দেখতে পাই সেই বহুরূপীরা যুগে যুগে সাহিত্যে, সিনেমায়, এক কথায় মানুষের মননে মর্যাদার সঙ্গে স্থান পেয়েছিল।

একটু ভালো করে লক্ষ্য করলে আমরা অনুধাবন করতে পারব, যাঁরা বহুরূপী সাজেন, তাঁরা কিন্তু কেউ অভিজাত বা মধ্যবিত্ত সমাজ থেকে আসেন না। সমাজের

'অন্ত্যজ' শ্রেণির মানুষ এরা। পেটের দায়ে সুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সহজলভ্য পেশায় বংশপরস্পরায় মুখে

বলা হত বহুরূপীদের গ্রাম। সেদিন এই গ্রামের অধিকাংশ জনই এই পেশার সঙ্গে ভাগীরথী নদীর পশ্চিম পাড়ে বসন্ততলাকে যুক্ত ছিলেন। আজও এই গ্রামে এমন

পেশার মানুষের দেখা মিলতে পারে।

শিকার করাই ছিল মূল পেশা। বর্তমানে

বসন্ততলা গ্রামটির নাম স্থানীয় মানুষদের কাছে পাখরে পাড়া হিসাবে পরিচিত। এই পাখরে পাড়া নামটি আসলে পাখি মারার বিকৃত উচ্চারণ। আগে বহুরূপীদের পাখি

কেউ আর পাখি শিকারে যুক্ত নন।

বসন্ততলার বহুরূপীদের মধ্যে কমল বিশ্বাস, সুব্রত রায়, লক্ষ্মণ মণ্ডলের নাম বিশেষভাবে পরিচিত। বহুরূপী হিসাবে বাঘ, সিংহ, রাবণ, দুর্গা, কালী-- নানা সাজে নিজেদেরকে সাজিয়ে তোলেন। চৈত্র মাসের গাজন মেলায়, দুর্গাপুজোয় এদের ব্যবসার জোয়ারের সময়। তবে এই সময়েও সারাদিনে যা আয় করেন বর্ষাকালে মন্দার সময় সংসার চালানো খুব কন্টকর হয়ে পড়ে। তাই এই পেশ্যা। বর্তমানে কেউ আর নিজেদের যুক্ত করতে ইচ্ছুক

মুর্শিদাবাদের বসন্ততলা ছাড়াও বীরভূমের চারকল গ্রাম, হুগলির তারকেশ্বরের জোতশস্তু গ্রাম, লাভপুরের বিষয়পুর, যেটি বীরভূম জেলায় অবস্থিত, কিছু বহুরূপীর সন্ধান পাওয়া যায়।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, বর্তমানে বাংলার এই প্রাচীন লোকায়ত শিল্পের ধারাটি ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। বাস্তবের ছিনাথ বহুরূপীদের দিনগুজরান প্রতিদিন কঠিন হয়ে যাচ্ছে। এই লোকায়ত বৃত্তিকে পেশা হিসাবে বেছে নিয়ে নতুন করে কেউ এই পেশায় আসতে চাইছেন না।

প্রশ্ন হল, সমাজ বদলের সঙ্গে সঙ্গে কি বহুরূপীদের মতো মনোরঞ্জনে একটা প্রাচীন পেশা হারিয়ে যাবে? কিছু মানুষের রুটি-রুজির তাগিদে যেমন এই পেশাকে বাঁচিয়ে রাখা প্রয়োজন, তেমনই বহু যুগের বাংলার লোক মনোরঞ্জনের দিকটাও বাঁচিয়ে রাখা সমানভাবে জরুরি। এর জন্য সরকারি উদ্যোগ আর চাই বহুরূপীদের বর্তমান সমাজের চাহিদা অনুযায়ী হাঁদাভোঁদা, টিনটিন, বাঁটুল দি গ্রেট, শক্তিমানদের মতো নতুন বহুরূপীর সংযোজন।



সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধগুলির বক্তব্য লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এর জন্য দায়ী নন।

## খবরের সাত সতেরো

### কলকাতা পুরসভার নয়া উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি— রাস্তায় হঠাৎ করে ঋতুমতী হয়ে পড়েছেন কোন মহিলা। সেই সমস্যার সমাধানেই এবার উদ্যোগী হতে চলেছে পুরসভা। 'মনিকা' প্রকল্পের মাধ্যমে ঋতুমতী মহিলাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় এবং তাদের প্যাডের প্রয়োজন মেটাতে উদ্যোগী হয়েছে কলকাতা পুরসভা। জানা গিয়েছে পুরসভার উদ্যোগে কলকাতার নানান জায়গায় বসবে এই স্যানিটারি প্যাডের সেন্টার। রাস্তায় যাতে ঋতুমতী মহিলারা অসুবিধায় না পড়েন সেই কারণেই এই ব্যবস্থা করা হবে পুরসভার তরফে। তবে এই প্রকল্পের নাম 'মনিকা' থাকবে, নাকি অন্য কোন নামকরণ হবে, তা এখনও স্পষ্ট করে জানায়নি মেয়র পারিষদ। মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দার জানিয়েছেন, পুরসভার ১৪৪টি ওয়ার্ডেই একটি করে এই সেন্টার তৈরি করা হবে। সেখানে শুধু প্যাড পাওয়া যাবে এমনটাই নয়, সঙ্গে থাকবে আলাদা বাথরুম, পোশাক পরিবর্তনের জায়গাও। সেন্টারগুলিতে থাকবে ওয়েটিং রুমও। কেউ চাইলে সেখানে বসে কিছুক্ষণ অফিসের কাজ করতে পারবেন মহিলারা। বিশুদ্ধ জলেরও ব্যবস্থা থাকবে। এরই পাশাপাশি নিরাপত্তার খাতিরে সবকটি সেন্টারে একজন করে মহিলা পরিচালিকাও

### স্কুলের উন্নয়নে মানস ভুঁইয়া দিলেন পাঁচ লক্ষ টাকা

থাকবেন।

নিজস্ব সংবাদদাতা, খড়গপুর, ৪ **এপ্রিল**— সবংয়ের বেনেদিঘি জনকল্যাণ স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের দাবি মেনে পাঁচ লক্ষ টাকা বিধায়কের তহবিল থেকে বরাদ্দ করলেন রাজ্যের জলসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী ডা. মানস ভূঁইয়া। মঙ্গলবার সবংয়ের দেভোগ অঞ্চলে দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচী পালন উপলক্ষে বেনেদিঘি স্কুলে যান মানসবাব। এরপরে দেভোগ গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে গেলে পঞ্চায়েতের সদস্যরা মন্ত্রীকে জানান, অনেক কর্মচারী অফিসে না থাকায় কাদের অসুবিধা হচ্ছে জনমুখী প্রকল্পগুলি মানুষের কাছে পৌছতে দেরি হচ্ছে। লুটুনিয়া গ্রামে আয়োজিত সভায় মানসবাবু বিজেপি কংগ্রেস সিপিএমের তীব্র সমালোচনা করেন। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক গীতারানি ভুঁইয়া, সবং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শেখ আবু কালাম বক্স, বিকাশ ভুঁইয়া, তরুণ মিশ্র, মৌসুমী দাস দত্ত, বাদল বেরা প্রমুখ।

### রাজ্যপাল রিষড়ায় গেছেন ভাল, দিলীপ ঘোষই যে হোতা উনি জানেন কি: সৌগত

নিজস্ব প্রতিনিধি— মঙ্গলবার রিষড়ার পরিস্থিতি দেখতে গিয়ে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস পুলিশ কর্তাদের সঙ্গে আলোচনার পর বলেন, দুষ্কৃতীরা কেউ পার পাবে না। তাদের বিরুদ্ধে সলিড অ্যাকশন হবে। রাজ্যপাল রিষড়া থেকে বেরিয়ে আসার পর তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায় বলেন, উনি যে রিষড়ায় গিয়েছেন খুব ভাল। আমরা প্রশংসা করছি। বিশেষ করে উনি যে ভাবে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেছেন তা ইতিবাচক। কিন্তু রাজ্যপালেরও জানা উচিত গোটা ঘটনার সূত্রপাত হয়েছে দিলীপ ঘোষ ওখানে যাওয়ার

সৌগত রায় বলেন, মুখ্যমন্ত্রী বারবার অনরোধ করেছেন রামনবমীর পর তা নিয়ে আর মিছিল নয়। কিন্তু রামনবমীর তিন দিন পরেও দিলীপ ঘোষ রিষড়ায় গিয়ে মিছিল করেছেন। যে রাস্তায় মিছিলের অনুমতি ছিল না সেখানে ঢুকে পড়েছেন। তার পর অশান্তি যখন ছড়াল, তখন আবার সোমবার রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার শ্রীরামপুরে গিয়েছেন। তাঁকে পুলিশ আটকালে তিনি আবার ধর্নায় বসে পড়েছেন। সৌগত রায় বলেন ,রাজ্যপালকে বুঝতে হবে যে বিজেপি বারবার উস্কানি দিচ্ছে। বাংলার মানুষ বরাবরই শান্তিপ্রিয়। তারা শান্তিতে থাকতে চায়। কিন্তু রাজনৈতিক সুবিধা নেওয়ার জন্য বিজেপি ষড়যন্ত্র করে অশান্তি পাকাতে চাইছে। সুকান্ত মজুমদার বলেন, রাজ্যপাল যে ওখানে গিয়েছেন তা আমাদের ভাল লাগছে। ওনার থেকে আমরা সময় চেয়েছি। বিকেল ৩টে নাগাদ বিজেপির প্রতিনিধি দল ওখানে যাবে এবং রাজ্যপালকে পরিস্থিতির কথা সবিস্তারে জানাবে।

রিষড়ার ঘটনা নিয়ে তৃণমূলের পাল্টা সমালোচনা করে বিজেপি এদিন বলে, রাম নবমীর মিছিলে হামলা করিয়েছে তৃণমূল। সংখ্যালঘুদের তুষ্ট রাখতে মরিয়া হয়ে উঠেছে বাংলার শাসক দল।

# वाशियोकाल मुथिय किएँ मिविषाई এवश ইডि অপব্যবহার মামলার শুনানি

দিল্লি, ৪ এপ্রিল— সিবিআই এবং ইডির মতো কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থাগুলিকে বিরোধীদের হেনস্থা করার কাজে লাগানো হচ্ছে, অপব্যবহার করা হচ্ছে। ১৪টি বিজোপি বিরোধী রাজনৈতিক দল এই বিষয়ে যৌথ আবেদন করেছে সুপ্রিম কোর্টে। বুধবার, ৫ এপ্রিল আবেদন শুনবেন প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচুড়। একই সঙ্গে বিরোধী দলগুলি, বিরোধী নেতাদের গ্রেফতার, তাঁদের হেফাজতে নেওয়া, এবং শারীরিক ক্ষতি করে না এমন কোনও অপরাধের সঙ্গে জডিত ব্যক্তিদের জামিন দেওয়ার বিষয়ে নির্দেশিকা নির্ধারণের আবেদনও করেছে। প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বে, বিচারপতি পিএস নরসিমহা এবং বিচারপতি জেবি পর্দিওয়ালা - এই তিন বিচারপতির বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হবে। এই ১৪টি রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে আইনজীবী তথা কংগ্রেস নেতা অভিষেক মনু সিংভি আবেদন নথিভুক্ত করেন। এই মামলার জরুরি শুনানি চেয়েছিলেন তিনি।

জরুরী শুনানির আবেদন করার সময়ে অভিষেক মন সিংভি বলেন, ২০১৪ সাল থেকে যে সমস্ত রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে সিবিআই এবং ইডি তদন্ত করছে, তাঁদের শতকরা ৯৫ জনই বিরোধী দলের। তিনি বলেন, আমি ভবিষ্যতের জন্য একটি নির্দেশিকা চাইছি। ১৪টি রাজনৈতিক দলের যৌথ আবেদনে বলা হয়েছে, এমন নির্দেশিকা দেওয়া হোক, যা সংবিধানের অনুচেছদে ২১-এর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগত স্বাধীনতার নিশ্চয়তার শর্ত পুরণ করে। আবেদনে বলা হয়েছে, ২০০৪ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে সিবিআই ৭২ জন রাজনৈতিক নেতার বিরুদ্ধে তদন্ত করেছিল সিবিআই। এর মধ্যে ৪৩ জন ছিলেন তৎকালীন বিরোধী দলের। এখন এই সংখ্যা রয়েছে ৯৫ শতাংশের উপরে।

যে ১৪টি রাজনৈতিক দল সুপ্রিম কোর্টেরদ্বারস্থ হয়েছে তাদের মধ্যে রয়েছে জাতীয় কংগ্রেস, ডিএমকে, আরজেডি, বিআরএস, তৃণমূল কংগ্রেস, আপ, এনসিপি, শিবসেনা ইউটিবি, ঝাড়খণ্ড মুক্তি

মোর্চা, জেডিইউ, সিপিআইএম, সিপিআই, সমাজবাদী পার্টি এবং ন্যাশনাল কনফারেন্স আবেদনে বলা হয়েছে. এই ১৪টি রাজনৈতিক দল একসঙ্গে ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে বৈধ ভোটের ৪২.৫ শতাংশ ভোট পেয়েছে। সব মিলিয়ে দেশের ১১টি রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চ লে ক্ষমতায় আছে এই দলগুলি। তাদের দাবি. ইডিকে রাজনৈতিক বিরোধীদের 'হয়রানির হাতিয়ার' হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। বিরোধী দলগুলির যে রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছে ইডি, তাদের মধ্যে মাত্র ২৩ শতাংশের ক্ষেত্রে চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে। অন্যদিকে. ২০০৫ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে ইডি যে রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছিল, তাদের ৯৩ শতাংশের বিরুদ্ধেই চার্জশিট দায়ের করা হয়েছিল। এর থেকেই স্পষ্ট যে, ২০১৪ থেকে বিরোধী দলগুলির রাজনীতিবিদদের ভয় দেখানো এবং হেনস্থা করার জন্যই কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিকে ব্যবহার করা হচ্ছে।

## মেয়ো রোডের দুর্ঘটনার পর বৈধ কাগজপত্র ছাড়া বাসের হিসেব জানতে চাইল পরিবহণ দফতর

নিজস্ব প্রতিনিধি— মেয়ো রোডের মিনিবাস দুর্ঘটনার পর নড়ে চড়ে বসল পরিবহণ দফতর। কী ভাবে প্রাথমিক শর্তগুলি পূরণ না করেই বাসটি কলকাতার রাস্তায় চলাচল করছিল, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। তার পরেই রাজ্যজুড়ে অসংখ্য বাস পরিবহণ দফতরের আধিকারিকদের নজর এসেছে, যাদের বৈধ কাগজপত্র নেই। তাই এ বার ঠিক কত সংখ্যক বাস বৈধ নথি ছাড়া শহর কলকাতা–সহ জেলায় জেলায় চলছে তা জানতে চাইছে পরিবহণ দফতর। গত শনিবার হাওডা-মেটিয়াবুরুজ রুটের মিনিবাসটি বেপরোয়া গতিতে চলতে গিয়ে মেয়ো রোডের কাছে উল্টে যায়। সেই ঘটনায় মারা গিয়েছেন দু'জন। গুরুতর আহত হয়ে আরও তিন জন হাসপাতালে ভর্তি। তার মধ্যে রয়েছে ১৬ বছরের এক কিশোর। এই ঘটনার পরেই শহরে বৈধ কাগজপত্র ছাড়া চলাচল করা যানবাহনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে শুরু করেছে কলকাতা পুলিশ। অভিযোগ উঠেছে, দুর্ঘটনাগ্রস্ত মিনিবাসটির চাকা রিসোল করা ছিল। ব্রেক প্যাড প্রায় ক্ষয়ে গিয়েছিল। বাসটির স্টিয়ারিংয়েও একাধিক সমস্যা ছিল বলে জানতে পেরেছে পরিবহণ দফতর। তাই এমন একটি বাসকে রক্ষণাবেক্ষণ ছাড়া কী ভাবে রাস্তায় নামানোর ঝুঁকি নেওয়া হয়েছিল, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। তাই নতুন করে বৈধ

কুর্মিদের

অবরোধ

নিজস্ব সংবাদদাতা, খড়গপুর, ৪

**এপ্রিল**— খড়গপুর লোকাল থানার অন্তর্গত খেমাশুলিতে অনির্দিষ্টকালের

জন্য জাতীয় সড়ক অবরোধ শুরু করল

কর্মি সমাজ। সমাজের নেতা রাজেশ

মাহাত বলেন, আমাদের দাবি কুর্মি

সমাজকে তপশিলি উপজাতির মর্যাদা

দিতে হবে। ২০১৭ সাল থেকে।

বিষয়টি ঝুলে রয়েছে। রেজিস্টার

জেননারেল অব ইন্ডিয়া রাজ্য

সরকারের পাঠানো রিপোর্টের কিছ

অসংগতির ব্যাখ্যা চেয়ে পাঠান

কেন্দ্রীয় আদিবাসী বিষয়ক দফতরের

কাছে। আদিবাসী বিষয়ক মন্ত্রক রাজ্য

সরকারের অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ

মন্ত্রকের কাছে ব্যাখ্যা চেয়ে পাঠান।

কিন্তু ২০১২৭ থেকের ২০২৩ অবধি

রাজ্য সরকারের দফতরে বিষয়টি ঝুলে

রয়েছে। ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর

মাসে পাঁচদিন ধরে রেল ও জাতীয়

সড়কে অবরোধের পর রাজ্য সরকার

কেন্দ্রের কাছে ব্যাখ্যা পাঠানোর কথা

জানায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় সেই

ব্যাখ্য পাঠানো হয়নি। দুর্ভাগ্যের বিষয়

সেই ব্যাখ্যা পাঠানো হয়নি। তাই

আমরা অনির্দিষ্ট কালের জন্য অবরোধে

আগামীকাল জাতীয় সড়কের সঙ্গে

রেল অবরোধও করবে কুর্মি সমাজ।

এই অবরোধের জন্য খড়গপুর-টাটা

বিভাগে ২২টি ট্রেন বাতিল করা

হয়েছে। ৯টি দূরপাল্লার ট্রেনের

যাত্রাপথ পরিবর্তন করা হয়েছে। ট্রেন

অবরোধের ফলে খড়গপুর, টাটা এবং

আদ্রা, বিভাগে ট্রেন চলাচলে ব্যাপক

প্রভাব পড়বে বলে জানান রেলকর্তারা।

নামতে বাধ্য হয়েছি।'

কাগজপত্র ছাড়া এবং রাস্তার নামার প্রাথমিক শর্তপুরণ না করা বাসগুলিকে এ বার চিহ্নিত করতে চাইছে পরিবহণ

এই কাজে নেমে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে চলাচলকারী বৈধ বাসের যে পরিসংখ্যান উঠে এসেছে, তাতে চোখ কপালে উঠেছে পরিবহণ কর্তাদের। পরিবহণ দফতরের নথি অনুযায়ী, শহরের উত্তর থেকে দক্ষিণে চলাচলকারী সমস্ত জায়গাতেই যাত্রী নিয়ে চলছে অসংখ্য অবৈধ বাস। বেসরকারি বাস, মিনি বাস তো বটেই, কিছু ক্ষেত্রে সরকারি বাসও বৈধ কাগজপত্র ছাডাই চলছে। বিষয়টি পরিবহণ কর্তাদের নজরে এসেছে। কোনওটির সিএফ এর মেয়াদ শেষ হয়েছে। কোনওটির আবার দুষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কাগজপত্রের বৈধতা ফুরিয়ে গিয়েছে দীর্ঘ দিন। কিন্তু, সেই সিএফ বা দৃষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কাগজপত্র নবীকরণ করার প্রয়োজন বোধ করেননি বাসমালিকেরা। তবে সমস্ত বাসের বৈধ কাগজপত্র নেই এমনটা নয়। অনেকে আবার যথা সময়ে বাস চালানোর সমস্ত শর্তপূরণ করিয়ে রেখেছেন। কিন্তু তাঁদের ক্ষেত্রে আবার রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে অভিযোগ নজরে এসেছে পরিবহণ দফতরের। বাস চালানোর ন্যুনতম নিয়ম এবং বৈধ কাগজপত্র ছাড়া বাস মালিকদের বাস চালানোর প্রবণতা নিয়ে চিন্তায় দফতরের কর্তারা।

### খেমাশুলিতে রাজ্যপাল সমঝদার লোক, সঠিক ভূমিকা পালন করেছেন : দিলীপের নিজস্ব প্রতিনিধি— রিষড়ায় রাজ্যপালের ভূমিকা নিয়ে প্রকাশ্যে চলে এল

দিলীপ-শুভেন্দুরদ্বন্দ্ব। রাজ্যপালের ভূমিকায় অসন্তুষ্ট শুভেন্দুর বক্তব্যের এবার পাল্টা দিলেন দিলীপ। তাঁর গলায় শুভেন্দুর বক্তব্যের উল্টো সুর শোনা গেল। মঙ্গলবার এক সংবাদ মাধ্যমের সাক্ষাৎকারে দিলীপ ঘোষ বলেন, 'রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের ভূমিকা খুব ভাল। তিনি দার্জিলিং সফর সংক্ষিপ্ত করে কলকাতায় ফিরে এসেছেন। বিমান বন্দর থেকে সরাসরি রিষড়ায় ছুটে গিয়েছেন। মানুষকে অভয় দিয়েছেন। আর কত করবেন একজন রাজ্যপাল।' অবশ্য দিলীপ মনে করেন, 'বর্তমান পরিস্থিতিতে রাজ্যপালের যা করার প্রয়োজন ছিল, তিনি তাই করেছেন।

তাঁর বক্তব্য, মানুষ যখন ভয়ের মধ্যে আছেন, তখন তিনি সেখানে গিয়ে তাঁদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। এরপর মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী তো সেটুকুও করেননি।'

এদিন দিলীপ আরও বলেন, 'রাজ্যপাল নিশ্চয়ই কেন্দ্রকে রিপোর্ট দেবেন।' শুভেন্দর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে দিলীপের বক্তব্য. 'রাজ্যপালের পদ সর্বদাই বিতর্কিত। কিন্তু আমি মনে করি না রাজ্যপালের পদ কোনও রাজনৈতিক পদ। এটি সাংবিধানিক পদ। তাঁকে নিরপেক্ষ থাকতে হবে।'

ধনকডের সঙ্গে তলনা প্রসঙ্গে দিলীপ বলেন, 'এক একজন রাজ্যপাল এক এক ভাবে কাজ করেন। কথাবার্তা, চিন্তাভাবনা আলাদা হয়। আগের জন রাজনীতিক ছিলেন। এখন যিনি আছেন, তিনি আমলা ছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর পদের মর্যাদা রেখে কাজ করছেন কি না, সেটা দেখতে হবে। আমি মনে করি, বর্তমান রাজ্যপাল সমঝদার লোক। তিনি সঠিক ভূমিকা পালন করছেন, আগামী দিনেও করবেন।

উল্লেখ্য, রিষডার ঘটনায় রাজ্যপালের ভূমিকা নিয়ে অসন্তুষ্ট বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। পূর্বসূরি গোপালকৃষ্ণ গান্ধী ও জগদীপ ধনকড়ের ভূমিকায় অবতীর্ণ না-হওয়ায়, রাজ্যপালের উপর হতাশ শুভেন্দু।

শুভেন্দুর কথায়, 'আমি চাই রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান হিসাবে রাজ্যপাল তাঁর সাংবিধানিক ক্ষমতা প্রয়োগ করুন। এই রাজ্য সরকারের কাছে রিপোর্ট না-চেয়ে, কেন্দ্রীয় সরকাকে বলুন শিবপুর ও রিষড়া থানা এলাকাকে উপদ্রুত ঘোষণা করে ৩৫৫ ধারা জারি করতে।'

প্রসঙ্গত, এর আগেও রাজভবনের ভূমিকায় অসন্তুষ্ট শুভেন্দুর সঙ্গে মতনৈক হয়েছিল বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের। তারপর থেকে বিজেপির দুই নেতার মধ্যে যে চিড় ধরেছে, সেই বিষয়ে কারোর আর গোপন নেই। এবার রিষড়ার ঘটনাতেও রাজ্যপালের ভূমিকা নিয়ে রাজ্য বিজেপির এই দুই নেতার অবস্থান, দুই মেরুতেই রইল।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের ভূমিকায় খুশি নন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি প্রকাশ্যে এ বিষয়ে একাধিকবার বলেছেন। এদিকে রিষড়ার ঘটনাতেও যে তিনি রাজ্যপালের ভূমিকায় অসন্তুষ্ট, সে বিষয়েও স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন।

### পয়েন্টারস বিজনেস ফোরাম এক্সপো ২০২৩

নিজম্ব প্রতিনিধি— পয়েন্টার্স বিজনেস ফোরামের কার্যনির্বাহী কমিটির আনুষ্ঠানিক সূচনা ১লা এপ্রিল হয়েছিল। পিবিএফ কর্মকর্তারা পয়েন্টারস বিজনেস ফোরাম এক্সপো ২০২৩-এর থিম এবং বিশদ বিবরণও উন্মোচন করেছেন, যা ২রা এপ্রিল, ১১টা থেকে রাত ৮টায় অফবিট সিসিইউতে অনুষ্ঠিত হয়।

পয়েন্টার্স বিজনেস ফোরাম (পিবিএফ), একটি নিবন্ধিত সেকশন ৮ কোম্পানি, বিভিন্ন



পেশাদারদের এবং বিশেষ করে সাউথ পয়েন্ট হাই স্কুল, ডোমেইন এবং দক্ষতার উদ্যোক্তা এবং স্বাধীন কলকাতার প্রাক্তন ছাত্রদের দ্বারা একটি উদ্যোগ।

### প্রধানমন্ত্রার কাছে যুব কংগ্রেসের পোস্ট কার্ড

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি, ৪ এপ্রিল দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে পোস্টকার্ডের মাধ্যমে উত্তর চাইতে শুরু করলো যুব

গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ, আদানি গ্রুপের সাথে সখ্যতা সহ বিভিন্ন ইস্যুতে প্রশ্ন তুলে উত্তর চাওয়া হয়েছে পোস্টকার্ডে। এদিন শিলিগুড়ির প্রধান ডাক ঘরের সামনে গান্ধী মূর্তীর পাদদেশ যুব কংগ্রেসের সমস্ত সমর্থক ও জাতীয় কংগ্রেসের কর্মীরা একত্রিত হন। এরপর তাঁরা পোষ্ট কার্ড কিনে তাতে চারটে প্রশ্ন লিখে তার উত্তর প্রধানমন্ত্রীর কাছে চাওয়া হয়েছে বলে জানান দার্জিলিং জেলা যুব কংগ্রেসের সভাপতি রহিত তিওয়ারি। রাহুল গান্ধীর সাংসদ পদ খারিজের বিষয়েও সরব হন তারা।

### মেদিনীপুর সদর ব্লুকের কঙ্কাবতী এলাকায় শিকার উৎসবে যাওয়া আদিবাসীদের আটকে দিল বন দপ্তরের কর্মীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ৪ এপ্রিল— মঙ্গলবার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মেদিনীপুর সদর ব্লকের বন দপ্তরের চাঁদড়া রেঞ্জের অন্তর্গত কঙ্কাবতী এলাকার জঙ্গলে আদিবাসীরা শিকার উৎসবে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে বনদপ্তরের কর্মীরা মোতায়েন থাকার তাদের সাথে বচসায় জড়িয়ে পড়েন আদিবাসী মানুষেরা। বন দপ্তরের পক্ষ থেকে আদিবাসীদের জানানো হয় যে জঙ্গলের ভিতর শিকার করতে যেতে পারেন তবে কোন অস্ত্র সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবেন না। যার ফলে দুই পক্ষের মধ্যে তুমুল বচসার সৃষ্টি হয়। এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। আদিবাসী মানুষেরা বন দপ্তরের কর্মীদের দেখে নেওয়ার ও হুমকি দেয়। তবে বনদপ্তরের কর্মীরা তাদের জঙ্গলে প্রবেশ করতে দেয়নি। বন দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে বন্যপ্রাণ হত্যা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। তাই অস্ত্র নিয়ে জঙ্গলে শিকার উৎসবে যাওয়া নিষিদ্ধ। প্রায় তিন ঘন্টা ধরে দুই পক্ষের মধ্যে বচসা হয়। এরপর বন দফতরের কর্মীদের বাধায় পিছ হঠতে বাধ্য হয় শিকার উৎসবে যাওয়া আদিবাসীরা। যার ফলে আদিবাসী মানুষেরা শিকার উৎসবে না গিয়ে বাধ্য হয় বাড়ি ফিরে যেতে।

### টেভার

### **UNIVERSITY OF**

CALCUTTA University of Calcutta invites the e-tender vide (Ref. E-Tender No. 01 / Eng / Press / 23-24 & Tender 2023\_CU\_503276\_1) dt. 04-04-2023. details please visit:

wbtenders.gov.in

## বাল্যবিবাহ নিয়ে রাজ্যকে চিঠি জাতীয় শিশু সুরক্ষা কমিশনের

**নিজস্ব প্রতিনিধি**— রাজ্য সরকারকে চিঠি দিল জাতীয় শিশু সুরক্ষা ১৬৩০টি বাল্যবিবাহের ঘটনার তথ্য দিয়ে তারা জানতে চেয়েছে, এই অভিযোগগুলি পাওয়ার পর কী হয়েছিল? শেষ পর্যন্ত কি শিশুটিকে অপ্রাপ্তবয়সে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হয়েছিল? পুলিশি পদক্ষেপের কোনও রেকর্ড কেন নেই? রাজ্যকে দেওয়া চিঠিতে এই সব প্রশ্নের উত্তর জানাতে বলা হয়েছে। একই সঙ্গে কমিশন বলেছে চিঠি পাওয়ার ১০ দিনের মধ্যে জবাব দিতে হবে রাজ্যকে। রাজ্যকে দেওয়া চিঠিতে শিশুসুরক্ষা কমিশন জানিয়েছে, বাল্যবিবাহ নিয়ে তাঁরা দেশের বিভিন্ন রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জেলাভিত্তিক রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছিল সংশ্লিষ্ট শিশু এবং

মহিলা কল্যাণ দফতরের কাছে। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতেই তারা জানতে পেরেছে, পশ্চিমবঙ্গের ২৩টি জেলায় ৪০০১টি বাল্যবিবাহের ঘটনা দেখা গিয়েছে। এই হিসাব ২০২১ সালের এপ্রিল থেকে ২০২২ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত। কমিশন জানিয়েছে, এই ৪০০১টি ঘটনার মধ্যে ২৯৩৯টি বাল্যবিবাহ বন্ধ করা হয়েছে। কিন্তু বাকি ১০৬১টি ঘটনায় এফআইআর দায়ের হয়েছিল কি না বা তার ভিত্তিতে কোনও পদক্ষেপ করা হয়েছিল কি না- তার কোনও হিসাব নেই।

আরও একটি হিসাব দিয়ে কমিশন জানিয়েছে, ২০২২ সালের এপ্রিল থেকে ২০২২ সালের সেপ্টম্বর পর্যন্ত ২৭৩২টি বাল্যবিবাহের ঘটনা ঘটেছে বলে জানা যাচ্ছে। এর মধ্যে ২১৫৪টি

ঠেকানো গেলেও বাকি ৫৭৮টি ঘটনায় শেষপর্যন্ত কী হল, তা বলা হয়নি। সব মিলিয়ে কমিশনের হিসাব অনুযায়ী ১৬৩৯টি বাল্যবিবাহের ঘটনার হিসাব নেই। কমিশন অবশ্য চিঠিতে জানিয়েছে, তারা ১৬৩০টি ঘটনার হিসাব চায়। ইতিমধ্যেই রাজ্যের মহিলা এবং শিশু কল্যাণ দফতরের মুখ্যসচিবের কাছে সাম্প্রতিকতম স্ট্যাটাস রিপোর্ট চাওয়া হয়েছিল এবং তিনি দিল্লিতে গিয়ে তা দিয়েও এসেছেন বলে জানিয়েছে কমিশন। তার পরেই হিসাব না মেলা বাল্যবিবাহের ঘটনার নিষ্পত্তি হয়েছে কি না, তা জানতে চাওয়া হয়েছে রাজ্যের কাছে। বর্তমানে ওই ঘটনাগুলির তদন্ত কোথায় দাঁড়িয়ে আছে, পুলিশি তদন্ত কতটা এগিয়েছে, তাও জানাতে বলা হয়েছে সরকারকে।

### শিলিগুড়িতে অরিজিৎ সিং

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি, ৪ **এপ্রিল**— সোমবার গভীর রাতে এনজেপি স্টেশনে নামেন বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী অরিজিৎ সিং। রাতে পৌনে তিনটের সময় অরিজিৎ ভক্তরা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ভিড করেন। শিলিগুডি ছাডাও বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রিয় শিল্পীর কনসার্ট শুনতে মঙ্গলবার শিলিগুড়ি পৌঁছে যান অরিজিতের ভক্তরা। অরিজিৎ সিংয়ের কনসার্ট ঘিরে মঙ্গলবার ভোর থেকে শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে সাজো সাজো রব শুরু হয়। সন্ধ্যা সাডে ৬টায় মঞ্চে ওঠেন অরিজিৎ। কিন্তু তার আগেই তাঁকে কাছ থেকে দেখার জন্য গভীর রাতে রেলস্টেশনে ভিড করেন বহু ভক্ত। পাহাড়, সিকিম, অসম, বিহার থেকেও প্রিয় শিল্পীর কনসার্ট শুনতে মঙ্গলবার শিলিগুড়ি আসেন অরিজিতের ফ্যানরা। এই অনুষ্ঠান ঘিরে যাতে কোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি না হয় তারজন্য শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থাও ঢেলে সাজিয়ে নেয় পুলিশ। আইপিএলের উদ্ধোধনের অরিজিতের শো নিয়ে প্রহর গুনছেন সঙ্গীতপ্রেমীরা। অরিজিৎ সিংয়ের এই লাইভ কনসার্টকে ঘিরে উত্তরবঙ্গের পাশাপাশি গোটা রাজ্য-সহ সিকিমেও

### ক্যানিংয়ে জাল নোট সহ ধৃত এক

তুমুল উন্মাদনা শুরু হয়েছে।

নিজস্ব সংবাদদাতা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, ৪ এপ্রিল— মঙ্গলবার দুপুরে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ক্যানিংয়ের চাঁদখালি মোড় থেকে জাল নোট সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল ক্যানিং থানার পুলিশ। সূত্রের খবর, ধৃত নাজমুল হক এর কাছ থেকে দশটি পাঁচশো টাকার জাল নোট উদ্ধার হয়েছে। ধৃতের কাছে জাল নোট কোথা থেকে এল খতিয়ে দেখছে ক্যানিং থানার পুলিশ। তদন্ত শুরু হয়েছে। ধৃতকে আদালতে তোলা হবে। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

### VIDYASAGAR UNIVERSITY Midnapore: 721102, West Bengal

Advertisement No.- VU/R/Advt./338/2023 Date: 05.04.2023 **Employment Notification** 

Dept. of Zoology needs one project assistant in ICMR project under Dr. Sagar Acharya. Interested candidates may apply on or prior to 17/04/2023. Details are available on www.vidyasagar.ac.in Registrar

### অঞ্চল ইস্পাত লিমিটেড

সিআইএন: L27106WB1996PLC076866 নথিবন্ধ কার্যালয়: মৌজা- চামরেল, এনএইচ ৬, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ- ৭১১১১৪ ই-মেল: info@aanchalispat.com, টেলিফোন: ০৩২১২-২৪৬১২১ ওয়েবসাইট: www.aanchalispat.com

### পোস্টাল ব্যালটের বিজ্ঞপ্তি এবং ই-ভোটিং তথ্য

এতহারা জানানো হচ্ছে যে কোম্পানিস আর্ট্ট, ২০১৩ ('উক্ত আইন')-এর ১০৮ এবং ১১০ নং ধারা এবং কোম্পানিস (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যান্ডমিনিস্ট্রেশন) নিয়মাবলী, ২০১৪ ('উক্ত নিয়ম') অনুসারে সচিব পর্যায়-২-এর সাধারণ বৈঠকে ('এসএস-২'), সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (বাধ্যবাধকতার তালিকা এবং প্রকাশনার প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ (তালিকাভুক্ত নিয়মাবলী)-এর নিয়ম ৪৪ অনুসারে ভারত সরকারের কপোরেট বিষয়ক মন্ত্রকের (এমসিএ সার্কুলার সমূহ) দেওয়া সাধারণ বিজ্ঞপ্তি এবং অন্যান্য লাগু হওয়া আইনি বিধান, নিয়ম, নিয়মাবলী এবং বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, বিধিবদ্ধ পরিবর্তন(গুলি), সংশোধনী(গুলি), প্রতিস্থাপন(গুলি) অথবা পুনরায় লাগু হওয়া নির্দিষ্ট সময়ের আগে, বৈঠকে ঠিক হওয়া সিদ্ধান্ত যা অঞ্চল ইস্পাত লিমিটেডের ('উক্ত কোম্পানি' অথবা 'এআইএল') সদস্যদের কাছে বিশেষ সিদ্ধান্ত হিসেবে অনুমোদিত হওয়ার জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে যা শুধুমাত্র রিমোট ই-ভোটিং পদ্ধতিতে দেওয়া যাবে। পোস্টাল ব্যালটের বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.aanchalispat.com, এবং স্টক এক্সচেঞ্জ অর্থাৎ বিএসই লিমিটেভের ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটিস ডিপোঞ্জিটরি লিমিটেড ('এনভিএসএল')-এর ওয়েবসাইট www.evoting.

পোস্টাল ব্যালটের বিজ্ঞপ্তিতে পাশ হওয়া সিদ্ধান্ত অনুসারে রিমোট ই-ভোটিং (ই-ভোটিং) কোম্পানি এনভিএসএল-এর ই-ভোটিং-এর জন্য ব্যবহার হওয়ার পরিষেবা সমস্ত সদস্যদের জন্য চালু করেছে সমস্ত সদস্যদের ভোটের অধিকার তাঁদের কোম্পানির শেয়ার এবং ইকুইটি শেয়ারের মূলধনের উপর নির্ভর করবে যা ৩১ মার্চ, ২০২৩ তারিখ, শুক্রবার পর্যন্ত হিসেব অনুযায়ী কোম্পানির রেজিস্ট্রিকৃত সদস্যদের জন্য লাগু হবে। কোনও ব্যক্তি যদি ওই তারিখের মধ্যে সদস্য না হয়ে থাকেন তাঁদের ক্ষেত্রে এই বিজ্ঞপ্তি শুধুই তথা জানার কাজে লাগবে।

সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে পোস্টাল ব্যালট ই-ভোটিংটি ৭ এপ্রিল, ২০২৩ তারিখ শুক্রবারে সকাল ১০.০০টায় (আইএসটি) শুরু হবে এবং শনিবার, ৬ মে, ২০২৩ তারিখে বিকেল ০৫.০০টায় (আইএসটি) শেষ হবে। একই ভাবে, ই-ভোটিংয়ের ক্ষেত্রে, ই-ভোটিং মভিউল এনএসভিএল দ্বারা নিদ্ধিয় করা হবে ওই তারিখ ও সময়ের পরে। ই-ভোটিং পদ্ধতির সম্পূর্ণ বিবরণ পোস্টাল ব্যালট

কোম্পানির বোর্ড অফ ভিরেক্টরগণ পোস্টাল ব্যালট ই-ভোটিং প্রক্রিয়া ন্যায্য ও স্বচ্ছ ভাবে হওয়ার জন্য সৃষ্ণা বিশ্লেষক হিসেবে নিয়োগ করেছে মেসার্স মনীষা সরফ আন্ড আসোসিটেউস-কে (মেম্বারশিপ নং এফসিএস ৭৬০৭। সি.পি. নং ৮২০৭), প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্লেটারি। সূক্ষ্ম বিশ্লেষক ই-ভোটিংয়ের সৃক্ষ্ম বিশ্লেষণ করেই তাদের প্রতিবেদন কোম্পানিকে জমা দেবে এবং তা পোস্টাল ব্যালট প্রক্রিয়ার সমাপ্তিকরণের দু'দিনের মধ্যেই দেবে, এবং পোস্টাল ব্যালটের ফলাফল (ইলেকট্রনিক ভাবে ভোট দেওয়া) কোম্পানির নথিবদ্ধ কার্যালয়ে ঘোষণা করা হবে এবং তা স্টক এক্সচেঞ্জ-এর সাথে যোগাযোগে রাখা হবে যেখানে কোম্পানির শেয়ারসমূহ তালিকাভূক্ত হয়েছে এবং সেটি কোম্পানির ওয়েবসাইটেও প্রকাশিত হবে।

কোনও জিজ্ঞাস্যর জন্য, আপনাকে শেয়ারহোল্ডার জন্য এবং শেয়ারহোল্ডারদের ই-ভোটিং সংক্রান্ত ব্যবহারবিধির জন্য ফ্রিকোয়েন্টলি আস্ক কোয়েন্ডেন (এফএকিউস) দেখতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যা www.evoting.nsdl.com-এ ডাউনলোড অংশে পাওয়া যাবে অথবা বিনাশুদ্ধের ফোন নম্বর: ১৮০০ ১০২০ ৯৯০ এবং ১৮০০ ২২ ৪৪ ২০-তে যোগাযোগ করা যেতে পারেন বা মিসেস পল্পবী মাত্রে, সিনিয়র ম্যানেজার, এনএসডিএল-কে অনুরোধ পাঠাতে পারেন evoting@nsdl.

তারিখ: ০৪.০৪.২০২৩

অঞ্চল ইস্পাত লিমিটেভের পক্ষে মুকেশ গোয়েল (ম্যানেজিং ডিরেক্টর)

### ইন্ডিয়া রিসার্জেন্স এআরসি প্রাইভেট লিমিটেড India RF চতুর্থ তল, ইউনিট ৩০৪, পিরামল টাওয়ার, পেনিনসূলা কপোরেট পার্ক, লোয়ার পারেল, মুদ্বই-৪০০০১৩ নিলাম/ বিক্রয়ের বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকলট্রাকশন অফ ফিন্যালিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেক্ট আইন, ২০০২ তৎসহ পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) নিয়মাবলী, ২০০২-এর নিয়ম ৮(৬) অনুষায়ী স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য নিলামের বিজ্ঞপ্তি।

এতহারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হজে যে, সিকিউরিটাইজেশন আন্ত রিকপট্রাকশন অফ ফিন্যাপিয়াল আসেউস আন্ত এনফোর্সমেণ্ট অফ সিকিউরিটি ইণ্টারেস্ট আইন, ২০০২ (সারফায়েসি আর্ক্ট) তৎসহ পরিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) নিয়মাবলী, ২০০২-এর নিয়ম ৮(৬) ও ৯ অনুযায়ী স্থাবর সম্পত্তি যা রেলিগার ফিনভেক্ট লিমিটেভের কাছে বন্ধকে রয়েছে লোন আবেদনের আইডি ৬১৯৫৬৯ দ্বারা (এর পর 'সুরক্ষিত পাওনানার' হিসেবে উল্লেখ করা হবে), সেই সম্পত্তির নিলামের মাধ্যমে বিক্রয় হবে, যেহেতু নিম্নে উল্লেখ করা ঋণগ্রহীতা অনুমোদিত আধিকারিকের সিকিউরিটাইজেশন আভ রিক্সট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল আস্টেস আভ এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, ২০০২ (সারফায়েসি আর্ট্ট)-এর ধারা ১৩(২) থেকে পাওয়া ক্ষমতা অনুযায়ী ১৯.০৮.২০১৬ তারিখে পাঠানো বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী বকেয়া মূল্য সূরক্ষিত পাওনাদারকে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে মেটাতে বার্থ হয়েছেন, এবং অপর নিচে উল্লেখ করা বন্ধকে থাকা সম্পত্তিটি সুরক্ষিত পাওনাদারের অনুমোদিত আধিকারিক সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনজোর্সমেন্ট) নিয়মাবলী ২০০২-এর নিয়ম ৮(৩) এবং তৎসহ উক্ত আইনের ধারা ১৩(৪) থেকে পাওয়া ক্ষমতা অনুসারে ২৭.০২,২০২৩ তারিখে

যেহেতু কণগ্রহীতা বক্ষ্যে মেটাতে বার্থ হয়েছেন, সুরক্ষিত পাওনাদারের কণের চুক্তি অনুযায়ী অর্থাৎ ইন্ডিয়া রিসারজেন্স এআরসি প্রাইভেট লিমিটেড (একটি কোম্পানিস আৰ্ট্ট ২০১৩-এর অন্তর্ভুক্ত সংস্থা এবং একটি সম্পত্তির পুনর্গঠন সংস্থা হিসাবে নথিভুক্ত) সারফায়েসি আর্ট্ট ২০০০২-এর ধারা ৩ থেকে পাওয়া ক্ষমতা অনুযায়ী লোনের চুক্তিপত্র সঙ্গে তার সমস্ত অধিকার, শিরোনাম, সুদ এবং নিরাপত্তায় থাকা প্রতিশ্রুতি বা জামিন ২০২**১ সালের অক্টোবর মাসের ৩০ তারিখ** রেজিস্ট্রিকৃত দলিল দারা আরোপ করেছে।

নিয়ত্বাক্ষরকারী ইন্ডিয়া বিসার্জেন্স এআরসি প্রাইভেট লিমিটেডের অনুমোদিত আধিকারিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে সম্পত্তির তপসিলটি 'যেখানে আছে সেখানে', 'যা কিছু আছে তা' এবং 'যেমন আছে তেমন' শর্তের ভিত্তিতে ২,৯৩,২৩,০৯৭,৬৬ টাকা (দৃই কোটি তিরানকাই লক্ষ তেইশ হাজার াতানকাই ঢাকা ছেবাট্ট পয়সা মাত্র) ১৬.০৮.২০১৬ তারিখের ছিসাবের বকেরা এবং সঙ্গে সুরাক্ষত পাওনাদারের কাছে পাওনা সুদ এবং জনান চুক্তিভিক্তিক বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রি করবেন, ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতারা হলেন: ১) সেনাবি ইনফোটেক ইভিয়া প্রাইডেট লিমিটেড, ২) অসীম

সূরক্ষিত পাওনালারের অনুমোদিত আধিকারিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সম্পত্তি/গুলির তপসিল দর আহ্বান তথা নিলাম পদ্ধতির মাধ্যমে আগ্রহী রেল্ডার থেকে বন্ধ খামে গ্রহণ করে বিক্রম করবেন। উক্ত সম্পত্তি নিলামের জন্য সংরক্ষিত মূল্য হল: ৪,৫০,০০,০০০ টাকা (চার কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা মাত্র) এবং অগ্রিম জমা দেওয়ার মূল্য হবে ৪৫,০০,০০০ টাকা (পঁয়তাল্লিশ লক্ষ টাকা মাত্র) অর্থাৎ সংবঞ্চিত মূল্যের ১০% এবং যা ডিডি/ আরটিজিএস-এর মাধ্যমে 'ইভিয়া রিসার্জেন্স এআরসি ট্রাস্ট ২'-এর নামে নেওয়া হবে, ব্যান্ত অ্যাকাউন্ট নম্বর ৫৭৫০০০০০৩৪০৬৯৯, এইচভিএফসি ব্যান্ত লিমিটেড, যা টেন্ডার জমার আগে দিতে হবে। সফল দরদাতাকে দর গ্রাহ্য হওয়ার সময় বিরুষা মূল্যের ২৫% টাকা জমা দিতে হবে (দরের সাথে দেওয়া ১০% মূল্য বাদ যাবে) অর্থাৎ ওই দিনেই। বাকি বিক্রম মূল্যের ৭৫% মূল্য দর গ্রাহ্য হওয়ার পরের ১৫ দিনের মধ্যে জমা করতে হবে।

### স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ সম্পত্তির সমস্ত অংশ প্লট নং ১২৬ এ/১ ও ১২৬/১ কাকুলিয়া রোড, কলকাডা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০০২৯।

ক) ইএমডি জমার জন্য শেষ তারিখ: ১১.০৫.২০২৩, বিকেল ৫:৩০-এর মধ্যে খ) নিলামের তারিখ ও স্থান: ১২.০৫.২০২৩ দুপুর ১:০০ টা থেকে ২:০০-এর মধ্যে, এলেক্সা রেজোলিউশন অ্যাডভাইজর্স এলপিপি: ৫০ টোরঙ্গি

রোড, পঞ্চম তল, কেবিন নং ৩৩, কলকাতা- ৭০০০৭১ গ) সম্পত্তির পরিদর্শনের তারিখ ও সময়: ১০.০৫.২০২৩

১) অনুমোদিত আধিকারিকের কাছে উপরোক্ত সম্পত্তির সম্পূর্ণ বিবরণ রয়েছে। অনুমোদিত আধিকারিকের সঙ্গে দিন এবং সময় ঠিক করে নিয়ে

সম্পত্তি/ নথিপত্র পরিদর্শন করা যেতে পারে। ২) আগুহী দরদাতারা তাঁদের দর অনুমোদিত আধিকারিকের কাছে উপরে দেওয়া "সুরক্ষিত পাওনাদার"-এর দপ্তরের ঠিকানায় মুখবন্ধ খামে ডিম্যান্ড ড্রাফটের মাধ্যমে ইএমডির মূল্য সহ জমা দিতে পারেন। খামের উপরে লেখা থাকবে 'নিলামের দর/ সম্পত্তির বিক্রম্ন'। তিম্যান্ড ড্রাফট 'ইন্ডিয়া রিসার্জেন্স

এআরসি প্রাইভেট লিমিটেড<sup>†</sup>-এর স্বপক্ষে এবং ১১.০৫.২০২৩ তারিখের বিকেল ০৫.৩০-এর আগে কলকাতায় প্রদের হতে হবে। ৩) সমস্ত মুখবন্ধ দরের খাম ১২.০৫.২০২৩ তারিখে দুপুর ১:০০ টা থেকে ২:০০-এর মধ্যে খোলা হবে এবং তারপর যোগ্য দরদাতারা অনুমোদিত আধিকারিকের মত অনুসারে ইন্টার সে বিভিং-এ তাঁদের দর বাড়ানোর সুযোগ পেতে পারেন।

 ৪) সফল দরদাতাকে দরের মূল্যের ২৫% (ইএমডি ছাড়া) একই দিনে ডিভি/চেকের মাধ্যমে জমা দিতে হবে। ডিম্যান্ড ড্রাফট "ইভিয়া রিসার্জেন্স এত্মারসি প্রাইভেট লিমিটেড'-এর স্বপক্ষে এবং কলকাতায় প্রদেয় হতে হবে। এ ছাড়া সফল দরদাতাকে দরের বাকি টাকা ব্যাছ খারা বিক্রয় চূড়ান্ত হওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে জমা দিতে হবে। ইএমডি এবং জমা দেওয়া বিক্রয়ের মূল্যের উপরে কোনও সুদ পাওয়া যাবে না। যদি সফল দরদাতা নিয়ম মানতে বার্থ হন অথবা কোনও ভূল করেন তা হলে পরিস্থিতি যাই হোক না কেন **'সুরক্ষিত পাওনাদার'** দারা ইএমডি বা বিক্রয়মূলোর ৩৫% টাকা

 ৫) বিধিবদ্ধ ঋণ/ কর/ বিল ইত্যাদি সমস্ত খরচ যা পুরসভা বা অন্য কোনও কর্তৃপক্ষের কাছে বাকি থেকে থাকলে তার মূল্য এবং স্ট্যাম্প ডিউটি রেজিস্ট্রেশনের খরচ যা "বিক্রয়ের শংসাপত্র" বানানোর জন্য লাগবে তার খরচণ্ড সফল দরদাতাকে বহন করতে হবে। ৬) সম্পত্তি সংক্রান্ত কোনও অনুমতি। কোনও কর্তৃপক্ষ থেকে প্রাপ্য এনওসি বা লাগু হওয়া কোনও আইনি বিষয় বা অন্য কোনও বাকি থাকা মূল্য, যথা জল। বিদ্যুতের বক্ষেয়া বিল, সম্পত্তি কর বা অন্য কোনও বাকি থেকে থাকলে তার দায় ব্যাষ্ক নেবে না। ৭) অনুমোদিত আধিকারিক কোনও কারণ না দেখিয়ে বা কোনও বিজ্ঞপ্তি ছাড়াও সমস্ত দর/অফার বাতিল অথবা বিদ্ধায় প্রক্রিয়া মূলতুবি/ বাতিল করতে

৮) এখনও অবহি পাওয়া সমন্ত তথ্য অনুসারে 'সুরক্ষিত পাওনাদার'-এর 'সুরক্ষিত পাওনাদার' ছাড়া এই সম্পত্তি সংক্রান্ত কোনও রকম দায়বদ্ধতার কথা জানা নেই। আগ্রহী ব্যক্তিরা তাঁদের নিজেদের সুবিধার জন্য নিজস্ব উপায়ে খোঁজখবর চালাতে পারেন। আগে বলা সম্পত্তির নাম/ অবস্থা সংক্রান্ত বাাপারে বাাছ কোনও রকম নিশ্চয়তা দেয় না বা দেওয়ার চেষ্টা করে না।

এছাড়াও যে কোনও রকম তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন, গুলঞ্জিত সিং (০৯৮৭৪৬৬০০০৯) এবং শক্তি শ্রীবাস্তব (৯৮১০২০৪০৪৯) সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনজোর্সমেন্ট) নিয়ম ২০০২-এর নিয়ম ৬(২), ৮(৬) ও ৯(১) অনুসারে বিধিবন্ধ ৩০ দিনের বিজ্ঞপ্তি ঋণপ্রহীতা। সহ- ঋণগ্রহীতা। জামিনদাতা। বন্ধকদাতাদের এতথারা উপরে দেওয়া মূল্যের টাকা সর্বশেষ সদ এবং সহযোগী খরচ সমেত জমা দেওয়ার জন্য জানানো হচ্ছে, যাতে অসমৰ্থ হলে উপরে উল্লিখিত বন্ধকে থাকা সম্পত্তির নিলাম হবে এবং বাকি থাকা টাকা যদি কিছু থাকে তা সুদ/খরচ সমেত

ইভিয়া রিসার্জেন্স এআরসি (প্রাইভেট) লিমিটেড, অনুমোদিত আধিকারিক তারিখ: ০৫.০৪.২০২৩



### রামপ্রসাদ সরকার

রামায়ণ-মহাভারত যুগের কথা। রাম ও সীতার চৌদ্দ বছর বনবাসের কথা আমরা জানি। বনবাসকালে তাঁরা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বসবাস করেছেন। এই নিয়ে অনেক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। ভাই লক্ষণকে নিয়ে তিনি ছত্তিশগড়ের দণ্ডকারণ্যে আসেন যে জায়গাটি অধুনা বস্তার নামে সুপরিচিত। এই বস্তারেই অবস্থিত দন্তেশ্বরী মাতার মন্দির। ডাকিনী ও শঙ্খিনী নদীর সঙ্গমে চৌদ্দ শতাব্দীতে গড়ে ওঠে দেবী দন্তেশ্বরীর মন্দিরটি। ধর্মীয় বিশ্বাস, দক্ষ রাজকন্যা সতীর দাঁত পড়েছিল এই স্থানে। তাই দেবীর নাম হয় দন্তেশ্বরী এবং জায়গাটি সতীপীঠ হিসেবে মান্যতা পায়। দক্ষযজ্ঞের বিস্তারিত বিবরণ সবাই জানেন। তাই পুনরাবৃত্তি করলাম না। এসব সত্যযুগের ঘটনা। মাতা দন্তেশ্বরী এখান সিংহবাহিনী দুর্গা রূপে পুজিতা হন। লোকশ্রুতি, কোনো একসময় স্থানীয় রাজা প্রতি বছর প্রায় ৫০০ নরবলি দিতেন। ১৪ শতকের পাথরের দেবী মূর্তি। তিনি রাজপরিবারের কুলদেবী। বহুকাল আগে এখানে পাথর খোদাই করা ৫২টি মন্দির ছিল, কালের প্রবাহে তার মধ্যে ৪টি বর্তমান। সেগুলো হল দুটি করে অর্থাৎ যমজ গণেশ ও শিব মন্দির। যদিও মাতা দন্তেশ্বরীর মূল মন্দির ও আসল বিগ্রহ দন্তেওয়াডাতে প্রতিষ্ঠিত। এই আসল মন্দিরটি চার ভাগে বিভক্ত। রয়েছে গর্ভগৃহ, মহা মণ্ডপ, মুখ্য মণ্ডপ ও সভা মণ্ডপ। পাথরের টুকরো দিয়ে গর্ভগৃহ ও মহা মণ্ডপ তৈরি করা হয়। মন্দিরের প্রবেশ পথে একটি গরুড় স্তম্ভ



রয়েছে। মন্দিরটি বিরাট পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। শিখরটি সৃক্ষ্ম কারুকার্য শোভিত। বস্তার জেলার সদর শহর জগদলপুরে উনবিংশ শতকের প্রথম কাকতীয় রাজাদের কুলদেবী দন্তেশ্বরী মাতার মন্দির। এখানে দেবীর প্রতিকৃতিতে পূজা হয়। পাথরের আসল বিগ্রহ তো রয়েছে দন্তেওয়াডাতে। কাকতীয় রাজারা

এখানে রাজত্ব করেন প্রায় ছ'শো বছর ধরে। তখনকার বৈভব না থাকলেও, কাকতীয় রাজআমলের বেশ কিছু স্মৃতি রয়ে গেছে এখনও।

भिन्न ७ जिस्से जनग

দন্তেশ্বরী মাতার মন্দির

দন্তেশ্বরী মন্দিরে (উভয় জায়গায়) প্রবেশ করে সামনে থেকে দেবী দর্শন ও পুজো দিতে গেলে পুরুষদের ধুতি পরতে হয়। যাঁরা ধুতি পরে আসেন না তাঁদের জন্য মন্দিরের কর্তৃপক্ষ ধুতির ব্যবস্থা করেন। তাও বিনামূল্যে।

বস্তারের আদিবাসী সমাজ দন্তেশ্বরী মাতাকে কাছে এক স্বর্গরাজ্য।



পরম পবিত্র জ্ঞানে পূজা করেন। তাঁদের ধর্মীয় বিশ্বাস, মাতা তাঁদের সকল বিপদআপদ থেকে রক্ষা করেন। তাঁদের জমিতে আশানুরূপ ফসল না ফললে তাঁরা দন্তেশ্বরী মাতার শরণাপন্ন হন। এমনই দেবীর

ছত্তিশগড়ের বস্তার এমন একটি জেলা যেখান নদী, পাহাড়, জঙ্গল, অগুণতি জলপ্রপাত ও শতাব্দী প্রাচীন মন্দিরের উপস্থিতি জায়গাটিকে রমণীয় ও মনোমুপ্ধকর করে তুলেছে। এ যেন পর্যটকদের





ছত্তিশগড়ের লোকসংস্কৃতি, লোক উৎসব যথেষ্ট মর্যাদাপূর্ণ। সেই বার্তা বহন করছে তার জেলা তথা গ্রামগুলি। বস্তার তার ব্যতিক্রম নয়। এখানে প্রতি গ্রামে গ্রামে মন্দির আছে। সেই সব মন্দিরে নিয়মিত পূজাপাঠ হয়। গ্রাম্য মানুষেরা আপদে বিপদে সেই দেবতার শরণাপন্ন হন।

ছত্তিশগড়ের গ্রাম্য জীবনে উৎসবের শেষ নেই। সেই সব উৎসবের ঢেউ এসে লাগে বস্তারের গ্রামগুলিতে। নতুন ফসল ওঠার পর 'পোলা' উৎসব পালন করে। এসময় গো সেবা, গো পূজা হয়। গরু-ঠাকুরকে স্নান করানো হয়, তাদের গায়ে হলুদ কুমকুমের ছাপ দেওয়া হয়। তাই ছত্তিশগড়বাসীদের।

মন্দির থেকে বের করে পালকি করে সারা শহর পরিক্রমা করা হয়। আকাশ-বাতাস মুখরিত হয় 'জয় জয় শ্রী শ্রী দন্তেশ্বরী মাতাজি কি জয়' নামে। আমরা জলপ্রপাতের দেশ জগদলপুর গিয়েছিলাম দুটি বিখ্যাত জলপ্রপাত চিত্রকোট ও তিরথগড় জলপ্রপাত এবং কুটুমসার গুহা দেখব বলে। আর মনের মাঝে এক সুপ্ত বাসনা নিয়ে, জগদলপুর থেকে ৮০ কিমি দূরত্বে দান্তেওয়াড়া শহরে অবস্থিত দন্তেশ্বরী মাতার মন্দির দেখা ও

জগদলপুরের দ্রষ্টব্যস্থানগুলি দেখার পর একদিন ভাড়া গাড়িতে পাড়ি জমালাম দান্তেওয়াড়ার পথে।



কাছে 'পোলা' উৎসব খুবই জনপ্রিয়। এরপরই পালন করা হয় ফসল বোনার উৎসব 'ভোজলী'। পালিত হয় তেজা উৎসব। সেসময় বিবাহিতা মহিলারা বাপের বাড়ি আসেন।

আদিবাসী অধ্যুষিত বস্তারে গণেশ পূজা, নবরাত্রি ও দশেরা খুবই জাঁকজমকের উৎসব। আর একটি তাৎপর্যপূর্ণ উৎসব হল 'রাউত নাচ'। যারা গো পালন করে, গো সেবা করে, দুধ বিক্রি করে, এ উৎসব তাদেরই। এইসব উৎসবে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অনেকেরই বিভিন্ন মানত থাকে। তাই তারা উৎসব চলাকালীন দন্তেশ্বরী মাতার মন্দিরে পুজো দেন। সব উৎসবের জৌলুস ও জাঁকজমক ছাপিয়ে ওঠে 'দশেরা' উৎসবে।

প্রতি বছর দশেরা উৎসবের সম জঙ্গল ও MakeMyTrip.com, আশেপাশের গ্রাম থেকে শয়ে শয়ে আদিবাসী পুরুষ ও রমণী দন্তেশ্বরী মাতার মন্দিরে আসেন মায়ের চরণে প্রণাম জানাতে। ভক্তরা সেই মুহূর্তটির জন্য অপেক্ষা করেন, যখন প্রাচীন দেবী মূর্তিটি মূল

অপূর্ব পথশোভা দেখতে দেখতে ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে ৮০ কিমি পথ পাড়ি দিয়ে এসে পৌছলাম বস্তারের অন্যতম শহর দান্তেওয়াড়ে। তারপর মন্দির দর্শন, যে কথা আগেই বিস্তারিতভাবে

জগদলপুর স্টেশন ও বাসস্ট্যান্ড এলাকায় অসংখ্য প্রাইভেট হোটেল বিভিন্ন মানের ও দামের আছে। পছন্দমতো হোটেলে উঠুন। আমরা উঠেছিলাম Hotel Suri International-এ (যোগাযোগের নম্বর - ০৭৭৮২-২২১৩৭৫)। হোটেল অগ্রিম বুকিংয়ের জন্য হোটেল বুকিং এজেন্টদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন--TripAdvisor.com, Iustdial.com. Goibibo.com,

Agoda.com, Booking.com, Travelogue.com কোন সময় যাবেন : উপযুক্ত সময় সেপ্টেম্বর



থেকে মার্চ।

# ক্লান্তি দূর করতে খেজুর খান

🎓 ষ্টিগুণে ভরপুর খেজুরে রয়েছে ভিটামিন, আঁশ, ক্যালসিয়াম, আয়রন, ফসফরাস, পটাশিয়াম, ম্যাগনৈশিয়াম ও জিঙ্ক। খেজুর একজন সুস্থ লোকের শরীরের আয়রনের চাহিদার প্রায় ১১ ভাগই পূরণ করে। তাই প্রতিদিন খেতে পারেন খেজুর।

পুষ্টিবিদদের মতে, শরীরের দরকারি আয়রনের অনেকটাই খেজুর থেকে আসে। এ ছাড়া ডায়াবেটিস থাকলে প্রচলিত খেজুরের বদলে শুকনো খেজুরকে ডায়েটে রাখতে বলেন বিশেষরা।

পৃথিবীতে সাড়ে ৪০০ জাতের বেশি খেজুর পাওয়া যায়। র্মজান মাসে ইসলামি সম্প্রদায়ের লোকেরা রোজা বা উপবাস শেষে নিয়মিত খেজুর খান। সারাদিন রোজা থাকার

৭। কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে জলে খেজুর ভিজিয়ে রেখে খেতে পারেন।

৮। খেজুরে থাকা নানা খনিজ হার্টের জন্য ভালো। ৯। খেজুরে লিউটেন ও জিক্সাথিন তা রেটিনা ভালো

১০। খেজুরে থাকা ক্যালসিয়াম হাড গড়তে সাহায্য

১১। খেজুর পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ ও প্রাকৃতিক আঁশে ভরা এক গবেষণায় দেখা গেছে, খেজুর পেটের ক্যানসার প্রতিরোধ করে। আর যারা নিয়মিত খেজুর খান তাঁদের

ক্যানসারের ঝুঁকি কম। ১২। মাত্র কয়েকটা খেজুর খিদের জ্বালা কমিয়ে দেয়।



জন্য শরীরে যে ঘাটতি হয় তা খেজুর দূর করে। কেননা খেজুর খুব সহজে হজম হয়ে শরীরে শক্তি সরবরাহ

### এবার একনজরে দেখে নেওয়া যাক খেজুরের উপকারিতা

করে।

১। খেজুরে রয়েছে প্রচুর ভিটামিন, খনিজ, ক্যালসিয়াম ও পটাশিয়াম খেজুরে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাডায়।

২। খজুর শারীরিক ও মানসিক শক্তি বাড়ায়। খেজুরে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য উপাদান যা শারীরিক ও মানসিক শক্তি বাড়াতে সাহায্য করে।

৩। ফাইবার পাওয়া যায় খেজুরে। তাই এই ফল ডায়েটে রাখতে পারেন।

৪। প্রতিটা খেজুরে রয়েছে ২০ থেকে ২৫ মিলিগ্রাম ম্যাগনেসিয়াম। উচ্চ রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে। ৫। রক্তাল্পতায় ভোগ্য রোগীরা প্রতিদিন খেজুর খেতে

পারেন। একজন সুস্থ মানুষের শরীরে যতটুকু আয়রন দরকার, তার প্রায় ১১ ভাগ পূরণ করে খেজুর। ৬। যারা চিনি খান না তারা খেজুর খেতে পারেন, চিনির বিকল্প খেজুরের রস।

পাকস্থলীকে কম খাবার খেতে উদ্বুদ্ধ করে। ফলে শরীরে ওজন কমাতে সাহায্য করে।

১৩। যকুতের সংক্রমণের ক্ষেত্রে খেজুর উপকারী। এছাড়া গলা ব্যথা, নানা ধরনের জ্বর ও সর্দি-কাসিতে খেজুর উপকারী খেজুর, অ্যালকোহলজনিত বিষক্রিয়ায় চটপট কাজ করে।

১৪। খেজুরে প্রচুর পরিমাণে প্রাকৃতিক চিনি থাকার জন্য খেজুর দ্রুত শক্তি বাড়াতে সাহায্য করে। সারাদিন রোজা রাখার পর যদি মাত্র ২টো খেজুর খান তবে চটপট ক্লান্তি কেটে যাবে।

১৫। খেজুরে নানা ভিটামিন থাকায় মস্তিষ্কের চিন্তাভাবনার গতি বাড়াতে সাহায্য করে। নার্ভের ক্ষমতা বাড়ায়। একটা পরিসংখ্যান দেখা গেছে, ছাত্র-ছাত্রী যারা যারা নিয়মিত খেজুর খায় তাদের দক্ষতা অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি।

১৬। খেজুর খেলে পিপাসা দূর হয়।

১৭। খেজুর যৌন ক্ষমতা বাড়ায়। খেজুরে এস্ট্রাডিওল ও ফ্ল্যাবহনয়েডের মাত্রা অনেক বেশি থাকে বলে শুক্রাণুর সংখ্যা বাডায়। ঠিক এ জন্যই যুগ যুগ ধরে খেজুরকে প্রজনন ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য ব্যবহার করা হয়।

## বড়িছে মেদ, বড়িছে অসুখ ক্যান্সারের ঝুঁকি রয়েছে। ওবেসিটির কারণে

বর্তমান জীবনশৈলীর বৈচিত্র্যের মধ্যেই স্কূলতা বা ওবেসিটির বীজ লুকিয়ে রয়েছে। কায়িক পরিশ্রম না করলে মোটা হওয়ার প্রবণতা প্রায় তিনগুণ বেশি। সমীক্ষার তথ্য অনুযায়ী, ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে ওজন বৃদ্ধি বা ওবেসিটির প্রবণতা পুরুষদের তুলনায় প্রায় আড়াইগুণ বেশি। যা কিনা মহিলাদের একাধিক। রোগের কারণ বলে মনে করা হয়।

ব্যথা বাড়ায়: যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোলও প্রিভেনশন-এর স্ট্যাটিস্টিক্স অনুযায়ী, প্রায় ৩১ শতাংশ ওবেসিটি রয়েছে এমন মহিলাদের বেশির ভাগ আর্থাইটিসের সমস্যায় ভূগছেন। হাঁটুর ব্যথায় কাবু। ২৩ উর্ধ্বদের মধ্যে অতি স্থূলতা দেখা গেলে পরবর্তী ১০ বছরের মধ্যে এদের পিঠে ও কোমরে ব্যথার প্রবণতা দেখা দেবেই। শিরদাঁড়া বা ডিস্কের উপরও চাপ পড়ে যন্ত্রণা আরম্ভ হয়। স্থূলতায় অস্টিও আর্থাইটিসের ঝুঁকির সম্ভাবনাও প্রবল।

ওবিসিটি বা শরীরের নিম্নাংশে ফ্যাটের আধিক্য মহিলাদের জন্য খারাপ। যাঁদের কোমর বা নিতস্ব খব চওডা তাদের মধ্যে করোনারি আর্টারি ডিজিজ হওয়ার ঝুঁকি অনেকটাই বেশি। সারা সমীক্ষার রিপোর্ট তাই বলছে।

পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিমড্রোম (POCD), যা প্রত্যক্ষভাবে একজনের প্রজনন ক্ষমতাকে নানাভাবে ব্যাহত করে থাকে। আসলে তলপেটে

ফিশ অ্যান্ড চিপস। চিকেনকারি, ঝালমশলা ফ্রাই,

বিরিয়ানি, রেজালা--- এসব খেলে কি বুক

জ্বলবে ? খাব ? ভালো প্রশ্ন। তবে উত্তর এত সহজ

নয়। বুকজ্বালা যাকে বলে 'হার্ট বার্ন ব্যাপারটি হার্ট

বা হৃদযন্ত্রের কোনও সমস্যা নয়। বুক থেকে গলা

পাকস্থলী ও খাদ্যনালি--- এ দুটোর

সংযোগস্থলে রয়েছে একটি রন্ধ্রনিয়ন্ত্রক।

পাকস্থলীর অম্ল যদি সেই রন্ধ্রনিয়ন্ত্রক দিয়ে

গলিয়ে ওপর দিকে উঠে খাদ্যনালি বেয়ে এবং

কিছু কিছু খাবার বুকজ্বালা বাড়াতে পারে---

ব্যাপারে এসব বিচার-বিবেচনা গুরুত্বপূর্ণ।

বুকজালা বাড়ায়: বেশি খাবার, খুব বেশি

পর্যন্ত জ্বলুনির মতো অস্বস্তি হল হার্ট বার্ন।



করোনারি আর্টারি ডিজিজ - অ্যাবডমিন্যাল ফ্যাট জমলে তা থেকে শরীরে নানারকম হীনম্ন্যতার জন্ম দেয় মারাত্মকভাবে। সেদিকে হরমোন্যাল অ্যাবনর্মালিটিস দেখা যায়, যা সন্তান বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন। ধারণের পথে বাধা সৃষ্টি করে।

মেদবহুল, তাদের সহজে প্রেগন্যান্সি আসতে সম্ভাবনা সাধারণ চেহারার মহিলাদের চেয়ে পৃথিবীতে প্রায় ৬৭৮৭ জন মহিলার উপর অনেক সময় দেরি হয়। তাছাড়া প্রেগন্যান্সি বহুগুণ।তথ্য বলছে এড্রো-মেট্রিয়াল ক্যান্সারের। পরবর্তী নানারকম জটিলতা দেখা যায়। উচ্চ সাথে অতিস্থলতার নিবিড় যোগ রয়েছে। চিকিৎসা। লক্ষণ অনুযায়ী হোমিওপ্যাথি বন্ধ্যাত্বের ঝুঁকি - ওবিসিটি ডেকে আনে রক্তচাপের সমস্যা, ডায়াবেটিস, যা সন্তান ও হবু মেনোপজের আগে বা পরে এদের মা উভয়েরই নানারকম ঝুঁকি ডেকে আনে।

মানসিক অবসাদের শিকার বেশি হন, যা বেশি তাদের ৪ শতাংশের মধ্যে ইউটেরাইন

ওবেসিটি ডেকে আনে ক্যান্সার - মহিলাদের **প্রেগন্যান্সি ও স্থলতা** - যাঁরা অতিরিক্ত ক্ষেত্রে বেশ কিছু ক্যান্সার ডেকে আনে। যার এড়োমেট্রিয়াল ক্যান্সারের প্রবণতা প্রায় ৫ গুণ মনের চাপ বাড়ায় - মহিলারা ওবেসিটি থেকে বেড়ে যায়, যাদের বিএমআই স্বাভাবিকের চেয়ে

হরমোন্যাল প্রভাব থেকে দেখা দিতে পারে ওভারিয়ান বা জরায়ু ক্যান্সারও। এছাড়া যাদের চেহারা ভারী তাদের ক্ষেত্রে মেনোপজের পর স্তন ক্যান্সার আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

--- নিয়মিত এক্সারসাইজ ছাড়া ওজন কমানো

--- ২৫ থেকে ৩০ মিনিট স্কিপিং বা ট্রেডমিল

--- না খেয়ে ওজন কমানোর চেম্টা বৃথা। তাই ঠিকঠাক খাবার ডায়েট মেনে খেতে হবে। অতিরিক্ত ক্যালোরিযুক্ত খাবার অল্প খেলেও ওজন বাড়বে।

--- একদিনে ৪-৫ চা চামচের বেশি তেল

--- ভাত কম খেতে হবে। ফল, শাক-সবজি বেশি করে খেতে হবে। নিয়মিত টকদই, শশা

--- মিষ্টি, ফাস্টফুড এড়িয়ে চলতে হবে। — লিফটের বদলে সিঁড়ি ব্যবহার করতে

পারলে ভালো। চিকিৎসা:

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা লক্ষণভিত্তিক চিকিৎসা ফলপ্রসু। নিজ নিজ চিকিৎসা করবেন না. তাতে হিতে বিপরীত হতে পারে। পরিশেষে. ওজন বাড়লে একটুও প্রশ্রয় নয়, বরং শুরুতেই

## বুক জ্বালায় কী খাবেন, কী খাবেন না

প্লেটে খাবেন।

চর্বিবহুল খাবার: চর্বিবহুল খাবার পাকস্থলীতে থাকে দীর্ঘ সময়, আর যত দীর্ঘ সময় থাকরে, অস্বস্তি হবে তত বেশি। চর্বিবহুল বৃহৎ পরিমাণে খাবার খেলে যেমন অনেক বেশি ফ্রাইড চিকেন, খাদ্যনালিকে উত্তেজিত করে তাহলে বুকজ্বালা চিপস, উইংস খেলে দুই রকম ক্ষতি হয়। বেশি খাওয়া হল আবার বেশি চর্বিও খাওয়া হল। এমনি খাওয়া হয় না, সালাদ ড্রেসিং ও অন্যান্য বুকজ্বালা অনেক বাড়বে।

**বুকজ্বালা কমাতে হলে**: চর্বি খাওয়া কমাতে ভালো। খাবার বুকজ্বালার ঝুঁকির ব্যাপারে কী পরিমাণ হবে প্রিয় খাবারগুলো যে একেবারে বাদ দিতে খাবার খাচ্ছেন, সেদিকে নজর দিতে হবে। হবে, তা নয়। এদের ভিন্নভাবে রান্না করলে, প্রস্তুত একসঙ্গে অনেক খাবার খেয়ে ফেলা বুকজ্বালার করলে প্রশমিত থাকবে বুকজ্বালা। কিছু খাবার তেলে না ভেজে, সেঁকে, আগুনে ঝলসে, গ্রিল খাওয়ার পরিমাণ কমানোর জন্য ছোট ছোট করে বা রোস্ট করে খাওয়া যায়। রানার রকমফের

ঘটিয়ে বুকজ্বালা কমানো যায়, স্বাস্থ্যও হয় ভালো। ব্যাপারেও সতর্কতা চাই। এর মধ্যে রয়েছে কফি, বুকজ্বালা বাড়ে: অল্লধর্মী খাবারে। অল্ল খাবার, যেমন--- টমেটো, টমেটো সস, সালসা, সাইট্রাস ফল, কমলালেবু, জাম্বুরা, প্রেপফুট খালি পেটে অল্লরস ক্ষরণ উদ্দীপিত করে এবং মদ্যজাতীয় খেলে অনেক সময় ঢেঁকুর, বুকজ্বালা হয়।

ডিশে যোগ করা হয়। অম্লধর্মী খাবার এডালে

টমেটো, সাইট্রাস ফল ছাড়া তাজা ফল, সর্বজি আরও আছে। তবে খেলেও খেতে হবে কম, ছোট টুকরো। টমেটো সস কম নেওয়া হল, সঙ্গে স্প্যাগোটি, মাংস ও সবজি।

**যেসব পানীয় উস্কে দেয় বকজালা**: পানীয়ের ভালো।

क्यांकिनयुक ठा, काला, अन्यान्य कार्वतारिष পানীয় এবং মদ। ক্যাফিনযুক্ত পানীয় পাকস্থলীতে পানীয় খাদ্যনালির রন্ধ্রনিয়ন্ত্রককে শিথিল করে, ভিনেকারও বেশি অম্লধর্মী, তবে এটি তো ঘটায় বুকজ্বালা ও কোমল পানীয়র সোডা পেট ফাঁপায়, তা থেকে বুকজ্বালা।

অন্য পানীয় গ্রহণ করুন: বুকজ্বালা রোধ করতে হলে এমন সব পানীয় পছন্দ করুন, যেগুলি হিসহিসে, গ্যাসযুক্ত নয়, বিকল্প হল হার্বাল টি, দুধ বা শুধু জল। খাদ্যের সঙ্গে জল পান করলে পাকস্থলীর অম্লরসও লঘু হবে; বুকজ্বালা হবে কম। টমেটো, কমলা বা লেবুর রস পরিহার করা

epaper.thestatesman.com

## थवरत (দশ-विरमभ

# ञक्रणिहलात ५५ हि जाय्याक 'बार्नान' বানিয়ে দিল চিন, ফুৎকারে ওড়াল ভারত

ইটানগর, ৪ এপ্রিল - অরুণাচল প্রদেশের ১১ টি জায়গার নামই বদলে দিল চিন। এমনকি, চিনের তরফে অরুণাচল প্রদেশের রাজধানী ইটানগরের কাছাকাছি একটি শহরের নামও পরিবর্তন করা হয়েছে। কয়কে দশক ধরেই অরুণাচল প্রদেশকে দক্ষিণ তিব্বত বলে দাবি করে আসছে বেজিং। নয়াদিল্লিও বরাবরই স্পষ্টভাবে জানিয়ে আসছে যে 'অরুণাচল প্রদেশ হল ভারতের অবিচ্ছেদ্য এবং অখণ্ড অংশ'। কিন্তু তবুও অরুণাচলে আধিপত্য বিস্তারের মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে শি জিনপিং সরকার। পার্বত্য এলাকা থেকে নদী, বসতি অঞ্চল, সবই নিজেদের এলাকা বলে দাবি করছে চিন। অরুণাচলের বিস্তীর্ণ এলাকাকে একত্রে চিন 'ঝাংনান' অথাৎ 'দক্ষিণ তিব্বত'বলে উল্লেখ

লাদাখে

চিন সংঘাতের আবহে চিনের এই নাম বদলের চেষ্টা দু'দেশের সম্পর্কের সমীকরণ নতুন করে প্রভাবিত হবে ।

রবিবার চিনের নগর বিষয়ক মন্ত্রকের তরফে এক বিজ্ঞপ্তিতে দাবি করা হয়েছে, মন্ত্রিসভার নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে অরুণাচল প্রদেশের (চিন বিজ্ঞপ্তিতে দক্ষিণ তিব্বত বলে উল্লেখ করে) কয়েকটি ভৌগোলিক এলাকার নামকরণ করা হয়েছে। অর্থাৎ এবার থেকে চিনের মানচিত্রে অরুণাচলের ওইসব জায়গার নাম মান্দারিন হরফে লেখা থাকবে। দুটি সমতল এলাকা, দুটি আবাসিক এলাকা, পাঁচটি পর্বতশৃঙ্গ এবং দুটি নদীর নামকরণ করেছে চিন।

এর আগে ২০১৭ এবং ২০২১ সালেও 'ঝাংনান' চিনের বলে দাবি করেছিল সে দেশের সরকার। এ-ও দাবি করা হয়েছিল যে, ওই এলাকা



চিনের বলে দাবি করার যথেষ্ট 'ঐতিহাসিক এবং প্রশাসনিক ভিত্তি' রয়েছে। তবে ভারত সেই প্রচেষ্টাকে

অরুণাচলের নাম ঘোষণাকে চিনের পাল্টা চাপ সৃষ্টির চেষ্টা হিসেবেই দেখছে কূটনৈতিক মহল। যদিও বেজিং সরাসরি সে কথা

প্রজন্ম মুখে মুখে ওই নাম প্রচলিত হয়ে আসছে। এ বার তাকেই সরকারি স্বীকৃতি দেওয়া হল চিনের তরফে অরুণাচল প্রদেশের ১১টি জায়গার নাম পরিবর্তনের সিদ্ধান্তকে একেবারেই মান্যতা দিতে রাজি নয় ভারত। দিল্লির তরফে স্পষ্ট করে জানিয়ে দেওয়া হয় । পাশাপাশি এ-ও জানিয়ে দেওয়া হল, অরুণাচল প্রদেশ ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল, আছে এবং থাকবে। তাই যে বাস্তব কোনও দিন বদলাবে না ।

চাপিয়ে দেওয়াও নয়। প্রজন্মের পর

এই প্রসঙ্গে বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচি একটি টুইট করে লিখেছেন, 'আমরা চিনের রিপোর্ট দেখেছি। চিনের এই প্রচেষ্টা প্রথম বার নয়। আমরা এই নামকরণকে মান্যতা দিতে রাজি নই। অরুণাচল প্রদেশ ভারতের একটি

অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল. আছে এবং থাকবে। নাম পরিবর্তন করা হলেও তাতে বাস্তব পরিবর্তন হবে না।'

পূর্ব লাদাখে ভারতের শক্তির সঙ্গে না পেরে অরুণাচলে নতন করে সামরিক বিন্যাস করে ভারতের বাহিনীকে চ্যালেঞ্জ ছোড়ার চেষ্টা করছে চিন, প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের মত এমনটাই। পূর্ব লাদাখের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখার মতোই অরুণাচলের সীমান্ত নিয়ইে দুই দেশের বাহিনীর বিবাদ অনেক পুরনো। সেই কেউ নাম পরিবর্তন করলে তাতে ১৯৬২ সালে ইন্দো-চিন যুদ্ধ বাধে এই অরুণাচলকে কেন্দ্র করেই। চিন একে দক্ষিণ তিব্বতের অংশ বলেই মনে করে। পূর্ব লাদাখের মতো অরুণাচলেও আধিপত্য বিস্তার করতে মরিয়া তারা। এই নিয়ে তৃতীয় বারের জন্য অরুণাচল প্রদেশের অনেকগুলি এলাকার 'নাম পরিবর্তন'-এর চেষ্টা করল চিন।

লক্ষ ইউরো জরিমানা দিতে হবে।' রোম, ৪ এপ্রিল— ইংরাজি নিয়ে চরম বিদ্বেষের নজির সষ্টি করল প্রস্তাবে আরও বলা হয়, 'ইংরাজি ইতালি। রীতিমত বিল পাস করে ভাষার অত্যধিক ব্যবহার আসলে ইংরেজি ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা অ্যাংলোম্যানিয়ার সমান। দীর্ঘদিন বসাল ইতালি সরকার। এবার ইংরাজি ব্যবহারের প্রভাব পড়ে ইতালি সরকার জানাল ইংরেজি গোটা সমাজেই।' ইটালিতে বহু বিদেশি সংস্থার ব্যবহার করলেই জরিমানা গুণতে হবে। সরকারি কাজে বিদেশি ভাষার

বিল পাস করে ইংরাজির

ওপর ১ লক্ষ ইউরো

জরিমানা ইতালিতে

ব্যবহার বন্ধ করতে উদ্যোগী হয়েছে

প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনির দল।

সেই জন্যই দেশের পার্লামেন্টে

প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে। ইংরাজি

ভাষার ব্যবহারে সংকটে পড়ছে

ইটালির ভাষা ও সংস্কৃতি, এমনটাই

মত মেলোনির দল ব্রাদার্স অফ

ইটালির। ইংরাজি ভাষা ব্যবহার

করলে ১ লক্ষ ইউরো পর্যন্ত

কয়েকদিন আগেই সংসদে খসড়া

প্রস্তাব পেশ করে প্রধানমন্ত্রীর দল।

সেখানে বলা হয়, 'সরকারি বা

বেসরকারি ক্ষেত্রে বিদেশি ভাষা,

বিশেষত ইংরাজি ব্যবহার করলেই

জরিমানা গুণতে হবে। সমস্ত ক্ষেত্রে

ইটালিয়ান ভাষা ব্যবহার করা

খসড়ায় লেখা হয়েছে।

অফিস রয়েছে। জানা গিয়েছে, তাদেরও বাধ্যতামূলক ভাবে ইটালিয়ান ভাষা ব্যবহার করতে হবে। সম্ভব হলে সেই সংস্থা নামগুলিও ইটালিয়ান ভাষায় অনুবাদ করে নিতে হবে। প্রসঙ্গত, ইটালির প্রধানমন্ত্রী মেলোনি নিজেই ভাষণ দিতে গিয়ে প্রচুর ইংরাজি শব্দ ব্যবহার করেন। কিন্তু দেশবাসীকে ইংরাজি ব্যবহার থেকে দূরে রাখতে ক্ষতিপূরণ গুণতে হতে পারে বলেই চান তিনি।

আপাতত সংসদে পেশ হয়েছে এই বিল। দুই কক্ষে পাশ হলে তবেই এই আইন কার্যকর হবে সারা দেশে। প্রধানমন্ত্রীর মতে, 'ইংরাজি ভাষা আসলে স্থানীয় ভাষা ও সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে দেয়। তাই সরকারি-বেসরকারি নির্বিশেষে সমস্ত সংস্থাকেই দান্তের ভাষা, অর্থাৎ বাধ্যতামূলক। তা না হলে সর্বোচ্চ ১ ইটালিয়ান ব্যবহার করতে হবে।

# ন্যাটোর ৩১ তম সদস্য

হেলসিংকি, ৪ এপ্রিল— ৩১ তম দেশ হিসাবে ন্যাটোর সদস্যপদ পেল ফিনল্যান্ড। মঙ্গলবারই আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান প্রক্রিয়া শেষ হবে। সোমবার ন্যাটোর মহাসচিব জেনস স্টোলটেনবার্গ ঘোষণা করেন, ফিনল্যান্ড ও নর্ডিক অঞ্চলের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। ন্যাটোর সদস্য হিসাবে যুক্ত হতে চলেছে ফিনল্যান্ড । তবে একই সঙ্গে আবেদন করলেও এখনও সুইডেন এই সদস্যপদ পায়নি ঠোণ্ডা লড়াইয়ের সময় থেকে শুরু করে দীর্ঘদিন নিরপেক্ষ অবস্থান বজায় রেখেছিল ফিনল্যান্ড। রাশিয়া ও আমেরিকা-দুই মহাশক্তির সঙ্গেই সুসম্পর্ক ছিল উত্তর ইউরোপের দেশটির। কিন্তু ইউক্রেনে রুশ হামলার পরেই পালটে যায় পরিস্থিতি। দেশের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখেই ন্যাটোয় যোগদানের আবেদন করে ফিনল্যান্ড। প্রতিবেশী দেশ সুইডেনও একই আবেদন করে।গোড়া থেকেই দুই দেশের সদস্যপদ নিয়ে আপত্তি ছিল তুরস্কের। প্রকাশ্যে বিবৃতি দিয়ে মধ্য প্রাচ্যের দেশটি জানিয়েছিল, ফিনল্যান্ডকে ন্যাটোর সদস্য হিসাবে তারা মেনে নেবে না। কারণ, তুরস্কের অন্দরে কুর্দিশদের সমর্থন করার অভিযোগ তোলা হয় উত্তর ইউরোপের দুই দেশের বিরুদ্ধে। কুর্দিশদের জঙ্গি সংগঠন হিসাবে চিহ্নিত করেছে তুরস্কের সরকার। পরে অবশ্য আলোচনায় বসেন তিন দেশের প্রতিনিধিরা। নিজেদের অমত প্রত্যাহার করে তুরস্ক।আবেদন করার বছরখানেকের মধ্যেই ন্যাটোর সদস্যপদ পেয়ে গেল ফিনল্যান্ড। সোমবার ন্যাটোর তরফে বলা হয়, 'মঙ্গলবার দুপুরে প্রথমবার ন্যাটোর দপ্তরে ফিনল্যান্ডের পতাকা উত্তোলন করা হবে। নর্ডিক এলাকা, ফিনল্যান্ড ও ন্যাটোর সুরক্ষার ক্ষেত্রে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ দিন।' ফিনল্যান্ডের বিদেশমন্ত্রী পেক্কা হাভিস্তো বলেন, 'রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে ন্যাটো যেভাবে বিরোধিতা করেছে, সেটাই ফিনল্যান্ডের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।' অন্যদিকে রাশিয়ার

# দেশ হল ফিনল্যাভ

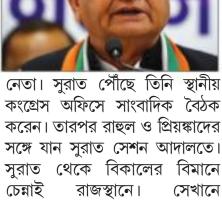
তরফে বলা হয়েছে, নিজেদের সামরিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করে ফিনল্যান্ডের সদস্যপদের জবাব দেবে তারা।

করোনা গ্রাসে রাজস্থানের প্রাক্তন ও বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী

### বিপদে রাহুল, প্রিয়াঙ্কা-সহ বহু নেতা

করোনা। যা নিয়ে চিন্তায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও। ভারতেও চিন্তা বাড়িয়ে বাড়ছে সংক্রমণের থাবা। সেই থাবায় এবার রাজ্যস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট। রেহাই পাননি রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বসুন্ধরা রাজে সিন্ধিয়াও। আধ ঘণ্টার ব্যবধানে দু'জনে করোনায় আক্রান্ত হওয়ার কথা টুইট করে জানিয়েছেন। গেহলট জানিয়েছেন তাঁর হাল্কা উপসর্গ রয়েছে। সোমবার চেন্নাইয়ে তামিলনাডর মখ্যমন্ত্রী স্ট্যালিনের ডাকা সামাজিক ন্যায় সম্মেলনেও হাজির হয়ে গেহলট বিপদে ফেলেছেন রাহুল গান্ধি. প্রিয়ঙ্কা গান্ধি-সহ বহু কংগ্রেস নেতাকে। সোমবার রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী প্রথমে বিমানে সুরাত যান। নিরাপত্তা রক্ষীরা ছাডাও তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন বেশ কয়েকজন কংগ্ৰেস

জয়পুর, ৪ এপ্রিল— ফের উর্ধমুখী



স্ট্যালিনের অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন দেশের প্রায় এক ডজন প্রথমসারির নেতা। যাদের সঙ্গে গেহলটের একান্তে কথা হয় তাঁদের সবাইকেই সতর্ক থাকতে হবে। পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশাতেও করোনা বিধি অনসরণ করতে হবে। 'বনারসী' পানের মুকুটে জিআই ট্যাগ,

### রাহুলকে আশ্রয় দিতে চান বহু শুভানুধ্যায়ী

**मिल्लि**, 8 **এপ্রিল** - সাংসদ পদ

ঘরছাড়া

খারিজ হয়েছে রাহুল গান্ধির। বাংলো ছেড়ে দেওয়ার নোটিসও ধরানো হয়েছে তাঁকে। এলাহাবাদে রাহুলদের পৈত্রিক বাড়ি 'আনন্দভবন' বহু বছর ধরে সরকারি সম্পত্তি। এক কংগ্রেস নেতার কথায়, গত বছর উদয়পুরে দলের চিন্তন শিবিরে ঘরোয়া আড্ডায় রাহুল হাসতে হাসতে বলেন, আমার ৫২ বছর বয়স হয়ে গেল, এখনও দিল্লিতে নিজের একটা বাড়ি, ফ্ল্যাট নেই। রাহুলের নিজেই নিজেকে মনে মনে প্রশ্ন করছেন , ২২ এপ্রিলের পর কোথায় থাকবেন তিনি। এই অবস্থায় ১০ জনপথে মা সোনিয়া গান্ধির র বাংলোতেই তাঁর ওঠার সম্ভাবনা । কংগ্রেস সূত্রে খবর, দলের অনেক নেতাই প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতির থাকার জায়গার দায়িত্ব নিয়ে চেয়েছেন। তাঁদের অন্যতম কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। তাঁর বাংলোয় থাকার জন্য রাহুলকে বিশেষ অনুরোধ করেছেন কংগ্রেস সভাপতি।

এদিকে, দিল্লির এক মহিলা এআইসিসির দফতরে লিখিতভাবে জানিয়েছেন, দলনেতা রাহুলের থাকার জন্য দিল্লিতে তাঁর চার কামরার একটি ফ্ল্যাট দিতে চান। ফ্ল্যাটটি ফাঁকাই পড়ে আছে। মহিলা দিল্লির কংগ্রেস সেবাদলের একজন কর্মী। তবে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ আমন্ত্রণটি এসেছে অযোধ্যার প্রখ্যাত তীর্থক্ষেত্র হনুমানগড়ি মন্দিরের মহন্ত সঞ্জয় দাসের কাছ থেকে ৷সঞ্জয় দাস হনুমানগড়ির প্রধান পুরোহিত মোহন্ত জ্ঞান দাসের উত্তরসূরি। সংকটমোচন সেনার জাতীয় সভাপতিও এই মোহন্ত সঞ্জয় দাসই। তিনি এক সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন,'অযোধ্যার মোহন্তদের

তরফে আমরা রাহুল গান্ধিকে স্বাগত জানাচ্ছি। উনি এখানে এসে প্রার্থনা করলে করতেই পারেন শুধু তাই নয়, এখানে অনেক আশ্রম আছে। রাহুল গান্ধী চাইলেই কোনও আশ্রমে এসে থাকতে পারেন। আমরা খুশিই হব।'

## খুচরো বকেয়া মিটিয়ে বাংলাকে ১ হাজার কোটি পাঠাল দিল্লি

মন্ত্রকের মুখপাত্র লু কাং দাবি

করেছেন, চিনের মন্ত্রিসভা যে নতুন

নিয়মাবলি তৈরি করেছে , তার সঙ্গে

সঙ্গতি রেখেই ১১টি জায়গার নাম

নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। গোটা

বিষয়টি আইনসঙ্গতভাবেই করা

হয়েছে । ওই নামগুলি নতুন করে

**দিল্লি, ৪ এপ্রিল**-- বাংলার বড় বার দরবার করেছেন দিল্লিতে। পাওনা নিয়ে নীরব থাকলেও খুচরো পাওনা চোকাল দিল্লি। বাংলাকে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলোর ৯৭৯.১৫ কোটি টাকা রিলিজ করল নরেন্দ্র মোদি সরকার। তবে একশ দিনের কাজ বা আবাস যোজনা খাতে বাংলার যে পাওনা বাকি তা নিয়ে কিছুই জানায়নি দিল্লি। একশ দিনের কাজ বাবদ বাংলার বকেয়া পাওনা রয়েছে প্রায় ৭ হাজার কোটি টাকা। সেই সঙ্গে আবাস যোজনা খাতে আরও ৮২০০ কোটি টাকা বকেয়া পাওনা রয়েছে কেন্দ্রের থেকে। এ নিয়ে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী বহু

পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী পঞ্চায়েত সমিতি, গ্রাম সভার মতো স্থানীয় প্রশাসনের জন্য কেন্দ্রের থেকে একটা বরাদ্দ আসার কথা। এই প্রক্রিয়া একেবারে রুটিন। ইতিবাচক হল, বাংলায় পঞ্চায়েত ভোটের ঠিক আগে এই বরাদ্দ এল। এই খাতে ৬ টি রাজ্যের জন্য মোট ৪২১৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক। তার মধ্যে মহারাষ্ট্র পেয়েছে সবচেয়ে বেশি। তারা পেয়েছে ১০৮৩.৪৯ কোটি টাকা।

গোয়া, রাজস্থান, তামিলনাড়,



তেলঙ্গনা এবং পশ্চিমবঙ্গের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। ২০১১ সালের জনগণনার ভিত্তিতে এই টাকা গ্রামের স্থানীয় প্রশাসনকে বরাদ্দ করতে

হবে। অর্থাৎ যে সব পঞ্চায়েতের এলাকা বড এবং জনসংখ্যা বেশি. তারা বেশি বরাদ্দ পাবে। যেখানে এলাকা ছোট ও জনসংখ্যা কম হয়েছে সেই খাতেই খরচ করতে হবে াদুদিন আগে মিড ডে মিল খাতে ৬৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে কেন্দ্র। তার পর ৯৭৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হল। নবান্ন সূত্রে বলা হচ্ছে, এই সব

তাদের জন্য বরাদ্দ আনুপাতিক হারে

কম হবে। তবে এটা যেহেতু টায়েড

ফান্ড, তাই যে খাতে বরাদ্দ করা

বরাদ্দ একেবারে রুটিন। এগুলো রাজ্যের প্রাপ্য। বলা যেতে পারে এই সব খুচরো হিসাব মেলালেও বড় বকেয়া পাওনাগুলোর ব্যাপারে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক কোনও উচ্চবাচ্য করছে না।

## সিকিমের নাথু লা-য় ভয়াবহ তুষারধসে কমপক্ষে ৬ জনের মৃত্যু

মার্চ- সিকিমের নাথ লা-য় ভয়াবহ তুষারধসে কমপক্ষে ৬ জনের মৃত্যুর ঘটনা ঘটল । ১৫০ জনেরও বেশি পর্যটক আটকে পড়েছেন বলে করা হচ্ছে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় 🗪 হয়েছে মঙ্গলবার 🟲 দুপুর ১২ তা ২০ মিনিট নাগাদ নাথু লা-র ছাঙ্গু 🕊

লেক যাওয়ার পথে ১৭ মাইল এলাকা জুড়ে ধস নামে। উদ্ধারকাজে নেমেছে সিকিম পুলিশ, সিকিমের ট্র্যাভেল অ্যাসোসিয়েশন এবং পর্যটন দফতর। এখনও পর্যন্ত ২২ জন পর্যটককে উদ্ধার করা হয়েছে। পর্যটকদের জন্য ছাঙ্গু লেক খুবই জনপ্রিয়। সেখানে যাওয়ার পথে ধস নামায় বহু পর্যটক আটকে

আশঙ্কা। প্রত্যক্ষদর্শীরা ডানিয়েছেন, নিগত ৬জনকেই উদ্ধার করে নিকটস্থ আর্মি হাসপাতালে নিয়ে হয়েছিল। চিকিৎসা চলাকালীনই অন্তত ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে। নিহতদের মধ্যে চারজন পুরুষ, একজন মহিলা এবং একজন শিশুও রয়েছে। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়বে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

হঠাৎই তুষারধস নামা শুরু হয় ১৭ মাইল এলাকায়। সেই সময় নাথলা পাসের দিকে যাচ্ছিলেন পর্যটকরা। কবলে পড়েন তাঁরা।



পরিচয় এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি। এছাড়াও অন্তত ১৫০ জন পর্যটক বরফের তলায় চাপা পড়ে রয়েছেন বলে অনুমান করা হচ্ছে। মৃত এবং আটকা পড়ে থাকা পর্যটকদের মধ্যে অনেক বাঙালিও থাকতে পারেন বলে আশঙ্কা।খবর পেয়ে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা দলের সদস্য স্বেচ্ছাসেবকদের ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সিকিম পুলিশ। উদ্ধারকাজ শুরু করা ইতিমধ্যেই। গ্যাংটক জানিয়েছে. ১৩ মাইল পর্যন্ত যাওয়ার সূত্রের খবর, দুপুর ১২ তার পর পর্যটকদের। কিন্তু তাঁরা জোর করে ১৫ মাইল পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিলেন। তারপরেই ধসের

## ৯ সদস্যকে টিকিট দিয়েও পরিবারের বাকিদের দাবি মেটাতে হাবুডুবু দেবগৌড়া

বেঙ্গালুরু, ৪ এপ্রিল— ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হতেই হাবুডুবু কণটিক। হাবুড়ুবু টিকিট প্রত্যাশীর চাহিদা মেটাতে। সবে দিন সাতেক হল নির্বাচনের দিন ঘোষণা হয়েছে। যদিও সব দলই প্রার্থী বাছাইয়ের কাজ শুরু করে দিয়েছিল মাস দুই তিন আগেই। তবে সব দলকে ছাপিয়ে গিয়েছে রাজ্যের তৃতীয় বৃহত্তম পার্টি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এইচডি দেবগৌড়ার দল জনতা দল সেকুলারের গোলমাল। গোলমাল খোদ জেডিএস পরিবারে। গোল বেধেছে দলের প্রতিষ্ঠাতা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এইচডি দেবগৌড়ার পরিবার নিয়েই। জনতা দল সেকুলার সংক্ষেপে জেডিএস নামে পরিচিত হলেও কনটিকে তা আসলে একটি পরিবারকেই বোঝায়। ৮৯ বছর বয়সি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর রাতের ঘুম ছুটে যাচ্ছে টিকিট নিয়ে পারিবারিক দ্বন্দের মীমাংসা করতে। দু'-দু'বার পরিবারের সবাইকে নিয়ে বসেও সমস্যা মেটাতে পারেননি। বরাবরের মতো এবারও বিধানসভা ভোটে দেবগৌড়ার পরিবারের নয় নয় করে সাতজন ভোটে লড়বেন। দেশের কোথাও কোনও দলে যার নজির

দেবগৌড়া হার মানিয়েছেন লালুপ্রসাদ যাদবকেও গোল বেঁধেছে আসন নিয়ে। আর তার জেরে বাকিদের টিকিট কারও আরএসি, তো কারওটা ওয়েটিং লিস্ট বন্দি হয়ে আছে। শেষ পর্যন্ত টিকিট মিলবে কি না, তা নিয়ে সংশয়ের মুখে কেউ কেউ বিজেপি ও কংগ্রেসের দিকে পা বাড়িয়েছেন। গতবার জেডিএসের জেতা ৩৭ আসনের মধ্যে ২৬টির প্রার্থী ঘোষণা করেছে দল। এবং দলের ব্যাপারে কুমারস্বামীর বাকিগুলির প্রার্থীদের নাম প্রকাশ উপর নির্ভরশীল। বাবা-মা'কে

বিবাদেই ৷আসন নিয়ে খেয়োখেয়ির মূলে আছে দক্ষিণ কর্নটিকের হাসন কেন্দ্রটি। কনটিকের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালে দেবগৌড়া ছিলেন এই কেন্দ্রের বিধায়ক। তারপরও বহুদিন হাসন ছিল গৌড়া পরিবারের দখলে। গতবার বিজেপি আসনটি ছিনিয়ে নেয়। প্রশ্ন উঠেছিল, হাসনই যদি গৌড়া পরিবারের হাতছাড়া হয়ে যায় তাহলে দেবগৌড়ার অবর্তমানে জেডিএসের ভবিষ্যৎ কী।স্বভাবতই গৌড়া পরিবার এবার হাসন পুনরুদ্ধারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিবাদ বেঁধেছে দেবগৌড়ার আসনে এবার পরিবারের মুখ কে হবেন। দেবগৌড়া নাম প্রস্তাব করেন ভবানী রেভান্নার। তিনি দেবগৌড়ার বড় ছেলে প্রাক্তন মন্ত্রী এইচডি রেভান্নার স্ত্রী। কিন্তু দলের অন্যতম মুখ তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এইচডি কুমারস্বামী কিছুতেই হাসনে বৌদিকে মানবেন না। তাঁর বক্তব্য, হাসন পুনরুদ্ধারের ভার তিনি দিতে চান ছেলে নিখিলকে সমস্যা মেটাতে দেবগৌড়া গত রবি ও সোমবার পরিবারের সবাইকে নিয়ে বেঙ্গালুরুর বাড়িতে বৈঠক করেন। কিন্তু বরফ গলেনি। কুমারস্বামী হাসনে তাঁর ছেলেকে প্রার্থী করতে মরিয়া। অন্যদিকে, দেবগোড়ার বড় বউমা ভবানী জানিয়ে দেন, দলের টিকিট না পেলে তিনি নির্দল প্রার্থী হবেন। তিনি হাসন জেলা পরিষদের সদস্য। তাঁর বক্তব্য, ঘর-সংসার সামলে আমি হাসন দেখভাল করেছি। প্রতিদান না পেলে প্রতিশোধ নেবই ৷দেবগৌড়া ব্যক্তিগতভাবে বড় ছেলে ও ছেলেবউ

দেখভালের দায়িত্ব বড় ছেলেই নিয়েছেন। কিন্তু কুমারস্বামীর রাজনৈতিক ওজন বেশি প্রথমে ঠিক হয়েছিল কুমারস্বামী মধ্য কর্নটিরের চেন্নাপাটনা থেকে লড়াই করবেন। দাদা প্রার্থী হোলেনারাশিপুরায়। কুমারস্বামীর ছেলে নিখল লড়বেন রামানগর কেন্দ্র থেকে। কুমারস্বামীর প্রস্তাব ছিল হাসনে এবার পরিবারের বাইরের কাউকে টিকিট দেওয়া হোক।তাঁর যুক্তি, জেডিএস মানেই দেবগৌড়া পরিবার, এই ধারণার বদলের জন্য হাসন কেন্দ্র পরিবারের বাইরের কাউকে প্রার্থী করা দরকার। কারণ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কর্নটিকে প্রচারে গিয়ে ইতিমধ্যেই বসে এসেছেন, জেডিএস মানে গৌড়া পরিবার। পরিবারবাদীদের আর ভোট নয়। কিন্তু বৌদি প্রার্থী হবেন শুনেই কুমারস্বামী পাল্টা দাবি তুলেছেন হাসন দেওয়া হোক তাঁর ছেলেকেই। গোল বেঁধেছে দেবগৌড়ার বড় দুই নাতি প্রাজওয়াল এবং সুরজও টিকিট চেয়ে বসায়। প্রথমজন বর্তমানে জেডিএসের সাংসদ। দ্বিতীয়জন বিধান পরিষদের সদস্য। কিন্তু দু'জনেই দাদুর কাছে আবদার করেছেন বিধানসভার টিকিট চাই। এই খবর জানাজানি হতে কর্নটিকে অনেকেই বলাবলি দেবগৌড়ার পরিবারের বোধহয় মনে করছে এবার জেডিএস সরকার গড়বে। তাই মুখ্যমন্ত্রী, মন্ত্রী হওয়ার লক্ষ্যে টিকিট এবং আসন নিয়ে মধ্যেই কামড়াকামড়ি শুরু হয়েছে। তার উপর কুমারস্বামীর স্ত্রী-সহ পরিবারের আরও তিনজনের আসন এখনও স্থির করা যায়নি।

## ভারতের আর্থিক বৃদ্ধির হার ৬.৬ থেকে কমে ৬.৩ শতাংশ করল বিশ্বব্যাঙ্ক

দিল্লি, ৪ এপ্রিল— ভারতের আর্থিক বৃদ্ধি আবার নিম্নগামী। বিশ্ব ব্যাঙ্ক-এর পূর্বাভাসমতো আর্থিক বৃদ্ধি ৬.৬ শতাংশ থেকে কমে দাঁডাল ৬.৩-এ। চলতি ২০২৩-২৪

অর্থবর্ষে ভারতের আর্থিক বৃদ্ধির হার ৬.৩ শতাংশে দাঁড়াতে পারে বলে সংস্থার রিপোর্টে সাম্প্রতিকতম জানানো হয়েছে। এর আগে প্রকাশিত রিপোর্টে যা ৬.৬ শতাংশ হতে পারে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছিল। <sup>`</sup>সারা বিশ্বের পাশাপাশি 🔪

অতিমারীর প্রভাব পড়েছে ভারতের অর্থনীতিতেও। তার ওপর বিগত এক বছরব্যাপী রাশিয়া -ইউক্রেন যুদ্ধ মুদ্রাস্ফীতির পাশাপাশি নিয়ে এসেছে একরাশ অনিশ্চয়তা। সেইসঙ্গে

পড়েছে মূল্যবৃদ্ধিতে। কিন্তু এই বৃদ্ধি পেতে পারে বলে মনে করা পরিস্থিতিতেও ভারতের আর্থিক হয়েছিল তার আশা নেই বলে মনে

একাংশ। আগামী জুন মাসে 'বিশ্ব

ইঙ্গিত রয়েছে বলে চলতি বছরের জানিয়েছিল বিশ্ব ব্যাঙ্ক। শুরুতে

তাইওয়ান সংঘাত, যার প্রভাব কিন্তু বৃদ্ধির সেই সম্ভাবনা যে হরে করছেন আর্থিক বিশেষজ্ঞদের

> অর্থনীতির সম্ভাবনা' (শ্লোবাল ইকনমিক প্রসপেক্টস) সংক্রান্ত 🚤 রিপোর্ট প্রকাশ করবে বিশ্ব ব্যাঙ্ক। সেখানে চলতি অর্থবর্ষে বৃদ্ধির সম্ভাবনা আরও কমানো হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। বিশ্ব ব্যাঙ্কের অর্থনীতিবিদ ধ্রুব শর্মা বলেন, 'আমেরিকা এবং ইউরোপের আর্থিক বাজারে সাম্প্রতিক অস্থিরতার কারণে ভারত-সহ কয়েকটি 'ইতিবাচক সম্ভাবনা'র দেশের বাজারে বিনিয়োগের পরিমাণ কমেছে। তার প্রভাবে বৃদ্ধির

> > হার কমতে পারে।'

এতটাই নরম যে তা মুখে দিলেই প্রায় গলে যায়। সোমবার পানের সঙ্গেই জিআই ট্যাগ পেয়েছে

বনারসের আরও ৩টি জিনিস-ল্যাংড়া আম, রামনগর ভান্তা (বেগুন) এবং আদমচিনি চাল। নতুন

थूलल ভोগ্য ल्यार्फ़ व्याद्यत्र अ

জিনিস জিআই ট্যাগ পেল।

এর আগে কাশী এলাকার আরও ১৮টি জিনিস জিআই ট্যাগ পেয়েছিল। সেগুলি হল- বনারস ব্রোকেড এবং শাড়ি, হাতে বোনা ভাদোহী কার্পেট, মির্জাপুরের হাতে বোনা কার্পেট, বেনারসের ধাতব পাত্র এবং অন্য জিনিস, বেনারসের গোলাপি মিনাকারী, বেনারসের কাঠের তৈরি ল্যাকারওয়্যার এবং খেলনা, নিজামাবাদের ব্ল্যাক পাটরি, বেনারসের কাচের তৈরি পুঁতি, বেনারসের নরম পাথরের জালের কাজ, গাজীপুরের ওয়াল হ্যাংগিং,

চুনারের বেলেপাথর, চুনারের গ্লেজ উত্তরপ্রদেশের কাশীর মোট ২২টি করা মাটির জিনিস, গোরক্ষপুরের টেরাকোটা, বনারসের জারদৌসি, বনারসের হ্যান্ড ব্লক প্রিন্ট, বেনারসের কাঠ কুঁদে তৈরি জিনিস, মির্জাপুরের পিতলের বাসন এবং মাউ শাড়ি। পদ্মশ্রী পুরস্কারপ্রাপ্ত জিআই বিশেষজ্ঞ ড. রজনীকান্ত জানিয়েছেন, আগামী মাসের মধ্যে উত্তরপ্রদেশের আরও ৯টি জিনিস জিআই তকমা পেতে পারে বলে আশাবাদী তিনি। সেগুলির মধ্যে রয়েছে বনারসের লাল প্যাড়া, তিরঙ্গি বরফি, বেনারসের ঠান্ডাই, বেনারসের লাল ভারওয়া লঙ্কা এবং চিরাইগাওঁ গুজবেরি।

দৌলতে রাতারাতি সারা দেশে নাম ছড়িয়ে পড়েছিল বেনারসের পানের। সেই পান খেলে নাকি নেশা তো হয় বটেই. সঙ্গে বৃদ্ধি খুলে যায় এক লহমায়। সেই বনারসী পানের মুকুটে এবার জুড়ল নতুন পালক। সোমবার জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন, অর্থাৎ জিআই ট্যাগ পেয়েছে বেনারসের পান। অপূর্ব এবং বিশেষ স্বাদের জন্য দেশজোড়া সুখ্যাতি রয়েছে বেনারসের পানের। স্থানীয় মানুষ হোক, কিংবা দেশ বিদেশের পর্যটক, সকলের কাছে বিপুল জনপ্রিয়তা রয়েছে এটির। বিশেষত্ব হল, নানা রকম মশলা দিয়ে তৈরি এই পান

লখনউ, ৪ এপ্রিল— ডন সিনেমার



# र्फिल किकात गारि বলিডড তারকা শাহ্রতথ

নিজস্ব প্রতিনিধি— ইডেন আইপিএল ক্রিকেটে মহারণ আগামী বৃহস্পতিবার। লক্ষ্মীবারে চার বছর বাদে আবার নন্দন কাননে ক্রিকেট ম্যাচ দেখবার জন্য দর্শকরা গ্যালারিতে হাজির হবেন। এই ম্যাচে মুখোমুখি হবে কলকাতা নাইট রাইডার্স ও চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর। স্বাভাবিকভাবে এই ম্যাচকে ঘিরে উন্মাদনা অবশ্যই চোখে পড়বে। একদিকে নীতিশ রানারা আর অন্যদিকে বিরাট কোহলিরা লড়াই করবেন একে অপরের বিরুদ্ধে। তাই ম্যাচের রঙ সব সময়ই বদলে যাবে তা নিয়ে কোনও দ্বিমত নেই আসলে দীর্ঘ কয়েক বছর

বাদে ইডেন উদ্যানে ক্রিকেট যুদ্ধে সামিল হবেন ক্রিকেট ভক্তরা। হঠাৎই শোনা গেছে এই ম্যাচে মাঠে ছুটে আসছেন কেকেআরের অন্যতম কর্ণধার বলিউড তারকা শাহরুখ খান। ২০১৯ সালে আইপিএল ক্রিকেটে হোম ম্যাচে কলকাতায় এসেছিলেন শাহরুখ খান। সেই ম্যাচে মম্বই ইভিয়ান্সের বিরুদ্ধে ৩৪ রানে জিতেছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। সেদিনটা ছিল ২৮ এপ্রিল। অবশ্য এবারে এপ্রিল মাস হলেও দিনটি বদলে গিয়েছে।

বিরুদ্ধে ডাকওয়ার্থ লুইস পদ্ধতিতে হার স্বীকার পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে আইপিএল প্রথম ম্যাচ দলে সবচেয়ে বড় সমস্যা খেলোয়াড়দের চোট ও করতে হয়েছিল কলকাতা নাইট রাইডার্সকে। তাই খেলতে নেমেছিল কেকেআর দল মোহালিতে। আঘাত।এমনকি বাংলাদেশের দুই তারকা ক্রিকেটার দ্বিতীয় ম্যাচ ঘরের মাঠে কেকেআর কি পারবে সবাই ভেবেছিল প্রথম ম্যাচেই সম্ভবত বলিউডের শাকিব আল হাসান ও লিটন দাসকে পাওয়া যাচ্ছে জয়ের মুখ দেখতে কোহলিদের বিরুদ্ধে। এটাও এই বাদশা উপস্থিত থাকবেন মাঠে। কিন্তু তা না। সেই অনিশ্চয়তার মখে দাঁড়িয়ে কেকেআর দল মনে রাখতে হবে বিরাট কোহলিদেরও ইডেন দেখতে পাওয়া যায়নি। তিনি শুভেচ্ছা বার্তা নতুন খেলোয়াড়ের খোঁজে নেমে পড়েছে। সেই উদ্যানের উইকেট দারুন চেনা। তারাও কিন্তু পাঠিয়েছিলেন দলের জন্য। আর এবারে সরাসরি অর্থে আইপিএলের খেলাকে ঘিরে সাধারণত দুদিন কোনওভাবেই হালকা চালে খেলবার চেষ্টা করবেন মাঠে হাজির থেকে পুরো দলটাকে উৎসাহিত আগেও যে উৎসাহ দেখতে পাওয়া যায় তা সেভাবে না। তবে শাহরুখ খানের উপস্থিতি কেকেআর করবেন একথা পাকা হয়ে গিয়েছে। কেকেআর দল লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। অনেকেই বলছেন টিকিটের দলকে উদ্বুদ্ধ করবে কি একথাও কিন্তু সবার মুখে হোম গ্রাউন্ডে ঘুরে দাঁড়াতে পারবে কিনা এ বিষয়ে মূল্য এত বেশি হওয়ায় এই দৃশ্য দেখতে পাওয়া মুখে ঘুরছে। শাহরুখ বলতেই বাড়তি শক্তি। তার স্সাগাম কোনও মন্তব্য না করলেও অনেকেই জয়ের স্বাচ্ছে।





অহিপিএলে আজকের খেলা রাজস্থান রয়্যালস পাঞ্জাব কিংস (গুয়াহাটি, সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট)

আইপিএল ক্রিকেটে প্রথম ম্যাচে পাঞ্জাব কিংসের প্রতিফলন নিশ্চয়ই পড়বে কলকাতা দলের উপরে। হাসি দেখবার জন্য মাঠে হাজির থাকবেন। কলকাতা

# ইডেনে বৃহস্পতিবার বৃষ্টি হবার কোনও সম্ভাবনা নেই

নিজস্ব প্রতিনিধি— কলকাতা নন্দন কানন বলতেই ইডেন উদ্যান। আগামী বৃহস্পতিবার ইডেনের উইকেটে বল পড়তেই দর্শকরা চিৎকার করে সারা গ্যালারি মুখর করে তুলবেন এমনই আশা করছেন প্রত্যেকেই। কিন্তু মঙ্গলবার পর্যন্ত সেইভাবে টিকিটের কোনও হাহাকার না থাকলেও অনলাইনের সমস্ত টিকিট বিতরণ করা হয়ে গিয়েছে। আসলে ফুটবলের শহর কলকাতা হলেও ক্রিকেট নিয়েও মশগুল থাকতে চান বাংলার ক্রিকেট ভক্তরা। তারপরে যখন কলকাতা নাইট রাইডার্স দলের খেলা থাকে, তখন আলাদা উন্মাদনা চোখে পড়ে। পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে খেলতে নেমে মোহালিতে বৃষ্টি প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে। যার ফলে কেকেআর দল ডার্ক ওয়ার্থ লুইস পদ্ধতিতে হার মেনে নিতে হয়। আর এবারে কেকেআর দলে নতুন কোচ ও অধিনায়কের অধীনেই কলকাতা দলকে খেলতে হচ্ছে। আগামী বৃহস্পতিবার বৃষ্টি কি আবার কাঁটা হয়ে দাঁড়াতে পারে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর থেকে বলা হয়েছে সেই ভাবে বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। ২ থেকে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বলে। পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে বৃষ্টি বিঘ্নিত প্রথম ভরপুর নাইট দলের খেলোয়াড়রা। তাপমাত্রা বাড়তে পারে। এদিকে কেকেআরের ইডেন উদ্যানে প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে নারাইন প্রতিক্রিয়ায় বলেছেন, এতদিন ধরে কেকেআর দলের হয়ে খেলছি তাই সব সময় মনে হয় ইডেন উদ্যান আমার একেবারে ঘরের মাঠ। ইডেনে খেলতেও অন্য ভাবনা তৈরি হয়। এখানকার আবেগ কখনওই ভুলে থাকা যায় না। তাই মাঠে ভমিকাই আমাদের অনেকটাই এগিয়ে রাখে। আর রাসেল। রাসেলের ব্যাট ইডেনে সব সময়ই কথা সেই ম্যাচের জন্য এখন থেকেই আত্মবিশ্বাসে করেছেন।

কলকাতা

যোড়দৌড়

শিবনাথ দাস

বুধবার কোলকাতা ঘোড়দৌড়ে মোট ৮টি বাজি প্রধান বাজি দ্য ডেয়ার টু ড্রিম হ্যান্ডিকাপ। দ্বিতীয়

চিয়ার্স'-এর জেতার সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল।

দিনের সেরা বাজি: থাউজেন্ড চিয়ার্স



ম্যাচে কেকেআরকে হারতে হয়েছিল ৭ রানে। সেই চেহারাই একেবারে পরিবর্তন করে দিতে পারেন

কলকাতা নাইট রাইডার্স ও রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স হাতাশাকে পিছনে ফেলে দিয়ে জয়ের সরণীতে ব্যাঙ্গালোর দলের খেলার দিন ইডেন উদ্যানে বেশ ফিরে আসতে চায় কেকেআর। নাইটদের খেলার কিছু চমক থাকছে। ৫০০টি জোনের মাধ্যমে সুত্রে জনা গিয়েছে লোবেরার সঙ্গে চুক্তি শুধু লেজার শোয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যা অনুষ্ঠিত সময়ের অপেক্ষা। আইএসএলে যোগ দেবার পর আন্দ্রে রাসেল। তিনি ম্যাচের পার্থক্য গড়ে তলতে হবে খেলার বিরতির সময়। এবারে লেজার শো জানেন। আন্দ্রে আগেও ব্যাঙ্গালুরু দলের বিরুদ্ধে হবার কথা ছিল উদ্বোধনের দিন কিন্তু তা হয়নি। প্রশ্ন ছিল। প্রচুর রান করেছেন অনেক ম্যাচ জিতিয়ে দিয়েছেন। তাই ইডেন উদ্যানেই এই ব্যবস্থা প্রথম হচ্ছে।

### কোনও খেলোয়াড়কে দেখতেই পাওয়া যাবে না। কিন্তু আগামী বৃহস্পতিবার বিরাট কোহলিদের রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর দলের বাংলা দুই ক্রিকেটারকে দেখতে পাওয়া যাবে। অবশ্য ওঁরা প্রথম একাদশে থাকবেন কিনা তা স্পষ্ট নয়। বাংলার এই দুই ক্রিকেটার হলেন শাহবাজ আহমেদ ও আকাশদীপ। দুজনেই রঞ্জী ট্রফিতে বাংলার হয়ে খেলেছিলেন। গতবারও অলরান্ডার শাহবাজ ব্যাঙ্গালুরু দলে কয়েকটি ম্যাচ খেলেছিলেন। আবার আকাশদীপও কোনও কোনও ম্যাচে জায়গা পান। এবারে আইপিএল ক্রিকেটে প্রথম ম্যাচেই ব্যাঙ্গালরু দলে জায়গা পেয়েছিলেন এই দুই ক্রিকেটার। আশা করা যাচ্ছে আগামী বৃহস্পতিবার ইডেন উদ্যানে তাঁদের খেলতে দেখা যেতে পারে। আশা করা যায় বয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর দলের কোচ বাংলার



খেলাতে পারেন। মঙ্গলবার বিরাট কোহলিদের সঙ্গে অনুশীলন করেছেন। বাংলার দুই ক্রিকেটারকে কলকাতার বিরুদ্ধে তুরুপের তাস হিসাবে ব্যবহার করতে পারে ব্যাঙ্গালোর দল। বাংলা থেকে আরও দু'জন ক্রিকেটার দিল্লি ক্যাপিটালসে যোগ দিয়েছেন। আবেগকে হাতিয়ার করে প্রথম একাদশে তাঁদের আবার বাংলা থেকে ছেড়ে যাওয়া ঋদ্ধিমান সাহা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেবেন।

কেকেআর দলে বাংলার কেউ

नो थोकत्लउ, किश्लिपत

দলে বাংলার দুই ক্রিকেটার

খেলছেন গুজরাত টাইটান দলে। বিরাট কোহলিরা প্রথম ম্যাচে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে হারিয়ে বিশেষ নজর কেড়ে নিয়েছেন। আর কেকেআর পাঞ্জাবের কাছে হেরে গিয়ে কিছুটা পিছিয়ে রয়েছে। কেকেআর চেষ্টা করবে ইডেন উদ্যানে ম্যাচ জিততে আর তাঁরা হলেন মুকেশ কুমার ও অভিষেক পোড়েল। কোহলিরা জয়ের ধারা অব্যহত রাখতে কঠিন

## শুধু কেকেআরে নয়, ভারতীয় দল থেকেও বাদের তালিকায় শ্রেয়স

দিল্লি— শেষ পর্যন্ত যে আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল তা সত্যি হল। পিঠের চোটের কারণে আইপিএল ক্রিকেট থেকে বাদ পড়লেন কেকেআর দল থেকে শ্রেয়স আইয়ার। শুধু তাই নয় চলতি বছর জুন মাসে যে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতীয় দল থেকেও বাদ পড়ছেন শ্রেয়স। নিঃসন্দেহে কেকেআর ও ভারতীয় শিবিরে বড় ধাক্কা বলে মনে করা হচ্ছে। হয়তো মনে করা হচ্ছে আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি বিদেশে যাবেন অস্ত্রোপচারের জন্য। আশা করা যায় সেখানে কমপক্ষে তিনমাস তাঁকে থাকতে হবে। সেই কারণে এই লম্বা সময়ের জন্য ভারতীয় দলে কোনও ভাবেই এই তারকা ব্যাটসম্যান শ্রেয়সকে

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে এ বছর



অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজ থেকে পিঠের ব্যথার কারণে ভারতীয় দল থেকে ছিটকে গিয়েছিলেন শ্রেয়স। তাঁর পরিবর্তে ডাক পেয়েছিলেন সূর্য কুমার যাদব। সূর্য সেইভাবে খেলায় নজর কাড়তে পারেননি। এককথায় বলা যায় হতাশ করেছেন সবাইকে। আইপিএল ক্রিকেটে কেকেআরের অধিনায়ক হিসাবে মনোনিত করা হয়েছিল শ্রেয়সকে। শ্রেয়সকে সামনে রেখেই দল গঠন করা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী ক্ষেত্রে তাঁকে যখন পাওয়া যাবে না এই সিদ্ধান্ত হয়, তখন অন্তর্বতীকালীন অধিনায়ক হিসাবে নাম ঘোষণা করা হয় নীতিশ রানার। তখন আশা করা গিয়েছিল পরবর্তী ধাপে হয়তো শ্রেয়সকে পাওয়া যাবে। কিন্তু তা সম্ভব হচ্ছে না।

## ইস্টবেঙ্গলে নতুন কোচ লোবেরা

নিজস্ব প্রতিনিধি— আইএসএল ফুটবলে আগামী মরশুমের জন্য ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের নতুন কোচ কে হবেন তা নিয়ে ময়দানে অনেক গুঞ্জন ছিল। এমনকি এটিকে মোহনবাগানের প্রাক্তন কোচ অ্যান্ডোনিও লোপেজ হাবাস, বেঙ্গালুরু এফসি-র প্রাক্তন কোচ কুয়াদ্রাতের পাশে সের্জিও লোবেরার নামটা ভাসছিল। কিন্তু কে হবেন এই তিন কোচের মধ্যে তা বিনিয়োগকারী সংস্থা ও ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের কর্মকর্তাদের মধ্যে বিস্তার আলোচনা হয়। শেষ পর্যন্ত সুপারকাপের আগেই খুব সম্ভবত কোচ হিসাবে সের্জিও লোবেরাকেই পছন্দের তালিকায় পয়লা নম্বরে রাখা হয়েছে। ইতিমধ্যে মৌখিক ভাবে লোবেরা সম্মতি দিয়েছেন। তাই বলতে পারা যায় ইস্টবেঙ্গলের কোচ হিসাবে ৯৯ শতাংশ নিশ্চিত লোবেরাকেই পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু এখনই নতুন কোচের নাম সরকারি ভাবে ঘোষণা করা হচ্ছে না, যাতে সুপার কাপে খেলবার আগে খেলোয়াড়দের মানসিকতায় কোনও অঘাত না পড়ে। বিশেষ থেকেই ইস্টবেঙ্গলের কোচের ভূমিকা নিয়ে অনেক

তাই নতুন কোচের সন্ধানে লোবেরাকেই নামি সেই আবেগকে হাতিয়ার করেই। দর্শকদের এমনও হয়েছে হারা ম্যাচকে জিতিয়ে দিয়ে ইতিমধ্যেই কলকাতায় পৌঁছে গিয়েছেন ব্যাঙ্গালোর ইস্টবেঙ্গলে প্রয়োজন বলে কর্মকর্তারা মনে করছেন। শিরোনামে উঠে এসেছেন। মনে হয় হাড্ডাহাডিড দলের সব ক্রিকেটাররা। মঙ্গলবার ইডেন গার্ডেন্সের বর্তমানে ভারতীয় ফুটবলে তার অভিজ্ঞতা রয়েছে।



্বার্সেলোনার কোচিং টিমেরও সদস্য ছিলেন। ফুটবল ্কাপ ও আইএসএল লিগ শিল্ড ও ট্রফিও জিতেছেন। দর্শনে তিনি অনসরণ করেন ম্যাঞ্চেস্টার সিটির কোচ পেপ গুয়ার্দিওলাকে। কোচ লোবেরা ২৫ বছরেরও ক্লাবের সম্পর্ক তৈরি করতে অনেক দেরি হয়েছিল। বেশি ফুটবল কোচিংয়ের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। সেই কারণে দল সেইভাবে তৈরি করা সম্ভব হয়নি। ভারতীয় ফুটবলে স্প্যানিস কোচ লোবেরার অবদান তাই এবার প্রথম থেকেই দল গঠন করার পাশে কলকাতা দলের ঝোড়ো ব্যাটসম্যান বলতেই আন্দ্রেল লড়াই হবে আগামী বৃহস্পতিবার ইডেন উদ্যানে। ফ্লাড লাইটে বিরাট কোহলি ও ডুপ্লেসিরা অনুশীলন এর আগে তিনি এফিস প্রীকার করতেই হবে। তাঁকে সফল কোচ হিসাবে কোচকেও নির্বাচন করার প্রক্রিয়াও শুরু হয়ে তে কোচিং করিয়েছেন। বর্তমানে লোবেরা চিনের বলা যেতেই পারে। তাঁর কোচিংয়ে মম্বই সিটি এফসি গিয়েছে।

গত বছর বিনিয়োগকারী সংস্থার সঙ্গে ইস্টবেঙ্গল

## দিল্লির ম্যাচ দেখতে মাঠে ঋষভ

## অহিপিএলে অভিষেক বাংলার অভিষেক পৌড়েলের

যদি কোনও অঘটন না ঘটে তাহলে 'থাউজেন্ড । পেয়েছিলেন দিল্লি ক্যাপিটালসের অধিনায়ক । তিনি জনসম্মুখে এলেন। তিনি আসতেই ১ম বাজি: (দুপুর ২.০০ টো) রেগান ১, খেলতে পারছেন না আইপিএল ক্রিকেট। তিনি এখনও স্বাভাবিক ভাবে চলাফেরা অ্যালগোজ ২ ও আওয়ার চয়েজ ৩ ২য় বাজি: । মঙ্গলবার ঘরের মাঠে দিল্লি ক্যাপিটালসের করতে পারছেন না। তাই তাঁর জন্য বিশেষ (দুপুর ২.৩০মি) ম্যাজিক মোমেন্ট ১, কপার ২ খিলা গুজরাত টাইটানসের বিরুদ্ধে। সেই ব্যবস্থা করা হয় স্টেডিয়ামে। তৈরি করা ও সি-ড্রাগন ৩ ৩য় বাজি: (বিকেল ৩.০০ টে) ম্যাচ ঘরে বসে দেখবার চেষ্টা করলেও, হয়েছে বিশেষ র্যাম্প। যাতে ঋষভের মার্ক ওয়ান ১, ইষ্ট সাইড ২ ও আরেন ৩ ৪র্থ | থাকতে পারলেন না ঋষভ পন্থ। তিনি খুঁড়িয়ে । হাঁটতে গিয়ে কোনও সমস্যা না হয়। দিল্লি বাজি: (বিকেল ৩.৩০ মি) লডেমিনেট ১, খুঁড়িয়ে মাঠে চলে এলেন এবং ভিআইপি ক্রিকেট সংস্থার পক্ষ থেকে এই ব্যবস্থা জ্যামাইকা ২ ও টুয়ান্টি সিক্স ব্ল্যাক ৩ ৫ম বাজি: বিক্সে বসে খেলা দেখলেন। সতীর্থদের ডাকে নেওয়া হয়। ঋষভের বাড়ি থেকে নিয়ে (বিকেল ৪.০০ টা) ফ্রি-স্পিরিটেড ১, টাইম ২ ও ব্যাসভ পন্থ আর ঘরে বসে থাকতে চাননি তাই আসা হয় এবং পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করা সুইফট লেডি ৩ ৬ষ্ঠ বাজি: (বিকেল ৪.৩০ মি.) খিলা শুরু হবার ঠিক পরেই তিনি মাঠে চলে হয়। ঋষভকে দেখাশুনো করার জন্য একজন থাউজেন্ড চিয়ার্স ১, পেপার ২ ও ডাক্তার ডুম ৩ | আসেন। তখন মাত্র দু'ওভার বল হয়েছে। ব্যক্তিকে রাখা হয়েছে।

শ্রেণির মাত্র ৫টি প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করছে। **দিল্লি—** গাডি দুর্ঘটনায় দারু চোট প্রবেশ করেন।গাডি দুর্ঘটনার পরে এই প্রথম ঋষভ পস্থ। পায়ের চোটের কারণে তিনি টেলিভিশনের পর্দায় তাঁর ছবি ভেসে ওঠে।

৭ম বাজি: (বিকেল ৫.০০ টা) রিজেন্সি গোল্ড ১, সাদা টিশার্ট ও কালো সর্টস পড়ে খেলা ঋষভ পন্থ যখন ভিআইপি বক্সে বসে মিনার ২ ও মাকটুব ৩ ৮ম বাজি: (বিকেল ৫.৩০ । দেখতে আসেন। তাঁর পায়ে হাঁটুতে নিকাপ । খেলা দেখছেন তখন আইপিএল ক্রিকেটে। মি.) এডমান্ড ১, প্রসপারস প্রিন্স ২ ও বাঙ্কিসি ৩ | বাঁধা ও হাতে ক্রাচ রয়েছে। একজনের দিল্লি ক্যাপিটালসের হয়ে উইকেট রক্ষকের সাহায্য নিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে তিনি মাঠে গ্লাভস পেয়েছেন বাংলার অভিষেক



পোড়েল। রিকি পন্টিং ও সৌরভ গাঙ্গুলির নরকিয়াও। গুজরাত দলের দু'জন পরামর্শে দিল্লি ক্যাপিটালসের প্রথম একাদশে খেলোয়াড় পরিবর্তন হয়েছে। চোট পেয়ে জায়গা পেলেন চন্দননগরের বঙ্গ সন্তান ছিটকে গিয়েছেন কেন উইলিয়ামসন। আর অভিষেক পোড়েল। অভিষেক উইকেট সেই জায়গায় এসেছেন ডেভিড মিলার। রক্ষকের গ্লাভসে হাত গলিয়ে ঋষভ পন্থের স্আর বিজয় শংকরের বদলে খেলেছেন সাই আদর্শকেই মেনে নিতে চাইলেন। দিল্লির সুদর্শন। ঋদ্ধিমান সাহা বাংলা ছেড়ে ত্রিপুরা লড়াই হার্দিক পাণ্ডিয়ার গুজরাত টাইটানসের চলে যাবার পরেই বাংলা ক্রিকেটের বিরুদ্ধে। ওই ম্যাচে হার্দিক পাণ্ডিয়ারা টসে নির্বাচকরা শূন্যস্থান পুরণ করেন অভিষেককে জিতে প্রথমে ফিল্ডিং নিয়েছে। তাই ডেভিড দিয়ে। অভিষেক হলেন ঈশান পোডেলের ওয়ার্নারের দিল্লি দল প্রথমে ব্যাট করতে খুড়তুতো ভাই। অভিষেক উইকেটরক্ষক নামে। এদিন অভিষেকের হাতে অভিষেকের হিসাবে ইতিমধ্যেই নজর কেডেছেন। তাঁর টুপি তুলে দেন অধিনায়ক ওয়ার্নার ও রিকি স্যাটে ভালোই রান আছে। এখানে উল্লেখ পন্টিং। এই ভাবনা বাংলা ক্রিকেটের কাছে করা যেতে পারে দুই দলের উইকেট রক্ষক শুভ সংকেত। সৌরভ গাঙ্গুলির চেষ্টায় হিসাবে বাংলার সন্তানকে দেখা গেল। দিল্লি ঋষভের জায়গায় অভিষেক পোড়েলকে দলের উইকেট রক্ষক অভিষেক পোড়েল নেওয়া হয়। গত ম্যাচে দিল্লি দলের হয়ে আর গুজরাত দলের উইকেট রক্ষক হিসাবে উইকেট রক্ষক হিসাবে খেলেছিলেন এনরিক খেলছেন খদ্দিমান সাহা।

দ্য স্টেটসম্যান লিমিটেড-এর পক্ষে, চৌরঙ্গি প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, ৪, চৌরঙ্গি স্কোয়ার, কলকাতা-৭০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং এল এস পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। মুদ্রক ও প্রকাশক : বিনীত গুপ্তা। সম্পাদক : শেখর সেনগুপ্ত। ম্যানেজিং এডিটর : আর্য রুদ্র। Reg No. WBBEN/2004/13865.

